পরিচ্ছেদ - ৬৯

যুগের মানুষ খারাপ হলে অথবা ধর্মীয় ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা হলে অথবা হারাম ও সন্দিহান জিনিসে পতিত হওয়ার ভয় হলে অথবা অনুরূপ কোন কারণে নির্জনতা অবলম্বন করা উত্তম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبِينٌ } [الذاريات: ٥٠]

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে পলায়ন কর; নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। *(সূরা যারিয়াহ ৫০ আয়াত)*

وَعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيَّ الْخَفِيَّ)). رواه مسلم

১/৬০২। সা'দ ইবনে অক্কাস ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে ভালোবাসেন, যে পরহেযগার (সংযমশীল), অমুখাপেক্ষী ও আত্মগোপনকারী। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِه وَمَالِه فِي سَبِيلِ اللهِ)) قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ)) . وفي رواية : ((يَتَّقِي اللهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّه)). متفقٌ عَلَيْه

২/৬০৩। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি ﷺ বললেন, ঐ মু'মিন যে আল্লাহর পথে তার জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে। সে বলল, তারপর কে? তিনি ﷺ বললেন, তারপর ঐ ব্যক্তি যে কোন গিরিপথে নির্জনে নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে আল্লাহকে ভয় করে এবং লোকেদেরকে নিজের মন্দ আচরণ থেকে নিরাপদে রাখে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِه مِنَ الفِتَنِ)). رواه البخاري

৩/৬০৪। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সত্বর এমন এক সময় আসবে যে, ছাগল-ভেঁড়াই মুসলিমের সর্বোত্তম মাল হবে; যা নিয়ে সে ফিতনা থেকে তার দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য পাহাড়-চূড়ায় এবং বৃষ্টিবহুল (অর্থাৎ, তৃণবহুল) স্থানে পলায়ন করবে। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ)) فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وأَنْتَ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ)). رواه البخاري

৪/৬০৫। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এমন কোন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি। তাঁর সাহাবীগণ বললেন, আর আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমিও কয়েক ক্বীরাত্বের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম। *(বুখারী)*

وَعَنهُ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : ((مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُم رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِه كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزعَةً ، طَارَ عَلَيْه يَبْتَغِي القَتْلَ ، أَوْ المَوْتَ مَظَانَّه ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيمَةٍ فِي رَأسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذه الشَّعَفِ ، أَوْ بَطنِ وَادٍ مِنْ هذه الأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يأتِيَهُ اليَقِينُ ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلاَّ فِي خَيْرٍ)). رواه مسلم

৫/৬০৬। উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, লোকেদের মধ্যে সর্বোত্তম জীবন সেই ব্যক্তির, যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। যখনই সে যুদ্ধের ভয়ানক শব্দ শোনে, তখনই সেখানে তার পিঠে চড়ে দ্রুতগতিতে পৌঁছে যায়। দ্রুতগতিতে পৌঁছে সে হত্যা অথবা মৃত্যুর সম্ভাব্য জায়গাগুলো খোঁজ করে। অথবা সর্বোত্তম জীবন সেই ব্যক্তির, যে কতিপয় ছাগল-ভেঁড়া নিয়ে কোন পাহাড়-চূড়ায় কিম্বা কোন উপত্যকার মাঝে বসবাস করে। সেখানে সে তার নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে। লোকেদের মধ্যে এ ব্যক্তি উত্তম অবস্থায় রয়েছে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৭০

মানুষের সাথে মিলামিশা, জুমআহ, জামাআত, ঈদ ও যিক্‌রের মজলিস (জালসায় ও দ্বীনী মজলিসে) লোকেদের সাথে উপস্থিত হওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে কুশল জিজ্ঞাসা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, অভাবীদের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করা, অজ্ঞকে পথ প্রদর্শন করা এবং অনুরূপ অন্যান্য কল্যাণময় কাজের জন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা তার জন্য মুস্তাহাব, যে ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে সে নিজেকে বিরত রাখে এবং অপরের পক্ষ থেকে কষ্ট পৌঁছলে ধৈর্য ধারণ করে।

(ইমাম নাওয়াবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,) জেনে রাখো যে, লোকেদের সাথে মিলামিশার যে পদ্ধতি আমি বর্ণনা করেছি সেটাই স্বীকৃত; যা রসূলল্লাহ ﷺ এবং বাকী নবীদের পদ্ধতি ছিল। অনুরূপ পদ্ধতি ছিল খুলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের পরে সাহাবা ও তাবেঈনদের এবং তাঁদের পরে মুসলিমদের উলামা ও সজ্জনদের। এই অভিমত অধিকাংশ তাবেঈন ও তাঁদের পরবর্তীদেরও। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহ্‌মাদ এবং অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ্‌গণও এই মত পোষণ করেছেন। (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى } [المائدة : ٢]

অর্থাৎ, কল্যাণকর ও সংযমশীলতার পথে একে অপরের সহযোগিতা কর। *(সূরা মায়েদা ২ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এ মর্মে আরো অনেক বিদিত আয়াত রয়েছে।[১]

পরিচ্ছেদ - ৭১

মু'মিনদের জন্য বিনয়ী ও বিনম্র হওয়ার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [الشعراء : ٢١٥]

অর্থাৎ, তুমি তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি সদয় হও। *(সূরা শুআরা ২১৫ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ } [المائدة : ٥٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। *(সূরা মাইদাহ ৫৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات : ١٣]

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। *(সূরা হুজরাত ১৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى } [النجم : ٣٢]

অর্থাৎ, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে। *(সূরা নাজ্‌ম ৩২আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُم جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، أَهؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ } [الأعراف : ٤٨-٤٩]

অর্থাৎ, আ'রাফবাসিগণ কিছু লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে তাদেরকে

---

(১) আর হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, "যে মু'মিন মানুষের মাঝে মিশে তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে সেই মু'মিন ঐ মু'মিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে লোকেদের সাথে মিশে না এবং তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৬৫১নং)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আহবান ক'রে বলবে, তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না। দেখ এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ ক'রে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। এদেরকেই বলা হবে, তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। *(সূরা আ'রাফ ৪৮-৪৯ আয়াত)*

وَعَن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)). رواه مسلم

১/৬০৭। ইয়ায ইবনে হিমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার নিকট অহী পাঠালেন যে, তোমরা পরস্পরে নম্র ব্যবহার অবলম্বন কর। যাতে কেউ যেন কারো প্রতি গর্ব না করে এবং কেউ যেন কারো প্রতি যুলুম না করে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ)). رواه مسلم

২/৬০৮। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাদকা করলে মাল কমে যায় না এবং ক্ষমা করলে আল্লাহ বান্দার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে (মর্যাদায়) উচ্চ করেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبيَانٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفعَلُه . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬০৯। আনাস ﷺ কতিপয় শিশুদের পাশ দিয়ে গেলেন অতঃপর তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, নবী ﷺ এ রকমই করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ المَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءتْ . رواه البخاري

৪/ ৬১০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার ক্রীতদাসীদের মধ্যে এক ক্রীতদাসী নবী ﷺ-এর হাত ধরে নিত, তারপর সে (নিজের প্রয়োজনে) তার ইচ্ছামত তাঁকে নিয়ে যেত। *(বুখারী)*

وَعَنِ الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَت : كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ ـــ يَعنِي : خِدمَةَ أَهلِهِ ـــ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ . رواه البخاري

৫/৬১১। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ ঘরে কি কাজ করতেন। তিনি বললেন, গৃহস্থালি কাজ করতেন; অর্থাৎ স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করতেন। অতঃপর নামাযের (সময়) হলে তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন। *(বুখারী)*

** (এই গৃহস্থালি কাজের ব্যাখ্যায় মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'তিনি নিজের জুতা পরিষ্কার করতেন, কাপড় সিলাই করতেন, দুধ দোহাতেন এবং নিজের খিদমত নিজে করতেন।' তাছাড়া এ কথা বিদিত যে, তাঁর একাধিক দাস-দাসীও ছিল।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبي رِفَاعَةَ تَميمِ بنِ أُسَيْدٍ ﷺ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخطُبُ ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَن دِينِهِ لاَ يَدْرِي مَا دِينُهُ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا . رواه مسلم

৬/৬১২। আবূ রিফাআহ তামীম ইবনে উসাইদ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি একজন বিদেশী মানুষ নিজের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আমি জানি না আমার দ্বীন কি? (এ কথা শুনে) আল্লাহর রসূল ﷺ আমার দিকে ফিরলেন এবং খুতবা দেওয়া বর্জন করলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি আমার নিকটে এলেন। অতঃপর একটি চেয়ার আনা হল। তিনি তার উপর বসে আল্লাহ তাআলা তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিখাতে লাগলেন। অতঃপর তিনি খুতবায় ফিরে এসে তার শেষাংশটুকু পুরা করলেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً ، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ . قَالَ : وَقَالَ : ((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِط عَنهَا الأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)). وأَمَرَ أَن تُسلَتَ القَصْعَةُ، قَالَ : ((فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ)). رواه مسلم

৭/৬১৩। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আহার করতেন তখন স্বীয় তিনটি আঙ্গুল চেঁটে খেতেন এবং বলতেন, "কারো খাবারের লুকমা নিচে পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।" আর তিনি আমাদেরকে খাদ্যপাত্র (বা বাসন) ভালভাবে চেঁটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে।" *(মুসলিম)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ)). فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وأَنْتَ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ)). رواه البخاري

৮/৬১৪। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি। তাঁর সাহাবীগণ বললেন, আর আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি কয়েক ক্বীরাত্বের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম। *(বুখারী)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لأَجَبْتُ ، وَلَو أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ)). رواه البخاري

৯/৬১৫। উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যদি আমাকে ছাগলাদির পা অথবা বাহু খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা কবুল করব। আর যদি আমাকে পা অথবা বাহু উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা সাদরে গ্রহণ করব। *(বুখারী)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ العَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ ، أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ ، فَجَاءَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ ، فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ ، فَقَالَ : ((حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ)). رواه البخاري

১০/৬১৬। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আয্বা নামক উটনীটি প্রতিযোগিতায় কোনদিন হারতো না অথবা তাকে অতিক্রম করে কেউ যেতে পারত না। একবার এক বেদুঈন তার একটি সওয়ারী উটে সওয়ার হয়ে আসলে সেটি তার আগে চলে গেল। মুসলিমদের কাছে তা কষ্টদায়ক মনে হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা জানতে পারলে বললেন, আল্লাহর বিধান হল, দুনিয়ার কোন জিনিস উন্নত হলে, তিনি তাকে অবনত করেন। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৭২

অহংকার প্রদর্শন ও গর্ববোধ করা অবৈধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ }

অর্থাৎ, এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। *(সূরা ক্বাসাস ৮৩ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحا } [الإسراء : ٣٧]

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। *(সূরা ইসরা ৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ }

অর্থাৎ, মানুষের জন্য নিজের গাল ফুলায়ো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে ভালবাসেন না। *(সূরা লুকমান ১৮ আয়াত)*

'গাল ফুলায়ো না' অর্থাৎ, অহংকারের সাথে চেহারা বিকৃত করো না।

মহান আল্লাহ কারূন সম্বন্ধে বলেন,

{ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الفَرِحِينَ } [القصص : ٧٦] ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : { فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ } الآيات

অর্থাৎ, কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে ধনভান্ডার দান করেছিলাম যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বাহির হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক্ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না। অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে মাটিতে ধসিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। *(সূরা ক্বাস্বাস ৭৬-৮১ আয়াত)*

وَعَن عَبد الله بن مَسعُود ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِه مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كِبْرٍ !)) فَقَالَ رَجُلٌ : إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، ونَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ : ((إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)) رواه مسلم

১/৬১৭। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। একটি লোক বলল, মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)? তিনি বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা। *(মুসলিম)*

وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأكوَعِ ﷺ : أنّ رَجُلاً أكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِه ، فَقَالَ : ((كُلْ بِيَمِينِكَ)) قَالَ : لاَ أسْتَطِيعُ ! قَالَ : ((لاَ اسْتَطَعْتَ)) مَا مَنَعَهُ إلاَّ الكِبْرُ . قَالَ : فما رفعها إِلَى فيه. رواه مسلم

২/৬১৮। সালামাহ ইবনে আকওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার বাম হাত দ্বারা খেল। তিনি বললেন, তোমার ডান হাত দ্বারা খাও। সে বলল, আমি অপারগ। তিনি ﷺ বললেন, তুমি (যেন ডান হাতে খেতে) না পারো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা মানতে তাকে অহংকারই বাধা দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন (তারপর) থেকে সে তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি। *(মুসলিম)*

وَعَن حَارِثَةَ بنِ وهْبٍ ﷺ قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৩/৬১৯। হারেষাহ ইবনে অহাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن أَبي سَعيد الخُدري ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((احْتَجَّت الجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَقَالَت النَّارُ : فِيَّ الْجَبَّارُونَ والْمُتَكَبِّرُونَ . وَقَالَت الجَنَّةُ : فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُم ، فَقَضَى اللهُ بَينَهُمَا : إِنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا)). رواه مسلم

৪/৬২০। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাত এবং জাহান্নাম পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করল। জাহান্নাম বলল, আমার মধ্যে বড় বড় উদ্ধত এবং অহংকারীরা বসবাস করবে। আর জান্নাত বলল আমার মধ্যে দুর্বল এবং মিসকীনরা বসবাস করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে মীমাংসা করলেন যে, হে জান্নাত! তুমি আমার অনুগ্রহ, আমি তোমার দ্বারা যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং হে দোযখ! তুমি আমার শাস্তি, আমি তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেব। আর তোমাদের দুটোকেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً)). متفقٌ عَلَيْه

৫/৬২১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে তার লুঙ্গি (প্যান্ট, পায়জামা মাটিতে) ছেঁচড়াবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَة ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ)). رواه مسلم

৬/৬২২। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে (অনুগ্রহের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, (১) ব্যভিচারী বৃদ্ধ, (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ এবং (৩) অহংকারী গরীব। *(মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : العِزُّ إِزَارِي ، وَالكِبرِيَاءُ رِدَائِي ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي فِي وَاحِدٍ مِنهُمَا فَقَد عَذَّبْتُهُ)). رواه مسلم

৭/৬২৩। সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, সম্মান আমার লুঙ্গি এবং গর্ব আমার চাদর। (অর্থাৎ, খাস আমার গুণ।) সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি টেনে নিতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব। *(মুসলিম)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ ، يَخْتَالُ فِي مَشْيَتِه ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِه ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَة)). متفقٌ عَلَيْه

৮/৬২৪। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "একদা (পূর্ববর্তী

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সাথে চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

৯/৬২৫। (এ স্থলে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১৯১৪নং)

পরিচ্ছেদ - ৭৩

সচ্চরিত্রতার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } [ن : ٤]

অর্থাৎ, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। *(সূরা ক্বালাম ৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ } [آل عمران : ١٣٤]

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্ত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً . متفقٌ عَلَيْه

১/৬২৬। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সব মানুষের চাইতে বেশি সুন্দর চরিত্রের ছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : مَا مَسِسْتُ دِيبَاجاً وَلاَ حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَقَدْ خَدَمتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ : أُفٍّ، وَلاَ قَالَ لِشَيءٍ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتَه ؟ وَلاَ لِشَيءٍ لَمْ أفعَلهُ : أَلاَ فَعَلْتَ كَذَا ؟ متفقٌ عَلَيْه

২/৬২৭। সাবেক রাবী হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুঁকিনি। আর আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনোও আমার জন্য 'উঃ' শব্দ বলেননি। কোন কাজ করে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, 'তুমি এ কাজ কেন করলে?' এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, 'তা কেন করলে না?' *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ الصَّعبِ بنِ جَثَّامَةَ ﷺ ، قَالَ : أَهدَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِمَاراً وَحْشِيّاً ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجهِي ، قَالَ : ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ لأَنَّا حُرُمٌ)). متفقٌ عَلَيْه

৩/৬২৮। সা'ব ইবনে জাষ্ষামাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (শিকার করা) এক জংলী গাধা উপঢৌকন দিলাম। কিন্তু তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমার চেহারায় (বিষণ্নতার চিহ্ন) দেখে বললেন, আমরা ইহরামের অবস্থায় আছি, তাই আমরা এটি তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। *(বুখারী ও মুসলিম)* (যেহেতু ইহরাম অবস্থায় শিকার করা ও তার গোশ্ত খাওয়া নিষিদ্ধ।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنِ النَّوَاسِ بنِ سَمعَانَ ﷺ ، قَالَ : سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ البِرِّ وَالإِثمِ ، فَقَـــالَ : ((البِـــرُّ : حُسنُ الخُلُقِ ، والإِثمُ : مَا حَاكَ فِي صَدرِكَ ، وكَرِهْتَ أن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)). رواه مسلم

৪/৬২৯। নাওয়াস ইবনে সামআন ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন পুণ্য হল সচ্চরিত্রতার নাম এবং পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক এ কথা তুমি অপছন্দ কর। *(মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَمْ يَكُن رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِـــشاً وَلاَ مُتَفَحِّشاً ، وَكَانَ يَقُولُ : ((إنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أحْسَنَكُمْ أخْلاَقاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৬৩০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ (প্রকৃতিগতভাবে কথা ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। আর তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي الدَّردَاءِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : ((مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ العَبدِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

৬/৬৩১। আবূ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন (নেকী) ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও চোয়াড়কে অপছন্দ করেন। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أكثرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : ((تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الخُلُقِ)) ، وَسُئِلَ عَنْ أكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ : ((الفَـــمُ وَالفَـــرْجُ)). رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৭/৬৩২। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন্ আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র। আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন্ আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ, উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ)। *(তিরমিযী হাসান সহীহ সূত্রে)*

وَعَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أكْمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَاناً أحسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَـــارُكُمْ خِيَـــارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৮/৬৩৩। সাবেক রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সুন্দরতম। আর তোমাদের উত্তম ব্যক্তি তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম। *(তিরমিযী হাসান সহীহ সূত্রে)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ المُـــؤْمِنَ لَيُـــدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِه دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ)). رواه أَبُو داود

৯/৬৩৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অবশ্যই মু'মিন তার সদাচারিতার কারণে দিনে (নফল) রোযাদার এবং রাতে (নফল) ইবাদতকারীর মর্যাদা পেয়ে থাকে। *(আবূ দাউদ)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقّاً ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ)) . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح .

১০/৬৩৫। আবূ উমামাহ বাহেলী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ সীমায় একটি ঘর দেওয়ার জন্য জামিন হচ্ছি, যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কলহ-বিবাদ বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে। আর সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যার চরিত্র সুন্দর। *(আবূ দাউদ)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُم أَخْلاَقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ القِيَامَةِ ، الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْنَا ((الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ)) ، فمَا المُتَفَيْهِقُونَ ؟ قَالَ : ((المُتَكَبِّرُونَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১১/৬৩৬। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যাধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী, হাসান)*

وَرَوَى التِّرمذي عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفسِيرِ حُسْنِ الخُلُقِ ، قَالَ : ((هُوَ طَلاَقَةُ الوَجه ، وَبَذْلُ المَعرُوف ، وَكَفُّ الأَذَى)).

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) হতে সচ্চরিত্রতার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তা হল, সর্বদা হাসমুখ থাকা, মানুষের উপকার করা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া।

পরিচ্ছেদ - ৭৪

সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ } [آل عمران : ١٣٤]

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্ত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ } [الأعراف : ١٩٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } [فصلت : ٣٤-٣٥]

অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৪-৩৬ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }[الشورى : ٤٣]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ : ((إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ)). رواه مسلم

১/৬৩৭। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশাজ্জ্ আব্দুল কায়েসকে বলেছেন, নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন; সহনশীলতা ও চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা। *(মুসলিম)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّه)). متفقٌ عَلَيْه

২/৬৩৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহ তাআলা কোমল; তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোমলতা ও নম্রতাকে ভালবাসেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفقِ ، مَا لاَ يُعْطِي عَلَى العُنْفِ ، وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ)). رواه مسلم

৩/৬৩৯। উক্ত বর্ণনাকারিণী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন নিশ্চয় মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি নম্রতার উপরে যা দেন তা তিনি কঠোরতা এবং অন্য কোন জিনিসের উপর দেন না। *(মুসলিম)*

وَعَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شَانَهُ)). رواه مسلم

৪/৬৪০। সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, নম্রতা যে জিনিসেই থাকে, তাকে তা সুন্দর বানিয়ে দেয় এবং তা যে জিনিস থেকেই বের করে নেওয়া হয়, তাকে তা অসুন্দর বানিয়ে দেয়। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : بَالَ أعْرَابِيٌّ فِي المَسجِدِ ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((دَعُوهُ وَأرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَـم تُبْعَثُـوا مُعَسِّرِينَ)). رواه البخاري

৫/৬৪১। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব করে দিল। সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী ﷺ বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি। *(বুখারী)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا)). متفقٌ عَلَيْهِ

৬/৬৪২। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না এবং (লোকেদেরকে) সুসংবাদ দাও। তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ يُحْرَمِ الرِفْقَ ، يُحْرَمِ الخَيْرَ كلَّهُ)). رواه مسلم

৭/৬৪৩। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাকে সমস্ত মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَوْصِنِي . قَالَ : ((لاَ تَغْضَبْ)) ، فَرَدَّدَ مِرَاراً ، قَالَ : ((لاَ تَغْضَبْ)). رواه البخاري

৮/৬৪৪। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন! তিনি ﷺ বললেন তুমি রাগান্বিত হয়ো না। সে ব্যক্তি এ কথাটি কয়েকবার বলল। তিনি (প্রত্যেক বারেই একই কথা) বললেন, তুমি রাগান্বিত হয়ো না। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي يَعلَى شَدَّادِ بنِ أَوسٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَـى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَة ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَـفْرَتَه ، وَلْيُرِح ذَبِيحَتَهُ)). رواه مسلم

৯/৬৪৫। আবূ ইয়া'লা শাদ্দাদ ইবনে আওস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ প্রতিটি কাজকে উত্তমরূপে (অথবা অনুগ্রহের সাথে) সম্পাদন করাটাকে ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে) হত্যা করবে তখন ভালভাবে হত্যা কর এবং যখন (পশু) জবাই করবে তখন ভালভালে জবাই কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, সে যেন নিজ ছুরি ধারাল করে নেয় এবং যবেহযোগ্য পশুকে আরাম দেয়। (অর্থাৎ জবাই-এর কাজ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দ্রুত সম্পন্ন করে।) *(মুসলিম)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً ، فَإِنْ كَانَ إِثْماً ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ . وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلاَّ أن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ تَعَالَى . متفقٌ عَلَيْهِ

১০/৬৪৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই দু'টি কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হত তখনই তিনি সে দু'টির মধ্যে সহজ কাজটি গ্রহণ করতেন; যদি সে কাজটি গর্হিত না হত। কিন্তু তা গর্হিত কাজ হলে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কখনই কোন বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু (কেউ) আল্লাহর হারামকৃত কাজ করে ফেললে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ ؟ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّار ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ ، هَيِّنٍ ، لَيِّنٍ ، سَهْلٍ)) رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১১/৬৪৭। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সে সমস্ত লোক সম্পর্কে বলব না, যারা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা যাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? এ (আগুন) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে, যে মানুষের নিকটবর্তী, নম্র, সহজ ও সরল। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ ৭৫

মার্জনা করা এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } [الأعراف : ١٩٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ } [الحجر : ٨٥]

অর্থাৎ, তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর। *(সূরা হিজ্‌র ৮৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ } [النور : ٢٢]

অর্থাৎ, তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন? *(সূরা নূর ২২ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

{ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ } [آل عمران : ١٣٤]

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্ত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }[الشورى : ٤٣]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّهَا قَالَت للنَّبِيِّ ﷺ : هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟ قَالَ : ((لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِك ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَة ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِب، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، وَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جبريلُ عليه السلام، فَنَادَانِي ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَد بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ . فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَأَنا مَلَكُ الجبال ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ ، فَمَا شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ)) . فَقَالَ النبي ﷺ : ((بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِه شَيْئاً)). متفقٌ عَلَيْه

১/৬৪৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবী ﷺ-কে বললেন, আপনার উপর কি উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন দিন এসেছে? তিনি বললেন, আমি তোমার কওম থেকে বহু কষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট আক্বাবার দিন পেয়েছি, যেদিন আমি নিজেকে ইবনে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার) এর উপর (ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর 'ক্বারনুষ যাআলিব' (বর্তমানে সাইল কাবীর) নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি (আকাশের দিকে) মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা মেঘখন্ড আমার উপর ছায়া করে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম তো তাতে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কউম আপনাকে যে কথা বলল এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিল তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর তিনি আপনার নিকট পর্বতমালার ফিরিশ্তাকে পাঠিয়েছেন যেন আপনি তাঁকে তাদের (ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ দেন। অতঃপর পর্বতমালার ফিরিশ্তা আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে তা (সবই) মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি হচ্ছি পর্বতমালার ফিরিশ্তা। আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আমাকে তাদের ব্যাপারে (কোন) নির্দেশ দেন। সুতরাং আপনি কি চান? আপনি চাইলে, আমি (মক্কার) বড় বড় পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দেব। (এ কথা শুনে) নবী ﷺ বললেন, (এমন কাজ করবেন না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهَا ، قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِماً ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ ، إِلاَّ أن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى، فَيَنْتَقِمُ للهِ تَعَالَى . رواه مسلم

২/৬৪৯। উক্ত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কাউকে স্বহস্তে মারেননি, না কোন স্ত্রীকে না কোন দাস-দাসীকে। কারো দিক থেকে তিনি কোন কষ্ট পেলে কষ্টদাতার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেননি। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর হারামকৃত কোন জিনিস লংঘন করা হত (অর্থাৎ কেউ চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি কাজ করে ফেলত) তাহলে আল্লাহর জন্যই তিনি প্রতিশোধ নিতেন (শাস্তি দিতেন)। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ أَمشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ ، فأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدةً ، فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ . فَالتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬৫০। আনাস ﷺ বলেন (একদা) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর উপর মোটা পেড়ে একখানি নাজরানী চাদর ছিল। অতঃপর পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হল। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নবী ﷺ-এর কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব জোরে টানার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। পুনরায় সে বলল, ওহে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহর যে মাল আছে তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ কর। তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে (কিছু মাল) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيّاً مِنَ الأَنبِيَاءِ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُه عَلَيْهِمْ ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، ويَقُولُ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৬৫১। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমি যেন (এখনো) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নবীদের মধ্যে এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৬৫২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুশ্তিগীর বীর সে নয় যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎপাত করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৭৬

কষ্ট সহ্য করার মাহাত্ম্য

{ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ } [آل عمران : ١٣٤]

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্ত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }[الشورى : ٤٣]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)*

এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহ উল্লেখ্য। আরো একটি হাদীস ঃ

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي قَرَابةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : ((لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ)). رواه مسلم

১/৬৫৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় থাকবে। *(মুসলিম, এটি৩২৩ নম্বরেও গত হয়েছে)*

পরিচ্ছেদ - ৭৭

শরীয়তের নির্দেশাবলী লংঘন করতে দেখলে ক্রোধান্বিত হওয়া এবং আল্লাহর দ্বীনের সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

{ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ } [الحج : ٣٠]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ (স্থান বা) বিধানসমূহের সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। *(সূরা হাজ্জ ৩০ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, { إِنْ تَنْصُرُوْا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } [محمد : ٧]

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের পা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ৭ আয়াত)*

وَعَن أَبِي مَسعُودٍ عُقْبَةَ بنِ عَمْرٍو البَدْرِي ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَن صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ ؛ فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الحَاجَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৫৪। আবূ মাসঊদ উক্বাহ ইবনে আম্র বাদরী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'অমুক ব্যক্তি লম্বা নামায পড়ায়, তার জন্য আমি ফজরের নামায থেকে পিছনে থাকি।' অতঃপর আমি নবী ﷺ-কে কোন ভাষণে সেদিনকার থেকে বেশী রাগান্বিত হতে দেখিনি। তিনি বললেন, "হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কিছু লোক লোকদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে সে যেন সংক্ষেপে নামায পড়ায়। কারণ তার পিছনে বৃদ্ধ, শিশু এবং এমনও লোক রয়েছে যার কোন প্রয়োজন আছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجهُهُ ، وَقَالَ : ((يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৬৫৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফর থেকে (বাড়ী) ফিরলেন। সে সময় আমি ঘরের সামনে তাকে একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, যাতে অনেক ছবি ছিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখলেন তখন ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। (রাগে) তাঁর চেহারা (লাল)বর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক কঠিন শাস্তি তাদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মত আকৃতি (অঙ্কন বা নির্মাণ) করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهَا : أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرأَةِ المَخزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا : مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى ؟!)) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬৫৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকেই বর্ণিত, যে মাখযূমী মহিলাটি চুরি করেছিল

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তার ব্যাপারটি কুরায়েশদেরকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। সুতরাং তারা বলল, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় উসামাহ বিন যায়দ ﷺ ছাড়া আর কে সাহস করতে পারবে? ফলে উসামাহ ﷺ তাঁর সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর নির্ধারিত দন্ডবিধির ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছ? অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে শাস্তি প্রদান করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي القِبلَة ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ ؛ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِه ، فَقَالَ : ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِه فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبلَة ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَة ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِه)) ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِه فَبَصَقَ فِيه ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : ((أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)). متفقٌ عَلَيْه

৪/৬৫৭। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কিবলার (দিকের দেওয়ালে) থুথু দেখতে পেলেন এটা তাঁর প্রতি খুব ভারী মনে হল এমনকি তাঁর চেহারায় এই চিহ্ন দেখা গেল। ফলে দাঁড়ালেন এবং তিনি তা নিজ হাত দ্বারা ঘষে তুলে ফেললেন। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে (ফিসফিস করে কথা) বলে। আর তার প্রতিপালক তার ও কেবলার মধ্যস্থলে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কেবলার দিকে থুথু না ফেলে; বরং তার বামে অথবা পদতলে ফেলে। অতঃপর তিনি তাঁর চাদরের এক প্রান্ত ধরে তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি তার এক অংশকে আর এক অংশের সাথে রগড়ে দিয়ে বললেন, কিংবা এইরূপ করে। *(বুখারী-মুসলিম)*

* বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলার নির্দেশ তখন পালনীয়, যখন নামায মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (মাটিতে) হবে। পক্ষান্তরে নামায মসজিদে হলে কাপড়ে (অথবা টিসুতেই) থুথু (শ্লেষ্মা ইত্যাদি) ফেলতে হবে।

পরিচ্ছেদ - ৭৮

প্রজাদের সাথে শাসকদের কোমল ব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের প্রতি স্নেহপরবশ হওয়ার আদেশ এবং প্রজাদেরকে ধোঁকা দেওয়া, তাদের প্রতি কঠোর হওয়া, তাদের স্বার্থ উপেক্ষা করা, তাদের ও তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [الشعراء : ٢١٥]

অর্থাৎ, তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি সদয় হও। *(সূরা শুআরা ২১৫ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [النحل : ٩٠]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। *(সূরা নাহল ৯০ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أهلِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالخَادِمُ رَاعٍ في مال سيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৫৮। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبي يَعلَى مَعْقِل بنِ يَسارٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسترْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّة)). متفقٌ عليه

وَفِي رِوَايَةٍ : ((فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّة)) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : ((مَا مِنْ أميرٍ يَلِي أُمُورَ المُسْلِمينَ ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ ، إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ)) .

২/৬৫৯। আবূ য়্যা'লা মা'ক্বেল ইবনে য়্যাসার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কোন বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজার উপর শাসক বানালে, যেদিন সে মরবে সেদিন যদি সে প্রজার প্রতি ধোঁকাবাজি করে মরে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর সে (শাসক) তার হিতাকাঙ্ক্ষিতার সাথে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করল না, সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে কোন আমীর মুসলমানদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিল অতঃপর সে তাদের (সমস্যা দূর করার) চেষ্টা করল না এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হল না, সে তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

وَعَن عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا : ((اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَارفُقْ بِه)). رواه مسلم

৩/৬৬০। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার এই ঘরে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেল। আর যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা কর। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَانَتْ بَنُو إسرَائِيلَ تَسُوسُهُم الأَنبِيَاء ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكثُرُونَ))، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : ((أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، وَاسْأَلُوا اللهَ الَّذِي لَكُمْ ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ)). متفقٌ عليه

৪/৬৬১। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বানী ইস্রাঈলদের (দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের কাজ) পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখনই কোন নবী মারা যেতেন তখনই অন্য আর এক নবী তাঁর প্রতিনিধি হতেন। (জেনে রাখ) আমার পর কোন নবী নেই, বরং আমার পর অধিক সংখ্যায় খলীফা হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, যার নিকট প্রথমে বায়আত করেছ তা পূর্ণ কর, তারপর যার নিকট বায়আত করেছ তা পূর্ণ কর। অতঃপর তাদের অধিকার আদায় কর এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চেয়ে নাও। কারণ, মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রজাপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَائذ بن عَمرو ﷺ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْد اللهِ بن زِيَاد ، فَقَالَ لَهُ : أَيْ بُنَيَّ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ)) فإِيَاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ . متفقٌ عَلَيْه

৫/৬৬২। আয়েয ইবনে আম্র ﷺ উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে।" সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبي مَرِيَمَ الأَزدِيِّ ﷺ : أَنّه قَالَ لِمُعَاوِيَةَ ﷺ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِه وَخَلَّتِه وَفَقْرِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ . رواه أَبو داود والترمذي

৬/৬৬৩। আবূ মারয়্যাম আযদী ﷺ মুআবিয়াহ ﷺ-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলমিদের কোন (রাজ) কার্যে নিযুক্ত করলেন, অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।" (তা পূরণ করবেন না।) *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৭৯

ন্যায়পরায়ণ শাসকের মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ } [النحل : ٩٠]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন---। *(সূরা নাহ্‌ল ৯০ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [الحجرات : ٩]

অর্থাৎ, সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা হুজুরাত ৩৮ ১ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عن النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّه يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأ في عِبَادَة الله - عز وجل - ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بالمَسَاجِد ، وَرَجُلاَن تَحَابّا في اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيه وتَفَرَّقَا عَلَيه ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَة ، فَأخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه .

১/৬৬৪। আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن عَبد الله بن عَمرو بن العَاص رَضيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((إنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهْلِيهِم وَمَا وَلُوْا)). رواه مسلم

২/৬৬৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন নিশ্চয় ন্যায় বিচারকরা আল্লাহর নিকট জ্যোতির মিম্বরের উপর থাকবে। যারা তাদের বিচারে এবং তাদের গৃহবাসীদের মধ্যে ও যে সমস্ত কাজে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে তাতে তারা ইনসাফ করে। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن عَوف بن مَالك ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : ((خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ . وشِرَارُ أَئِمَّتِكُم الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ !)) ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُم ؟ قَالَ : ((لاَ، مَا أَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ . لاَ ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ)). رواه مسلم

৩/৬৬৬। আওফ ইবনে মালেক ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দুআ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ করে। (হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। *(মুসলিম)*

وَعَن عِياض بن حمار ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : ((أَهلُ الجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ : ذُو سُلطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لكُلِّ ذي قُرْبَى ومُسْلِمٍ ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ)). رواه مسلم

৬/৬৬৭। ইয়ায ইবনে হিমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জান্নাতী তিন প্রকার। (১) ন্যায়পরায়ন বাদশাহ, যাকে ভাল কাজ করার তওফীক দেওয়া হয়েছে। (২) ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিমের প্রতি দয়ালু ও নম্র-হৃদয় এবং (৩) সেই ব্যক্তি যে বহু সন্তানের (গরীব) পিতা হওয়া সত্ত্বেও হারাম ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৮০

বৈধ কাজে শাসকবৃন্দের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং অবৈধ কাজে তাদের আনুগত্য করা হারাম

মহান আল্লাহ বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء : ٥٩]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গের অনুগত হও। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكَرِهَ ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৬৮। ইবনে উমার ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন মুসলিমের জন্য (তার শাসকদের) কথা শোনা ও মানা ফরয, তাকে সে কথা পছন্দ লাগুক অথবা অপছন্দ লাগুক; যতক্ষণ না তাকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পাপকাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর যখন তাকে পাপকাজের আদেশ দেওয়া হবে তখন তার কথা শোনা ও মানা ফরয নয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمعِ والطَّاعَةِ ، يَقُولُ لَنَا : ((فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৬৬৯। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর কথা শোনার ও আনুগত্য করার উপর বায়আত করছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, যাতে তোমাদের সাধ্য রয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)). رواه مسلم

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ((وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) .

৩/৬৭০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (বৈধ কাজে শাসকের) আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার জন্য কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি (রাষ্ট্রনেতার হাতে) বায়আত না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মরা মরল।

এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, যে (রাষ্ট্রীয়) জামাআত ত্যাগ করে মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اسْمَعُوا وأَطِيعُوا ، وَإِن اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)). رواه البخاري

৪/৬৭১। আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, (শাসকদের) কথা শোনো এবং (তাদের) আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো ক্রীতদাসকে (নেতা) নিযুক্ত করা হয়; যেন তার মাথাটা কিশমিশ। (অর্থাৎ, কিশমিশের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বিশ্রী তবুও)! *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ)). رواه مسلم

৫/৬৭২। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমার প্রতি দুখে-সুখে, হর্ষে-বিষাদে এবং তোমার উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার সময়ে (শাসকের) কথা শোনা ও (তার) আনুগত্য করা ফরয। *(মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ ، وَمِنّا مَنْ يَنْتَضِلُ ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ : الصَّلاَةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ . وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتنَةٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَتَجِيءُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الفتنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هذه مُهلكتي ، ثُمَّ تنكشفُ ، وتجيء الفتنةُ فيقولُ المؤمنُ : هذه هذه . فَمَنْ أحَبَّ أنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، ويُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلْتَأتِه منيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنَ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَأت إِلَى النَّاسِ الَّذي يُحِبُّ أنْ يُؤتَى إِلَيْه. وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِه ، وَثَمَرَةَ قَلْبِه ، فَلْيُطِعْهُ إِن استَطَاعَ ، فإنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ)). رواه مسلم

৬/৬৭৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ﷺ বলেন আমরা আল্লাহর রসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর (বিশ্রামের জন্য) এক স্থানে অবতরণ করলাম। তারপর আমাদের কিছু লোক তাঁবু ঠিক করছিল এবং কতক লোক তীরন্দাজিতে প্রতিযোগিতা করছিল ও কতক লোক জন্তুদের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, নামাযের জন্য জমায়েত হও। সুতরাং আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট একত্রিত হলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীর জন্য জরুরী ছিল, তাঁর উম্মতকে এমন কর্মসমূহের নির্দেশ দেওয়া, যা তিনি তাদের জন্য ভালো মনে করেন এবং এমন কর্মসমূহ থেকে ভীতি-প্রদর্শন করা, যা তিনি তাদের জন্য মন্দ মনে করেন। আর তোমাদের এই উম্মত এমন, যাদের প্রথমাংশে নিরাপত্তা রাখা হয়েছে এবং তাদের শেষাংশে রয়েছে পরীক্ষা (ফিতনা-ফাসাদ) এবং এমন ব্যাপার সকল, যা তোমরা পছন্দ করবে না। এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যে, একটি অন্যটি হাল্কা করে দেবে (অর্থাৎ পরের ফিতনাটি আগের ফিতনা অপেক্ষা গুরুতর হবে)। ফিতনা এসে গেলে মু'মিন ব্যক্তি বলবে, এটাই আমার ধ্বংসের কারণ হবে। অতঃপর তা দূরীভূত হবে। পুনরায় অন্য ফিতনা প্রকাশ পাবে তখন মু'মিন বলবে, এটাই এটাই (আমার সবচেয়ে বড় ফিতনা)। অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালবাসে তার নিকট এই অবস্থায় মৃত্যু আসুক যে, সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং লোকদের সাথে সেই ব্যবহার প্রদর্শন করে, যা সে নিজের সাথে প্রদর্শন পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতার সাথে বায়আত করে, সে নিজের হাত এবং নিজ অন্তরের ফল (নিষ্ঠা) তাকে দিয়ে দেয়, সে সাধ্যমত তার আনুগত্য করুক। অতঃপর অন্য কেউ যদি তার (প্রথম ইমামের) সাথে (ক্ষমতা কাড়ার) ঝগড়া করে, তাহলে দ্বিতীয়জনের গর্দান উড়িয়ে দাও। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُنَيْدَةَ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ ﷺ ، قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزيدَ الجُعفيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَرَأَيتَ إِنْ قامَت عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسألُونَا حَقَّهُم ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأعْرَضَ عَنهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ)). رواه مسلم

৭/৬৭৪। আবূ হুনাইদা ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র ﷺ বলেন, সালামাহ ইবনে য়্যাযীদ জু'ফী আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি বলুন, যদি আমাদের উপর (অসৎ) শাসক নিযুক্ত হয় এবং আমাদের কাছে তাদের অধিকার চায় ও আমাদেরকে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। অতএব এ ব্যাপারে আপনি কি নির্দেশ দেন? তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহর রসূল ﷺ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বললেন, তোমরা (তাদের) কথা শুনো এবং (তাদের) আনুগত্য কর। কারণ তাদের দায়িত্বে তা রয়েছে যা তাদের উপর চাপানো হয়েছে (অর্থাৎ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা) এবং তোমাদের দায়িত্বে তা রয়েছে, যা তোমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে (অর্থাৎ নেতা ও শাসকের আনুগত্য)। *(মুসলিম)*

وَعَن عَبد اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَـرَةٌ وَأُمُـورٌ تُنْكِرُونَهَا !)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ ؟ قَالَ : ((تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৮/৬৭৫। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আমার পর স্বেচ্ছাচারী শাসন হবে এবং অন্যান্য (আপত্তিকর) ব্যাপার সকল প্রকাশ পাবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে যে এ যুগ পাবে তাকে আপনি কি আদেশ দিচ্ছেন। তিনি বললেন, তোমাদের প্রতি যে হক রয়েছে তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের যে হক (শাসকের উপর রয়েছে) তা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَـصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

৯/৬৭৬। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর আনুগত্য করল। এবং যে আমার অবাধ্যতা করল সে (আসলে) আল্লাহর অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করল, সে (আসলে) আমার আনুগত্য করল এবং যে নেতার অবাধ্যতা করল সে (আসলে) আমার অবাধ্যতা করল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانِ شِبْراً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)). متفقٌ عَلَيْهِ

১০/৬৭৭। ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নেতার কোন কাজ অপছন্দ করবে, তার উচিত হবে (তার উপর) ধৈর্য ধারণ করা। কারণ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও শাসকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবে, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي بَكرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ أهانَ السُّلطَانَ أَهَانَهُ اللهُ)).

رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১১/৬৭৮। আবূ বাক্‌রাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বাদশাহকে অপমান করবে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। *(তিরমিযী, হাসান)*

এ মর্মে আরো সহীহ হাদীস বিদ্যমান। কিছু হাদীস বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৮১

পদ চাওয়া নিষেধ এবং রাষ্ট্রীয় পদ পরিহার করাই উত্তম; যদি সেই একমাত্র তার যোগ্য অথবা তার নিযুক্ত হওয়া জরুরী না হয়

মহান আল্লাহ বলেন,

{ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوّاً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ }

অর্থাৎ, এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। *(সূরা ক্বাসাস ৮৩ আয়াত)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا عَبْدَ الرَّحمَانِ بنَ سَمُرَةَ ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৭৯। আবূ সাইদ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ! তুমি সরকারী পদ চেয়ো না। কারণ তুমি যদি তা না চেয়ে পাও, তাহলে তাতে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি তা চাওয়ার কারণে পাও, তাহলে তা তোমাকে সঁপে দেওয়া হবে। (এবং তাতে আল্লাহর সাহায্য পাবে না।) আর যখন তুমি কোন কথার উপর কসম খাবে অতঃপর তা থেকে অন্য কাজ উত্তম মনে করবে, তখন উত্তম কাজটা কর এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দাও। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبِي ذرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً ، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي . لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ)). رواه مسلم

২/৬৮০। আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ যার্র! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি এবং আমি তোমার জন্য তাই ভালবাসি যা আমি নিজের জন্য ভালবাসি। (সুতরাং) তুমি অবশ্যই দু'জনের নেতা হয়ো না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না। *(মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ألا تَسْتَعْمِلُنِي ؟ فَضَرَبَ بِيَدِه عَلَى مَنْكِبِي ، ثُمَّ قَالَ : ((يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا)). رواه مسلم

৩/৬৮১। সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে (কোন স্থানের সরকারী) কর্মচারী কেন নিযুক্ত করছেন না? তিনি নিজ হাত আমার কাঁধের উপর মেরে বললেন, হে আবূ যার্র! তুমি দুর্বল এবং (এ পদ) আমানত ও এটা কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা হকের সাথে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) গ্রহণ করল এবং নিজ দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করল (তার জন্য

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এ পদ লজ্জা ও অনুতাপের কারণ নয়)। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ ، وَسَتَكونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه البخاري

৪/৬৮২। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা অতি সত্ত্বর নেতৃত্বের লোভ করবে। (কিন্তু স্মরণ রাখো) এটি কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৮২

বাদশাহ, বিচারক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে সৎশীল মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিযুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তাদেরকে খারাপ সঙ্গী থেকে ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা থেকে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ} [الزخرف : ٦٧]

অর্থাৎ, বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সাবধানীরা নয়। *(সূরা যুখরুফ ৬৭ আয়াত)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ)). رواه البخاري

১/৬৮৩। আবূ সাইদ ও আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখনই কোন নবী প্রেরণ করেন এবং কোন খলীফা নির্বাচিত করেন, তখনই তাঁর জন্য দু'জন সঙ্গী নিযুক্ত করে দেন। একজন সঙ্গী তাঁকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর দ্বিতীয়জন সঙ্গী তাঁকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর রক্ষা পান কেবলমাত্র তিনিই, যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন। *(বুখারী)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إذَا أرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْراً ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدقٍ ، إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإنْ ذَكَرَ أعَانَهُ ، وَإذَا أرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ ، إنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ ، وَإنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ عَلَى شرط مسلم

২/৬৮৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন আল্লাহ কোন শাসকের মঙ্গল চান, তখন তিনি তার জন্য সত্যনিষ্ঠ (শুভাকাঙ্ক্ষী) একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করে দেন। শাসক (কোন কথা) ভুলে গেলে সে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে। আর যখন আল্লাহ তার অন্য কিছু (অমঙ্গল) চান, তখন তার জন্য মন্দ মন্ত্রী নিযুক্ত করে দেন। শাসক বিস্মৃত হলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে না। *(আবূ দাউদ উত্তম সূত্রে মুসলিমের শর্তে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৮৩

যে ব্যক্তি নেতা, বিচারক অথবা অন্যান্য সরকারী পদ চাইবে অথবা পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে অথবা তার জন্য ইঙ্গিত করবে তাকে পদ দেওয়া নিষেধ

عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِي عَمِّي ، فَقَـالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللهُ - عز وجل - ، وَقَالَ الآخَرُ مِثلَ ذَلِـكَ ، فَقَالَ : ((إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أَحَداً سَأَلَهُ، أَوْ أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৮৫। আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন যে, আমি এবং আমার চাচাতো দু'ভাই নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। সে দু'জনের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যে সব শাসন-ক্ষমতা দান করেছেন, তার মধ্যে কিছু (এলাকার) শাসনভার আমাকে প্রদান করুন। দ্বিতীয়জনও একই কথা বলল। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! যে সরকারী পদ চেয়ে নেয় অথবা তার প্রতি লোভ রাখে, তাকে অবশ্যই আমরা এ কাজ দিই না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অধ্যায় ঃ ১

শিষ্টাচার

পরিচ্ছেদ - ৮৪

লজ্জাশীলতা ও তার মাহাত্ম্য এবং এগুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((دَعْهُ ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৮৬। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসার ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যিনি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الْحَيَـاءُ لاَ يَـأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : ((اَلحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ)). أَوْ قَالَ : ((الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ)) .

২/৬৮৭। ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লজ্জা মঙ্গলই বয়ে আনে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, লজ্জার সবটুকু মঙ্গলই মঙ্গল।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(বিঃদ্রঃ কিন্তু গুপ্ত সমস্যায় শরীয়তের সমাধান জানার ব্যাপারে লজ্জা করা ঠিক নয়।)

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَستُّونَ شُعْبَةً: فَأفْضَلُهَا قَوْلُ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأدْنَاهَا إمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬৮৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানের সত্তর অথবা ষাঠ অপেক্ষা কিছু বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

* কষ্টদায়ক জিনিস যেমন, ঢেলা, পাথর, পোড়া কয়লা, ভাঙ্গা কাঁচ, কাঁটা, গাছের ডাল, নোংরা জিনিস ইত্যাদি, যাতে পথিক কষ্ট পায়।

وَعَن أَبي سَعِيد الخُدري ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ في خِدْرِهَا ، فَإذَا رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِه . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৬৮৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ অন্তঃপুরবাসিনী কুমারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করতেন আমরা তাঁর চেহারায় তা বুঝতে পারতাম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

উলামাগণ বলেন, লজ্জাশীলতার প্রকৃতত্ব হল এমন সৎচরিত্রতা, যা নোংরা বর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং অধিকারীর অধিকার আদায়ে ত্রুটি প্রদর্শন করতে বিরত রাখে।

আবুল কাসেম জুনাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, লজ্জাশীলতা হল, নিয়ামত লক্ষ্য করা এবং সেই সাথে (তার কৃতজ্ঞতায়) ত্রুটি লক্ষ্য করা। এই দুয়ের মাঝে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তাকেই লজ্জা বলা হয়।

পরিচ্ছেদ - ৮৫

গোপনীয়তা রক্ষা করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً } [الإسراء: ٣٤]

অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৪ আয়াত)*

وَعَن أَبي سَعِيد الخُدري ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ مِنْ أشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلَى الْمَرْأةِ وتُفْضِي إلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)) رواه مسلم

১/৬৯০। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি হবে, যে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে এবং স্ত্রী তার সঙ্গে মিলন করে। অতঃপর সে তার (স্ত্রীর) গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়। *(মুসলিম)*

وَعَن عَبد اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ عُمَرَ ﷺ حِيْنَ تأيَّمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ ، قَالَ : لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ ﷺ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قَالَ: سأَنْظُرُ فِي أمْرِي . فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي ، فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أنْ لاَ أتَزَوَّجَ يَـوْمِي هَـذَا . فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ ﷺ ، فَقُلتُ : إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمتَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ ، فَلَـمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئاً ! فَكُنْتُ عَلَيْهِ أوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثَ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَأنْكَحْتُهَا إيَّاهُ. فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئاً؟ فَقُلتُ: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أنَّ النبيَّ ﷺ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَقَبِلْتُهَا . رواه البخاري

২/৬৯১। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত। যখন উমার ﷺ-এর কন্যা হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বিধবা হয়ে গেলেন, তখন তিনি বললেন যে, আমি উসমান ইবনে আফ্ফানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং হাফসাকে বিবাহ করার জন্য দরখাস্ত দিয়ে তাঁকে বললাম, আপনি ইচ্ছা করলে আপনার বিবাহ আমি উমারের কন্যা হাফসার সাথে দিয়ে দিচ্ছি? তিনি বললেন, আমি আমার (এ) ব্যাপারে বিবেচনা করব। সুতরাং আমি কয়েকটি রাত্রি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, আমার এখন বিয়ে না করাটাই ভাল মনে করছি। (উমার বলেন,) অতঃপর আমি আবূ বাক্র ﷺ-এর সাথে দেখা ক'রে বললাম, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি আপনার বিবাহ হাফসার সাথে দিয়ে দিই। আবূ বাক্র চুপ থাকলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং আমি উসমান অপেক্ষা তাঁর প্রতি বেশী দুঃখিত হলাম। তারপর কয়েকটি রাত্রি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর নবী ﷺ স্বয়ং তাকে বিবাহের পায়গাম দিলেন। ফলে আমি হাফসার বিবাহ তাঁর সাথেই দিয়ে দিলাম। তারপর আবূ বাক্র আমার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, আপনি আমাকে হাফসাকে বিবাহ করার দরখাস্ত দিয়েছিলেন এবং আমি কোন উত্তর দিইনি। সেজন্য হয়তো আপনি আমার উপর দুঃখিত হয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার আপনাকে উত্তর না দেওয়ার কারণ এই ছিল যে, আল্লাহর রসূল ﷺ হাফসাকে বিবাহ করার ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। **সুতরাং আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না।** যদি নবী ﷺ হাফসাকে বর্জন করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে গ্রহণ করতাম। *(বুখারী)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ ، فَأقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا تَمْشِي ، مَا تُخْطِئُ مِشيتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئاً ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا ، وَقَالَ : ((مَرْحَباً بابْنَتِي)) ، ثُمَّ أجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِه أَوْ عَنْ شِمَالِه ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكتْ بُكَـاءً شَـدِيداً ، فَلَمَّـا رَأى جَزَعَهَا ، سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ ، فَقُلتُ لَهَا : خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِه بالسِّرَارِ ، ثُمَّ أنْتِ تَبْكِينَ ! فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا : مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَـتْ : مَـا كُنْـتُ لأُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ : عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ ، لَمَا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : أمَّا الآنَ فَنَعَمْ ، أمَّا حِيْنَ سَارَّنِي فِي المَرَّةِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الأُولَى فَأَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ القُرآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَأَنَّــهُ عَارَضَــهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنِّي لا أُرَى الأجَلَ إلاَّ قَد اقْتَرَبَ ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي ، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَــا لَــكِ ، فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْت ، فَلَمَّا رَأى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ : ((يَا فَاطِمَةُ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِساءِ هذِهِ الأُمَّةِ ؟)) فَضَحِكتُ ضَحِكِي الَّــذِي رَأَيْــت .

متفقٌ عَلَيْه ، وهذا لفظ مسلم

৩/৬৯২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীরা সকলেই তাঁর কাছে ছিল। ইত্যবসরে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হেঁটে (আমাদের নিকট) এল। তার চলন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চলনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। অতঃপর নবী ﷺ তাকে দেখে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, আমার কন্যার শুভাগমন হোক। অতঃপর তিনি তাকে নিজের ডান অথবা বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তাকে কানে কানে গোপনে কিছু বললেন। ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) জোরেশোরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং তিনি তার অস্থিরতা দেখে পুনর্বার তাকে কানে কানে কিছু বললেন। ফলে (এবার) সে হাসতে লাগল। (আয়েশা বলেন,) অতঃপর আমি ফাতেমাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (তাদেরকে বাদ দিয়ে) তোমাকে গোপনে কিছু বলার জন্য বেছে নেওয়া সত্ত্বেও তুমি কাঁদছ? তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উঠে গেলেন তখন আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি বললেন? সে বলল, **আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করব না।** অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন, আমি ফাতেমাকে বললাম, তোমার প্রতি আমার অধিকার রয়েছে। তাই আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি আমাকে বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি বলেছিলেন? সে বলল, এখন বলতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথমবারে কানাকানি করার সময় আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, "জিব্রাঈল ﷺ প্রত্যেক বছর একবার (অথবা দু'বার) করে কুরআন শোনান। কিন্তু এখন তিনি দু'বার শুনালেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি যে, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। সুতরাং তুমি (হে ফাতেমা!) আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী।" সুতরাং আমি (এ কথা শুনে) কেঁদে ফেললাম, যা তুমি দেখলে। অতঃপর তিনি আমার অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার কানে কানে বললেন, "হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, মু'মিন নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে?" সুতরাং (এমন সুসংবাদ শুনে) আমি হাসলাম, যা তুমি দেখলে। *(বুখারী, শব্দাবলী মুসলিমের)*

وَعَن ثَابِت ، عَن أَنَس ﷺ ، قَالَ : أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ ، فَسَلَمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي . فَلَمَّا جِئْتُ ، قَالَتْ : مَا حَبَسَكَ ؟ فَقُلتُ : بَعَثَنِي رَسُــولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَةٍ ، قَالَتْ : مَا حَاجَتُهُ ؟ قُلْتُ : إِنَّهَا سِرٌّ . قَالَتْ : لاَ تُخْبِرَنَّ بِــسِرِّ رَسُــولِ اللهِ ﷺ أَحَداً، قَالَ أَنَسٌ : وَاللهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَداً لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ . رواه مــسلم وروى البخــاري بعضه مختصراً.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/৬৯৩। সাবেত হতে বর্ণিত, আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন যখন আমি বালকদের সাথে খেলা করছিলাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সালাম দিয়ে আমাকে কোন কাজে পাঠালেন। সুতরাং আমার মায়ের নিকট আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। তারপর যখন আমি (বাড়ি) এলাম, তখন মা বললেন, কে তোমাকে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোন প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। মা বললেন, তাঁর কি প্রয়োজন ছিল? **আমি বললাম, সেটা তো ভেদের কথা। তিনি বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভেদ খবরদার (কাউকে) বলবে না।** আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম! যদি আমি (এ ভেদ) কাউকে বলতাম, তাহলে তোমাকে বলতাম হে সাবেত! *(মুসলিম, বুখারী সংক্ষেপে)*

পরিচ্ছেদ - ৮৬

চুক্তি পূরণ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও অঙ্গীকার পালন করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً } [الإسراء: ٣٤]

অর্থাৎ, আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ } [النحل : ٩١]

অর্থাৎ, তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। *(সূরা নাহল ৯১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة : ١]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। *(সূরা মাইদাহ ১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ্ফ ২-৩ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَـذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)). متفقٌ عَلَيْهِ .

زَادَ فِي رِوَايةٍ لمسلم : ((وإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ)) .

১/৬৯৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা খেলাপ করে। এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খিয়ানত করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম।

وَعَن عَبد اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَـدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৬৯৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফেক হয়ে যাবে। আর যার মধ্যে এগুলোর একটি স্বভাব থাকবে তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যাবে; যতক্ষণ না সে তা বর্জন করবে। (১) তাকে আমানত দেওয়া হলে সে খিয়ানত করবে। (২) কথা বললে মিথ্যা বলবে। (৩) ওয়াদা করলে খেলাপ করবে। এবং (৪) ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : ((لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَـذَا وَهكَذَا)) فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَينِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أمَرَ أَبُو بَكْـرٍ ﷺ فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ : إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِئَةٍ ، فَقَالَ لِي : خُذْ مِثْلَيْهَا . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬৯৬। জাবের ﷺ বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, বাহরাইন থেকে মাল এলে তোমাকে এতটা, এতটা এবং এতটা দেব। অতঃপর বাহরাইনের মাল আসার পূর্বেই নবী ﷺ মারা গেলেন। তারপর যখন বাহরাইনের মাল এসে গেল আবূ বাক্‌র ﷺ ঘোষণা করলেন; যার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রাপ্য কোন প্রতিশ্রুতি অথবা ঋণ আছে, সে আমার নিকট আসুক। (ঘোষণা শুনে) আমি (জাবের) তাঁকে বললাম যে, নবী ﷺ আমাকে এতটা মাল দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। অতঃপর তিনি আঁজলা ভরে আমাকে দিলেন। আমি তা গুণে পাঁচশ' পেলাম। তারপর তিনি বললেন, এর দ্বিগুণ আরো নাও। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৮৭

সদাচার অব্যাহত রাখার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ }[الرعد : ١١]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। *(সূরা রা'দ ১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً } [النحل : ٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত করে পাকাবার পর ওর পাক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

খুলে নষ্ট করে দেয়। *(সূরা নাহল ৯২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ } [الحديد : ١٦]

অর্থাৎ, পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। *(সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا } [الحديد : ٢٧]

অর্থাৎ, এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। *(সূরা হাদীদ ২৭ আয়াত)*

وَعَن عَبد الله بن عَمرو بن العَاص رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : ((يَا عبْـدَ الله ! لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلان ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)). متفقٌ عَلَيْه

১/৬৯৭। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হয়ো না, যে রাত্রে উঠে ইবাদত করত, অতঃপর সে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায ছেড়ে দিয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৮৮

মিষ্টি কথা বলা এবং হাসি মুখে সাক্ষাৎ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ } [الحجر : ٨٨]

অর্থাৎ, মু'মিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ। *(সূরা হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } [آل عمران : ١٥٩]

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

وَعَن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)). متفقٌ عَلَيْه

১/৬৯৮। আদী ইবনে হাতেম ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যদি আধখানা খেজুর দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পার তবুও বাঁচ। যদি কোন ব্যক্তি এটাও না পায়, তাহলে সে যেন ভাল কথা বলে বাঁচে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ)). متفقٌ عَلَيْه

২/৬৯৯। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ভাল কথা বলাও সাদকাহ। *(বুখারী ও মুসলিম, বিস্তারিত হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।)*

وَعَن أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : ((لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَـيْئاً ، وَلَـوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/৭০০। আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার। *(মুসলিম)* (অর্থাৎ, মুসলিম ভায়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি ভালো কাজ।)

পরিচ্ছেদ - ৮৯

কথা স্পষ্ট করে বলা এবং সম্বোধিত ব্যক্তি বুঝতে না পারলে একটি কথাকে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা উত্তম

عَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةً أَعَادَهَا ثَلاَثاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثاً . رواه البخاري

১/৭০১। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কোন কথা বুঝাবার জন্য তিনবার করে বলতেন এবং কোন সম্প্রদায়ের নিকট এলে তিনবার সালাম দিতেন। *(বুখারী)*

** (কথা জটিল হলে প্রয়োজনে তিনবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতেন। আর সভা বড় হলে অথবা কতক মানুষ শুনতে না পেলে অথবা প্রবেশ-অনুমতি নিতে হলে তিনবার সালাম দিতেন।)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَلاماً فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ . رواه أَبُو داود

২/৭০২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা স্পষ্ট ছিল, সব শ্রোতাই তা বুঝে ফেলত। *(আবূ দাউদ)*

পরিচ্ছেদ - ৯০

সঙ্গীর বৈধ কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনা, আলেম ও বক্তার সভায় সমবেত জনগণকে চুপ থাকতে অনুরোধ করা

عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : ((اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ)) ثُمَّ قَالَ : ((لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭০৩। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে আমাকে বললেন, সমবেত জনগণকে চুপ করতে বল। তারপর বললেন, আমার পর তোমরা কাফের হয়ে ফিরো না যে, একে অন্যের গর্দান কর্তনে প্রবৃত্ত হবে। (অর্থাৎ, নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি ও হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ো না)। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৯১

ওয়ায-নসীহত এবং তাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

{ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } [النحل: ١٢٥]

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। *(সূরা নাহল ১২৫ আয়াত)*

وَعَن أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابنُ مَسْعُودٍ ﷺ يُذَكِّرُنَا فِي كُلِّ خَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمانِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭০৪। আবূ ওয়ায়েল শাক্বীক্ব ইবনে সালামা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ ﷺ প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আমাদেরকে নসীহত শুনাতেন। একটি লোক তাকে নিবেদন করল, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমার বাসনা এই যে, আপনি আমাদেরকে যদি প্রত্যেক দিন নসীহত শুনাতেন (তো ভাল হত)। তিনি বললেন, স্মরণে রাখবে, আমাকে এতে বাধা দিচ্ছে এই যে, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে অপছন্দ করি। আমি নসীহতের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ঠিক ঐভাবে লক্ষ্য রাখছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিরক্ত হবার আশংকায় উক্ত বিষয়ে আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। (অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে বিশেষ প্রয়োজন মাফিক নসীহত শুনাতেন।) *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبِي اليَقظَانِ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِه، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقهِه ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ)). رواه مسلم

২/৭০৫। আবুল ইয়াক্বযান আম্মার ইবনে ইয়াসের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মানুষের (জুমআর) দীর্ঘ নামায ও তার সংক্ষিপ্ত খুতবা তার শরয়ী জ্ঞানের পরিচায়ক। অতএত তোমরা নামায লম্বা কর এবং খুতবা ছোট কর। *(মুসলিম)*

وَعَن مُعاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ ﷺ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللهُ ، فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ! فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيدِيهِم عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ! فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ ، فَلَمَّا صَلّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي ، وَلاَ ضَرَبَنِي ، وَلاَ شَتَمَنِي . قَالَ : ((إِنَّ هذه الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ ، وَقِراءةُ القُرْآنِ)) ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . قلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ ، وَإِنَّ مِنّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟ قَالَ : ((فَلاَ تَأْتِهِمْ)). قُلْتُ : وَمِنّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ؟ قَالَ : ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ)). رواه مسلم

৩/৭০৬। মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি (একবার)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম। ইত্যবসরে হঠাৎ একজন মুক্তাদীর ছিক (হাঁচি) হলে। আমি (তার জবাবে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বললাম। তখন অন্য মুক্তাদীরা আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। আমি বললাম, হায়! হায়! আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখছো? (এ কথা শুনে) তারা তাদের নিজ নিজ হাত দিয়ে নিজ নিজ উরুতে আঘাত করতে লাগল। তাদেরকে যখন দেখলাম যে তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে (তখন তো আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল); কিন্তু আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায সমাপ্ত করলেন - আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক, **আমি তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষাদাতা না আগে দেখেছি আর না এর পরে। আল্লাহর শপথ! তিনি না আমাকে তিরস্কার করলেন আর না আমাকে মারধর করলেন আর না আমাকে গালি দিলেন** - তখন তিনি বললেন, "এই নামাযে লোকেদের কোন কথা বলা বৈধ নয়। (এতে যা বলতে হয়,) তা হল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ।" অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মত কোন কথা বললেন। আমি বললাম, ইয়া রালুলুল্লাহ! আমি জাহেলিয়াতের লাগোয়া সময়ের (নও মুসলিম)। আল্লাহ ইসলাম আনয়ন করেছেন। আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকের কাছে (অদৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ জানতে) যায়। তিনি বললেন, তুমি তাদের কাছে যাবে না। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। তিনি বললেন, এটা এমন একটি অনুভূতি যা লোকে তাদের অন্তরে উপলব্ধি করে থাকে। সুতরাং এই অনুভূতি তাদেরকে যেন (বাঞ্ছিত কর্ম সম্পাদনে) বাধা না দেয়। *(মুসলিম)*

وَعَن العِرْبَاضِ بن سَارِيَةَ ﷺ ، قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَالِهِ فِي باب الأمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّة ، وَذَكَرْنَا أنَّ التِّرْمِذِيَّ ، قَالَ : ((إنّه حديث حسن صحيح))

৪/৭০৭। ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন এক মর্মস্পর্শী ভাষণ শুনালেন যার দ্বারা আমাদের অন্তরসমূহ ভয়ে কেঁপে উঠল এবং চক্ষুসমূহ অশ্রু বিগলিত করতে লাগল। --- অতঃপর ইরবায ﷺ বাকী হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব পরিচ্ছেদে (১৬১ নম্বরে) পূর্ণরূপে গত হয়েছে। আর আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি যে, তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

পরিচ্ছেদ - ৯২

গাম্ভীর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا }

অর্থাৎ, পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম'। *(সূরা ফুরকান ৬৩ আয়াত)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعاً قَطُّ ضَاحِكاً حَتَّى تُرَى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

منهُ لَهَوَاتُهُ ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ . متفقٌ عَلَيْه .

১/৭০৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে কখনো এমন উচ্চ হাস্য হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিভ দেখতে পাওয়া যেত। আসলে তিনি মুচকি হাসতেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৯৩

নামায, ইল্‌ম শিক্ষা তথা অন্যান্য ইবাদতে ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সাথে গিয়ে যোগদান করা উত্তম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوب } [الحج : ٣٢]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাক্বওয়া (সংযমশীলতা)রই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হজ্জ ৩২ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَونَ ، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)). متفقٌ عَلَيْه

زَادَ مُسلِمٌ فِي رِوَايةٍ لَهُ : ((فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ)) .

১/৭০৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন নামাযের জন্য ইক্বামত (তাকবীর) দেওয়া হয় তখন তোমরা তাতে দৌড়ে আসবে না, বরং তোমরা গাম্ভীর্যসহকারে স্বাভাবিকরূপে হেঁটে আসবে। তারপর যতটা নামায (ইমামের সাথে) পাবে, পড়ে নেবে। আর যতটা ছুটে যাবে ততটা (নিজে) পূরণ করে নেবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশি আছে, "কারণ তোমাদের কেউ যখন নামাযের উদ্দেশ্যে যায়, সে আসলে নামাযেই থাকে।"

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءهُ زَجْراً شَدِيداً وَضَرْباً وَصَوْتاً لِلإِبِلِ ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ ، وَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ)). رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه .

২/৭১০। ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে আরাফার দিনে (মুযদালিফা) ফিরছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ পিছন থেকে (উটকে) কঠিন ধমক ও মারধর করার এবং উটের (কষ্ট) শব্দ শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের দিকে আপন চাবুক দ্বারা ইশারা করে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন কর। কেননা, দ্রুত গতিতে বাহন দৌড়ানোতে পুণ্য নেই। *(বুখারী ও মুসলিম কিছু অংশ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৯৪

মেহমানের খাতির করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ } [الذاريات: ٢٤-٢٧]

অর্থাৎ, তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। উত্তরে সে বলল, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর ইব্রাহীম সংগোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি (ভুনা) মাংসল বাছুর নিয়ে এল। তা তাদের সামনে রাখল এবং বলল, তোমরা খাচ্ছ না কেন? *(সূরা যারিয়াত ২৪-২৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ } [هود : ٧٨]

অর্থাৎ, আর তার সম্প্রদায় তার কাছে ছুটে এল এবং তারা পূর্ব হতে কুকর্ম করেই আসছিল; লূত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! (তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতম। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের ব্যাপারে লাঞ্ছিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভালো মানুষ নেই? *(সূরা হুদ ৭৮ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ)). متفقٌ عَلَيْه

১/৭১১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনেরে প্রতি ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي شُرَيْح خُوَيْلِد بن عَمرٍو الخُزَاعِيِّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ)) قَالُوا : وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْه)). متفقٌ عَلَيْه

وفي رواية لمسلم : ((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : ((يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يُقْرِيه به)) .

২/৭১২। আবূ শুরাইহ খুয়াইলিদ ইবনে আম্‌র খুযায়ী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের পারিতোষিক সহ তার সম্মান করে। লোকেরা বলল, তার পারিতোষিক কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, একদিন ও একরাত (উত্তমভাবে পানাহারের ব্যবস্থা করা)। আর সাধারণতঃ মেহমানের খাতির তিন পর্যন্ত। (অতঃপর স্বেচ্ছায় তার চলে যাওয়া উচিত)। তিনদিনের অতিরিক্ত হবে মেযবানের জন্য সাদকাহ স্বরূপ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "কোন মুসলিমের জন্য তার ভায়ের নিকট এতটা থাকা বৈধ নয়, যাতে সে তাকে গোনাহগার করে ফেলে।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাকে কিভাবে গোনাহগার করে ফেলে?' উত্তরে তিনি বললেন, "এ ওর কাছে থেকে যায়, অথচ ওর এমন কিছু থাকে না, যার দ্বারা সে মেহমানের খাতির করতে পারে।"

পরিচ্ছেদ - ৯৫

কোন ভাল জিনিসের সুসংবাদ ও তার জন্য মুবারকবাদ জানানো মুস্তাহাব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَبَشِّرْ عباد الذينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } [الزمر : ١٧-١٨]

অর্থাৎ, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে; যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭-১৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ } [التوبة : ٢١]

অর্থাৎ, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন; যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি রয়েছে। *(সূরা তাওবাহ ২১ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ وَأَبْشِرُوا بالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُم تُوعَدُونَ } [فصلت : ٣٠]

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। *(হা-মীম সাজদাহ ৩০ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ } [الصافات : ١٠١]

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। *(সূরা স্বা-ফ্ফাত ১০১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إبْراهِيمَ بالبُشْرَى } [هود : ٦٩]

অর্থাৎ, আর আমার প্রেরিত ফিরিশ্তারা ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল। *(সূরা হূদ ৬৯ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিনি আরো বলেন,

{ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ } [هود : ٧١]

অর্থাৎ, সে সময় তার স্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, সে হেঁসে উঠল তখন আমি তাকে (ইব্রাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। *(সূরা হূদ ৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى } [آل عمران : ٣٩]

অর্থাৎ, যখন (যাকারিয়া) মিহরাবে নামাযে রত ছিলেন তখন ফেরেশ্তাগণ তাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহয়্যার সুসংবাদ দিচ্ছেন। *(আলে ইমরান ৩৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ } [آل عمران : ٤٥]

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন ফেরেশ্তাগণ বললেন, হে মারয়্যাম! নিশ্চয় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি কালেমা (দ্বারা সৃষ্ট সন্তানে)র সুসংবাদ দিচ্ছেন; যার নাম হবে মসীহ। *(আলে ইমরান ৪৫ আয়াত)*

এ ছাড়া এ মর্মে অনেক আয়াত রয়েছে, যা অনেকের জানা আছে। আর উক্ত বিষয়ে হাদীসও অনেক বেশী বিদ্যমান যা বিশুদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে বলে সুপ্রসিদ্ধ। তার মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ ঃ-

عَن أَبِي إِبرَاهِيمَ ، وَيُقَالُ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو مُعَاوِيَةَ عَبد اللهِ بنِ أَبِي أَوفَى رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لاَ صَخَبَ فِيهِ ، وَلاَ نَصَبَ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭১৩। আবূ ইব্রাহীম মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ বা আবূ মুআবিয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)কে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করলেন; যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِه ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : لأُلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا ، فَجَاءَ الْمَسْجِدَ ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا وجَّهَ هاهُنَا، قَالَ : فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِه أَسْأَلُ عَنْهُ ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عندَ البَابِ حتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ ، فَقُمتُ إليه ، فَإِذَا هُوَ قَد جَلَسَ عَلَى بئرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيه وَدَلاَّهُما في الْبئرِ ، فَسَلَّمتُ عَليه ثمَّ انصَرَفتُ ، فَجَلَستُ عندَ البَابِ ، فَقُلْتُ : لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ فَدَفَعَ الْبَابَ ، فَقُلتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، فَقُلتُ : عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهبْتُ ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَستَأْذِنُ ، فَقَالَ : ((ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ)). فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ : ادْخُلْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ ، فَدَخَلَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَبُو بَكرٍ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ فِي القُفِّ ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِئْرِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي ، فَقُلْتُ : إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلانٍ – يُرِيدُ أَخَاهُ – خَيْراً يَأْتِ بِهِ . فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ، فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ : هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ : ((ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ)) فَجِئْتُ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالجَنَّةِ ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي القُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ ، فَقُلْتُ : إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلانٍ خَيْراً – يَعْنِي أَخَاهُ – يَأْتِ بِهِ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ . فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ . فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ ، وجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فأخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ((ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ)) فَجِئْتُ ، فَقُلْتُ : اُدْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُكَ ، فَدَخَلَ فَوجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ ، فَجَلَسَ وِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ . متفقٌ عَلَيْهِ .

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ البَابِ . وَفِيهَا : أَنَّ عُثْمانَ حِيْنَ بَشَّرَهُ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، ثُمَّ قَالَ : اللهُ الْمُسْتَعانُ .

২/৭১৪। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত তিনি নিজ বাড়িতে ওযূ করে বাইরে গেলেন। এবং তিনি (মনে মনে) বললেন যে, আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহচর্যে থাকব। সুতরাং তিনি মসজিদে গিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সাহাবীগণ উত্তর দিলেন যে, তিনি এই দিকে গমন করেছেন। আবূ মূসা ﷺ বলেন, আমি তাঁর পশ্চাতে চলতে থাকলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম শেষ পর্যন্ত তিনি 'আরীস' কুয়ার (সন্নিকটবর্তী একটি বাগানে) প্রবেশ করলেন। আমি (বাগানের) প্রবেশ দ্বারের পাশে বসে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব-পায়খানা সমাধা করে ওযূ করলেন। অতঃপর আমি উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। দেখলাম, তিনি 'আরীস' কুয়ার পাড়ের মাঝখানে পায়ের নলা খুলে পা দুটো তাতে ঝুলিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে আবার ফিরে এসে প্রবেশ পথে বসে রইলাম। আর মনে মনে বললাম যে, আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূলের দ্বার রক্ষক হব। সুতরাং আবূ বাক্‌র ﷺ এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন, আবূ বাক্‌র। আমি বললাম, একটু থামুন। তারপর আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ রসূল! উনি আবূ বাক্‌র, প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ওকে অনুমতি দাও। আর তার সাথে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও। সুতরাং আমি আবূ বাক্‌র ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। আবূ বাক্‌র প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডান দিকে পায়ের নলার কাপড় তুলে পা দুখানি কুয়াতে ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত বসে পড়লেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমি পুনরায় দ্বার প্রান্তে ফিরে এসে বসে গেলাম। আমি মনে মনে বললাম, আমার ভাইকে ওযূ করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি; (ওযূর পরে) সে আমার পশ্চাতে আসবে। আল্লাহ যদি তার জন্য কল্যাণ চান, তাহলে তাকে (এখানে) আনবেন। হঠাৎ একটি লোক এসে দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে? সে বলল, উমার বিন খাত্তাব। আমি বললাম, একটু থামুন। অতঃপর আমি রসূল ﷺ-এর কাছে এসে নিবেদন করলাম যে, উনি উমার। প্রবেশ অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ওকে অনুমতি দাও এবং ওকেও জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। সুতরাং আমি উমারের নিকট এসে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে প্রবেশ অনুমতি দিচ্ছেন এবং জান্নাতের শুভ সংবাদও জানাচ্ছেন। সুতরাং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বাম পাশে কুয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন।

আমি আবার সেখানে ফিরে এসে বসে পড়লাম। আর মনে মনে বলতে থাকলাম, আল্লাহ যদি আমার ভায়ের মঙ্গল চান, তাহলে অবশ্যই তাকে নিয়ে আসবেন। (ইত্যবসরে) হঠাৎ একটি লোক দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? সে বলল, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান। আমি বললাম, একটু থামুন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, ওকে অনুমতি দাও। আর জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তবে ওর জীবনে বিপর্যয় আছে। আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। তবে আপনার বিপর্যয় আছে। সুতরাং তিনি সেখানে প্রবেশ করে দেখলেন যে, কুয়ার এক পাড় পূর্ণ হয়েছে ফলে তিনি তাঁদের সামনের অপর পাড়ে গিয়ে বসে গেলেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন যে, এ ঘটনা দ্বারা আমি বুঝেছি যে, তাঁদের তিনজনের সমাধি একই স্থানে হবে। (আর উসমানের সমাধি অন্য জায়গায় হবে।) *(বুখারী-মুসলিম)*

এক বর্ণনায় এ সব শব্দাবলী বাড়তিভাবে এসেছে যে, (আবূ মূসা বলেন,) 'আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বার রক্ষার নির্দেশ দিলেন।' আর তাতে এ কথাও আছে যে, যখন তিনি উসমান ﷺ-কে সুসংবাদ (ও বিপর্যয়ের কথা) জানালেন, তখন তিনি 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়লেন এবং বললেন, 'আল্লাহুল মুস্তাআন।' অর্থাৎ আল্লাহই সাহায্যস্থল। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا قُعُوداً حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَمَعَنَا أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا في نَفَرٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً لِلأَنصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً ؟ فَلَمْ أَجِدْ ! فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ في جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَهُ ــ وَالرَّبِيعُ : الجَدْوَلُ الصَّغِيرُ ــ فَاحْتَفَرْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((أَبُو هُرَيْرَةَ ؟)) فَقُلتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((مَا شأنُكَ ؟)) قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا ، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا ، فَفَزِعْنَا ، فَكُنْتُ أَوّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَأَتَيْتُ هَذَا الحَائِطَ ، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ الثَّعْلَبُ ، وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَائِي . فَقَالَ : ((يَا أَبَا هُرَيرَةَ)) وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : ((اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ ، فَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ ...)) وَذَكَرَ الحديثَ بطوله ، رواه مسلم .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/৭১৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চারিপাশে বসেছিলাম। আমাদের সাথে আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তথা অন্যান্য সাহাবীগণও ছিলেন। ইত্যবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝ থেকে উঠে (বাইরে) চলে গেলেন। যখন তিনি ফিরে আসতে দেরি করে দিলেন, তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। এ দুশ্চিন্তায় আমরা ঘাবড়ে গেলাম এবং উঠে পড়লাম। তাঁদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি আনসারদের বনূ নাজ্জারের একটি বাগানে পৌঁছে তার চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম, যদি কোন (প্রবেশ) দরজা পাই। কিন্তু তার কোন (প্রবেশ) দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখলাম বাইরের একটি কুয়া থেকে সরু নালা ঐ বাগানের ভিতরে চলে গেছে। আমি সেখান দিয়ে জড়সড় হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। (দেখলাম,) আল্লাহর রসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত। তিনি বলে উঠলেন, আবূ হুরাইরা? আমি বললাম, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহ রসূল! তিনি বললেন, কি ব্যাপার তোমার? আমি বললাম। আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। আপনি অকস্মাৎ উঠে বাইরে এলেন। তারপর আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা এই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে হয়তো আপনি (শত্রু) কবলিত হয়ে পড়বেন। যার ফলে আমরা সকলে ঘাবড়ে উঠলাম। সর্বপ্রথম আমিই বিচলিত হয়ে উঠে এই বাগানে এসে জড়সড় হয়ে শিয়ালের মত ঢুকে পড়লাম। আর সব লোক আমার পিছনে আসছে। তিনি আমাকে সম্বোধন ক'রে তাঁর জুতা জোড়া দিয়ে বললেন, "আবূ হুরাইরা! আমার এ জুতো জোড়া সঙ্গে নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পাঠকারী যে কোন ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।"

অতঃপর সুদীর্ঘ হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ شمَاسَة ، قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بنَ العَاصِ ﷺ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ، فَبَكَى طَـــوِيلاً ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الجدَارِ ، فَجَعَلَ ابْنُهُ ، يَقُولُ : يَا أَبَتَاهُ ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بكَـــذَا ؟ أَمَـــا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا ؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلـــهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ ثَلاَثِ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدُّ بُغضاً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي ، وَلاَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ قد اسْتَمكَنتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلـــكَ الحَـــالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ : أُبـــسُطْ يَمِينَـــكَ فَلأُبَايِعْكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي ، فَقَالَ : ((مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟)) قُلتُ: أَرَدتُ أَنْ أَشْتَرِطَ ، قَالَ : ((تَشْتَرِطُ مَاذا ؟)) قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ : ((أَمَا عَلِمْتَ أن الإِسلاَمَ يَهْدِمُ مَـــا كَـــانَ قَبْلَهُ ، وَأن الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبلَهَا ، وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟)). وَمَا كَانَ أحدٌ أَحَـــبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ أَجَلَّ فِي عَينِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَن أَملأُ عَينَيَّ مِنْهُ ؛ إِجلاَلاً لَهُ ، وَلَو سُئِلتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَقتُ ، لأَنِّي لَمْ أَكُن أَملأُ عَينَيَّ مِنْهُ ، وَلَو مُتُّ عَلَى تِلْكَ الحَالِ لَرجَـــوْتُ أَن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا ؟ فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصحَبَنِّي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي ، فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنّاً ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزورٌ ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا ، حَتَّى أَسْتَأنِسَ بِكُمْ ، وَأَنْظُرَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي . رواه مسلم .

৪/৭১৬। ইবনে শিমাসাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আম্র ইবনে আ'স ﷺ-এর মরণোন্মুখ সময়ে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি অনেক ক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন এবং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ অবস্থা দেখে তাঁর এক ছেলে বলল, আব্বাজান! আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি? এ কথা শুনে তিনি তাঁর চেহারা সামনের দিকে করে বললেন, আমাদের সর্বোত্তম পুঁজি হল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। আমি তিনটি স্তর অতিক্রম করেছি। (এক) আমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বড় বিদ্বেষী আর কেউ ছিল না। তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা অর্জন করাই ছিল আমার তৎকালীন সর্বাধিক প্রিয় বাসনা। যদি (দুর্ভাগ্য ক্রমে) তখন মারা যেতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম।

(দুই) তারপর যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রক্ষিপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলাম, আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত করতে চাই। বস্তুতঃ তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, আম্র! কি ব্যাপার? আমি নিবেদন করলাম, একটি শর্ত আরোপ করতে চাই। তিনি বললেন, শর্তটি কি? আমি বললাম, আমাকে ক্ষমা করা হোক - শুধু এতটুকুই। তিনি বললেন, তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়, হিজরত পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং হজ্জও পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস করে দেয়?

তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মানুষ আর কেউ নেই। আর আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। যার ফলে আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল? আমি তা বলতে পারব না। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(তিন) তারপর বহু দায়িত্বপূর্ণ বিষয়াদির খপ্পরে পড়লাম। জানি না, তাতে আমার অবস্থা কি? সুতরাং আমি মারা গেলে কোন মাতমকারিণী অথবা আগুন যেন অবশ্যই আমার (জানাযার) সাথে না থাকে। তারপর যখন আমাকে দাফন করবে তখন যেন তোমরা আমার কবরে অল্প অল্প করে মাটি দিবে। অতঃপর একটি উঁট যবেহ করে তার মাংস বন্টন করার সময় পরিমাণ আমার কবরের পাশে অপেক্ষা করবে। যাতে আমি তোমাদের সাহায্যে নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফিরিশ্তাদের সঙ্গে কিরূপ বাক্-বিনিময় করি তা দেখে নিই। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৯৬

সফরকারীকে উপদেশ দেওয়া, বিদায় দেওয়ার দুআ পড়া ও তার কাছে নেক দুআর নিবেদন ইত্যাদি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } [البقرة : ١٣٢-١٣٣]

অর্থাৎ, ইব্রাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে (ইসলাম ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করো না। ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন নিজ পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে। তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার উপাস্য ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী। *(সূরা বাক্বারাহ ১৩২-১৩৩ আয়াত)*

এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে তন্মধ্যে ঃ-

حَديثُ زَيد بن أَرقَم ﷺ – الَّذي سَبَقَ في بَاب إكرَام أهْل بَيْت رَسُول الله ﷺ - قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا خَطِيباً ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ ، أَوَّلُهُمَا : كِتَابُ اللهِ ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ)) ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، وَرَغَّبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ: ((وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي)). رواه مسلم، وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ.

যায়েদ ইবনে আরক্বামের হাদীস যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পরিচ্ছেদে অতীত হয়ে গেছে, তাতে যায়দ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমাদের মাঝে উঠে ভাষণ দান করলেন; তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন তাঁর গুণ বর্ণনা করলেন এবং উপদেশ ও নসীহত করলেন ও বললেন, অতঃপর হে জনমন্ডলী! শোন! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমার প্রতিপালকের দূত আমার নিকট পৌঁছে যাবে। আর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব। এমতাবস্থায় আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী (সম্মানিত) বস্তু রেখে যাচ্ছি, প্রথমটি আল্লাহর কিতাব; যাতে হেদায়াত ও আলো নিহিত আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো।

অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাব (মান্য করার) ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন এবং তার প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন। তারপর তিনি বললেন, দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে আমার পরিবার-পরিজন। আমি তোমাদেরকে আমার 'আহলে বায়ত' (পরিবার)এর ব্যাপারে আল্লাহ স্মরণ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করিয়ে দিতে চাই। (যেন তাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করো না।) *(মুসলিম, হাদীসটি পূর্ণরূপে পূর্বে গত হয়েছে।)*

وَعَن أَبِي سُلَيمَانَ مَالِك بنِ الحُوَيْرِث ﷺ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيماً رَفِيقاً ، فَظَنَّ أَنَّا قَد اشْتَقْنَا أَهْلَنَا ، فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُم وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا ، وَصَلُّوا كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ .

زاد البخاري في رواية لَهُ : ((وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) .

১/৭১৭। আবূ সুলায়মান মালেক ইবনে হুওয়াইরিষ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় নব যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিশ দিন অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপরবশ ছিলেন। তাই তিনি ধারণা করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। সেহেতু তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারে কাকে ছেড়ে এসেছি? সুতরাং আমরা তাঁকে জানালে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝেই বসবাস কর। তাদেরকে শিক্ষা দান কর এবং তাদেরকে (ভাল কাজের) আদেশ দাও। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। সুতরাং যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

বুখারীর বর্ণনায় এরূপ বাড়তিভাবে আছে যে, আমাকে তোমরা যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ ঠিক সেইভাবেই নামায পড়।

২/৭১৮। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি শুদ্ধ নয়।)

وَعَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ : أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً: اُدْنُ مِنِّي حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا ، فَيَقُولُ : ((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ ، وَأَمَانَتَكَ ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৩/৭১৯। সালেম বিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতে বর্ণিত, সফরকারীকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বলতেন, আমার নিকটবর্তী হও, তোমাকে ঠিক সেইভাবে বিদায় দিব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিদায় দিতেন। সুতরাং তিনি বলতেন, 'আস্তাউদিউল্লা-হা দীনাকা অআমা-নাতাকা অখাওয়াতীমা আমালিক।' অর্থাৎ, তোমার দ্বীন, তোমার সততা এবং তোমার কাজের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ الصَّحَابِيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ الجَيشَ ، قَالَ : ((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ ، وَأَمَانَتَكُمْ ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ)). حديث صحيح ، رواه أَبو داود وغيره بإسناد صحيح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/৭২০। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে য়্যাযীদ খাত্বমী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সেনাবাহিনীকে বিদায় জানাতেন, তখন এই দুআ বলতেন, 'আস্তাওদিউল্লাহা দ্বীনাকুম অআমানাতাকুম অখাওয়াতীমা আ'মালিকুম। অর্থাৎ, তোমাদের দ্বীন, তোমাদের সততা এবং তোমাদের কর্মসমূহের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম। *(সহীহ হাদীস, আবূ দাউদ ও অন্যান্য বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَراً ، فَزَوِّدْنِي ، فَقَالَ : ((زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى)) قَالَ : زِدْنِي قَالَ : ((وَغَفَرَ ذَنْبَكَ)) قَالَ : زِدْنِي ، قَالَ: ((وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৫/৭২১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে নিবেদন জানাল, হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরে যাব, সুতরাং আমাকে পাথেয় দিন। তিনি উত্তরে এই দুআ দিলেন, 'যাউওয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া।' অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে সংযমশীলতার পাথেয় দান করুন। লোকটি পুনরায় বলল, আমাকে আরো পাথেয় দিন। তিনি দুআ দিয়ে বললেন, 'অগাফারা যামবাকা।' অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন। লোকটি আবার নিবেদন করল, আমাকে আরো দিন। তিনি পুনরায় দুআ দিয়ে বললেন, 'অয়্যাস্সারা লাকাল খাইরা হাইষুমা কুন্ত।' অর্থাৎ, তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ যেন তোমার জন্য কল্যাণ সহজ করে দেন। *(তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ৯৭

ইস্তেখারা (মঙ্গল জ্ঞান লাভ করা) ও পরামর্শ করা প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেছেন, { وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } [آل عمران : ١٥٩]

অর্থাৎ, কাজে-কর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } [الشورى : ٣٨]

অর্থাৎ, তারা আপোসে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। *(সূরা শূরা ৩৮ আয়াত)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ ، يَقُولُ : ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي)) أَوْ قَالَ : ((عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ . وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي)) أَوْ قَالَ : ((عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ)) قَالَ : ((وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)). رواه البخاري .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/৭২২। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যাবতীয় কাজের জন্য ইস্তেখারা শিখাতেন। যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (আর) বলতেন, যখন তোমাদের কারো কোন বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা হয় তখন সে যেন দু' রাকআত নামায প'ড়ে এই দুআ বলে ঃ-

"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা অ আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফায্বলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু অলা আক্বদিরু অতা'লামু অলা আ'লামু অ আন্তা আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা (----) খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাক্বদুরহু লী, অয়্যাস্সিরহু লী, যুম্মা বা-রিক লী ফীহ। অইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাস্বরিফহু আন্নী অস্বরিফনী আনহু, অক্বদুর লিয়াল খাইরা হাইষু কা-না যুম্মা আরযিনী বিহ।"

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের সাথে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জান, আমি জানি না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই (---) কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বর্কত দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জান, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও।

তিনি বলেন, সে এ সময়ে তার প্রয়োজনের বিষয়টি উল্লেখ করবে। (অর্থাৎ, দুআ কালীন সময়ে 'আন্না হা-যাল আম্‌রা' এর জায়গায় প্রয়োজনীয় বিষয়টি উল্লেখ করবে।)

পরিচ্ছেদ - ৯৮

ঈদ পড়তে, রোগী দেখতে, হজ্জ, জিহাদ বা জানাযায় ইত্যাদিতে যেতে এক পথে যাওয়া এবং অন্য পথে ফিরে আসা মুস্তাহাব; যাতে ইবাদতের জায়গা বেশী হয়

عَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَومُ عيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ . رواه البخاري

১/৭২৩। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ ঈদের দিনে রাস্তা পরিবর্তন করতেন। *(বুখারী)*

* রাস্তা পরিবর্তনের মানে হচ্ছে যে, এক রাস্তায় যেতেন আর অন্য রাস্তায় ফিরতেন।

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيق الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، دَخَلَ مِن الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৭২৪। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনা থেকে বাইরে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

গমনকালে) শাজারা নামক জায়গার রাস্তা ধরে বের হতেন এবং ফিরার সময় (যুল হুলাইফার) মুআর্রাস মসজিদের পথ ধরে (মদীনায়) প্রবেশ করতেন। অনুরূপ যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করতেন তখন আষ্-ষানিয়াতুল উলইয়ার পথ হয়ে। আর যখন বের হতেন তখন আষ্-ষানিয়াতুস সুফলার পথ হয়ে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৯৯

(ডান-বাম ব্যবহার-বিধি)

সমস্ত ভাল ও সম্মানজনক কাজকর্মে ডান হাত ব্যবহার বা ডান দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম; যথা ঃ ওযূ, গোসল, তায়াম্মুম, পোশাক পরা, জুতা, মোজা, পায়জামা পরা, মসজিদে প্রবেশ করা, দাঁতন করা, সুরমা লাগানো, নখকাটা, গোঁফ কাটা, বগলের লোম তোলা, চুল কামানো, নামায থেকে সালাম ফেরা, পানাহার করা, মুসাফাহ করা, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা, পায়খানা থেকে বের হওয়া, কোন জিনিস লেন-দেন করা ইত্যাদি। আর উক্ত কার্যাদির বিপরীত অন্যান্য কর্মসমূহে বাম হাত ব্যবহার বা বাম দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম। যেমন নাকঝাড়া, থুথু ফেলা, মসজিদ থেকে বের হওয়া, পোশাক, জুতা, মোজা, পায়জামা ইত্যাদি খোলা, পেশাব-পায়খানার পর ইস্তিঞ্জা (পানি বা ঢিল ব্যবহার) করা, ঘৃণিত কিছু স্পর্শ করা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيَهْ } [الحاقة : ١٩] الآيات

অর্থাৎ, সুতরাং যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ; আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে এক সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে; সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলরাশি ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে। (তাদেরকে বলা হবে) পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হত আমার আমলনামা। এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে। *(সূরা হা-ক্কাহ ১৯ আয়াত)*

তিনি বলেছেন,

{فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ، مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ} [الواقعة: ٨-٩]

অর্থাৎ, ডান হাত-ওয়ালারা; কত ভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালারা! আর বাম হাত-ওয়ালারা; কত হতভাগ্য বাম হাত-ওয়ালারা! *(সূরা ওয়াকিয়াহ ৮-৯ আয়াত)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي شَأنِهِ كُلِّهِ : فِي طُهُورِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَتَنَعُّلِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭২৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত কাজে (যেমন) ওযূ করা, মাথা আঁচড়ানো ও জুতা পরা (প্রভৃতি সমস্ত ভাল) কাজে ডান দিক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهَا ، قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ اليُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذىً . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود وغيره بِإسنادٍ صحيحٍ

২/৭২৬। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডান হাত তাঁর ওযূ ও আহারের জন্য ব্যবহার হত এবং বাম হাত তাঁর পেশাব-পায়খানা ও নোংরা স্পর্শ করার সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হত। *(হাদীসটি বিশুদ্ধ, আবূ দাউদ প্রভৃতি বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : ((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৭২৭। উম্মে আত্বিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কর্তৃক বর্ণিত নবী ﷺ স্বীয় কন্যা যায়নাবের (লাশ) গোসল দেওয়ার সময় তাদের (মহিলাদেরকে) আদেশ করলেন যে, তোমরা ওর ডান দিক থেকে ও ওযূর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল আরম্ভ কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ . لِتَكُنْ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ ، وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৭২৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কেউ যখন জুতা পরবে সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে। আর যখন খুলবে তখন সে যেন বাম পা দিয়ে শুরু করে। ডান পায়ের জুতা যেন আগে পরা হয় এবং পরে খোলা হয়। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن حَفصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ . رواه أَبُو داود والترمذي وغيره

৫/৭২৯। হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানাহার ও কাপড় পরার ক্ষেত্রে স্বীয় ডান হাত কাজে লাগাতেন এবং তাছাড়া অন্যান্য (নোংরা স্পর্শ ইত্যাদি) কাজে বাম হাত লাগাতেন। *(আবূ দাউদ ও অন্যান্য)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، فَابْدَأُوا بِأَيَامِنِكُمْ)). حديث صحيح ، رواه أَبُو داود والترمذي بِإسناد صحيح

৬/৭৩০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাপড় পরিধান করার সময় ও ওযূ করার সময় তোমাদের ডান দিক থেকে আরম্ভ কর। *(আবূ দাউদ তিরমিযী, সহীহ সূত্রে)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى مِنىً ، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ، ثُمَّ قَالَ لِلحَلاَّقِ: ((خُذْ)) وأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. متفقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ : لَمَّا رَمَى الجَمْرَةَ ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ ، نَاوَلَ الحَلاَّقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ ﷺ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ ، فَقَالَ : ((احْلِقْ)) ، فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ : ((اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ)) .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭/৭৩১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় আগমন করলেন। তারপর জামরায় এসে কাঁকর মারলেন। তারপর পুনরায় মিনায় নিজ ডেরায় ফিরে গেলেন এবং কুরবানীর পশু যবেহ করলেন। তারপর নাপিতকে নিজ মাথার ডান দিকে ইশারা ক'রে বললেন, "নাও।" তারপর বামদিকে (ইশারা করে মাথা নেড়া করলেন)। তারপর মাথার চুল জনগণের মাঝে বিতরণ করতে লাগলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি জামরায় কাঁকর মারলেন এবং কুরবানী পশু নহর (যবেহ) করলেন এবং মাথা মুন্ডন করলেন, সেই সময় তিনি নাপিতকে মাথার ডান দিকটা বাড়িয়ে দিলেন। সে সেদিকটি মুন্ডন করল। তারপর তিনি আবূ ত্বালহা আনসারী ﷺ-কে ডেকে (চুলগুলি) তাকে দিলেন। অতঃপর বাম পার্শ্ব নাপিতকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "মুন্ডন কর।" সুতরাং সে সেদিকটা মুন্ডন করে দিল। অতঃপর তিনি আবূ ত্বালহাকে চুলগুলি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, "জনগণের মাঝে ওগুলি বন্টন করে দাও।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

পানাহারের আদব-কায়দা

পরিচ্ছেদ - ১০০

শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ এবং শেষে আল-হামদু লিল্লাহ বলা

وَعَن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَمِّ اللهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)). متفقٌ عَلَيْه

১/৭৩২। উমার ইবনে আবূ সালামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা খাবার সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, (শুরুতে) 'বিসমিল্লাহ' বল, ডান হাত দ্বারা আহার কর এবং তোমার নিকট (সামনে) থেকে খাও। *(বুখারী)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِه، فَلْيَقُلْ: بِسمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح)).

২/৭৩৩। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আহার করবে সে যেন শুরুতে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়। যদি শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন বলে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অ আখেরাহু।' *(আবূ দাউদ, তিরমিযী-হাসান সহীহ)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِه ، وَعِندَ طَعَامِه ، قَالَ الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِه : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِه ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِه ، قَالَ : أَدْرَكْتُم المَبِيتَ وَالعَشَاءَ)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/৭৩৪। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যখন নিজ বাড়ি প্রবেশের সময় ও আহারের সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে অর্থাৎ, ('বিসমিল্লাহ' বলে) তখন শয়তান তার অনুচরদেরকে বলে আজ না তোমরা এ ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারবে, আর না খাবার পাবে। অন্যথা যখন সে প্রবেশ কালে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলে না) তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপন করার স্থান পেলে। আর যখন আহার কালেও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ, 'বিসমিল্লাহ' বলে না) তখন সে তার চেলাদেরকে বলে তোমরা রাত্রিযাপন স্থল ও নৈশভোজ উভয়ই পেয়ে গেলে। *(মুসলিম)*

وَعَن حُذَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً ، لَمْ نَضَعْ أَيدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهَا ، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا)) ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى وَأَكَلَ. رواه مسلم

৪/৭৩৫। হুযাইফাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে আহারে বসতাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারে হাত রেখে শুরু না করা পর্যন্ত আমরা তাতে হাত রাখতাম না (এবং আহার শুরু করতাম না)। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খাবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ে এমনভাবে আসল যেন তাকে (পিছন থেকে) ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল। এবং সে নিজ হাত খাবারে দিতে উদ্যত হয়েছিল এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে নিলেন। তারপর এক বেদুঈনও (তদ্রূপ দ্রুত বেগে) আসল যেন তাকে ধাক্কা মারা হচ্ছিল (সেও খাবারে হাত রাখতে উদ্যত হলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাতও ধরে নিলেন এবং বললেন, যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি শয়তান সে খাদ্যকে হালাল মনে করে। আর এ মেয়েটিকে শয়তানই নিয়ে এসেছে যাতে করে ওর বদৌলতে নিজের জন্য খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর সে বেদুঈনকে নিয়ে এল, যাতে ওর দ্বারা খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি ওর হাতও ধরে নিলাম। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ আছে, শয়তানের হাত ঐ দু'জনের হাতের সঙ্গে আমার হাতে (ধরা পড়েছিল)। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার করলেন। *(মুসলিম)*

৫/৭৩৬। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أما إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৬/৭৩৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছয়জন সাহাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন হাযির হল এবং সে দু'গ্রাসেই সমস্ত খাদ্য খেয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (এ সব দেখে) বললেন, শোনো! যদি এ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ব্যক্তি (শুরুতে) 'বিসমিল্লাহ' বলত, তাহলে এই খাবারই তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট হত। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبِي أُمَامَة ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ، قَالَ: ((الْحَمْدُ لله حَمداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَاركاً فيه، غَيْرَ مَكْفِيٍّ ، وَلاَ مُوَدَّعٍ ، وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا)). رواه البخاري

৭/৭৩৮। আবূ উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ যখন দস্তরখানা গুটাতেন, তখন এই দুআ পড়তেন ঃ-

"আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবা-রাকান ফীহি গায়রা মাকফিইয়্যিন অলা মুওয়াদ্দাইন অলা মুস্তাগনান আনহু রাব্বানা।" অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য অগণিত পবিত্র ও বর্কতপূর্ণ প্রশংসা। অকুণ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন, প্রয়োজন-সাপেক্ষ প্রশংসা। হে আমাদের প্রভু! *(বুখারী)*

وَعَن مُعَاذ بن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَنْ أَكَلَ طَعَامًا، فَقَالَ : الحَمْدُ للَّه الَّذي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيه مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৮/৭৩৯। মুআয ইবনে আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আহার শেষে এই দুআ পড়বে ঃ-

"আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানী হা-যা অরাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী অলা কুউওয়াহ।" অর্থাৎ, সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই - সে ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত (ছোট) পাপ মোচন করে দেওয়া হবে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১০১

কোন খাবারের দোষত্রুটি বর্ণনা না করা এবং তার প্রশংসা করা উত্তম

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَامًا قَطُّ ، إِن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ . متفقٌ عَلَيْه

১/৭৪০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করেননি। ভাল লাগলে তিনি তা খেয়েছেন এবং খারাপ লাগলে তিনি তা ত্যাগ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن جَابِر ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدْمَ ، فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلٌّ ، فَدَعَا بِه ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ ، ويَقُولُ : ((نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ ، نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ)). رواه مسلم

২/৭৪১। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ নিজ পরিবারের কাছে তরকারি চাইলেন। তারা বলল, আমাদের নিকট সির্কা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি তাই চাইলেন এবং (তা দিয়ে) আহার করতে থাকলেন ও বলতে থাকলেন, সির্কা কতই না চমৎকার তরকারি। সির্কা কতই না ভাল ব্যঞ্জন। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১০২

নফল রোযাদারের সামনে খাবার এসে গেলে যখন সে রোযা ভাঙ্গতে প্রস্তুত নয় তখন সে কি বলবে?

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَـائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ)). رواه مسلم

১/৭৪২। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হবে, তখন সে যেন তা (কোন আপত্তিকর ব্যাপার না থাকলে সাদরে) গ্রহণ করে। আর সে যদি রোযা অবস্থায় থাকে, তাহলে (দাওয়াতকারীর জন্য) দুআ করে। আর যদি রোযা অবস্থায় না থাকে, তাহলে যেন খাদ্য আহার করে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১০৩

নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কেউ সাথী হলে সে নিমন্ত্রণদাতাকে কি বলবে?

عَن أَبِي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ ، قَالَ : دَعَا رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَة ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّ هَذَا تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَـهُ ، وَإِنْ شِـئْتَ رَجَعَ)). قَالَ : بل آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৭৪৩। আবূ মাসঊদ বদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী ﷺ-কে খাবারের জন্য দাওয়াত দিল, যা সে পাঁচ জনের জন্য প্রস্তুত করেছিল, যার পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। (রাস্তায়) এক (অনাহূত) ব্যক্তি তাঁদের অনুগামী হল। যখন তাঁরা বাড়ির দরজায় পৌঁছলেন তখন নবী ﷺ (আমন্ত্রণকারীকে) বললেন, এ ব্যক্তি আমাদের সাথে চলে এসেছে। তুমি চাইলে ওকে অনুমতি দিতে পার, না চাইলে ও ফিরে যাবে। কিন্তু সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১০৪

নিজের সামনে এক ধার থেকে আহার করা ও বেনিয়ম আহারকারীকে উপদেশ ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া প্রসঙ্গে

عَن عُمَرَ بنِ أَبِي سَلمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنْتُ غُلاَماً فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَـتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا غُلاَمُ ، سَمِّ اللهَ تَعَالَى ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭৪৪। উমার ইবনে আবী সালামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে নবী ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার পাত্রে আমার হাত ছুটাছুটি করছিল। নবী ﷺ আমাকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বললেন, ওহে কিশোর! 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনে এক তরফ থেকে খাও। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِه ، فَقَالَ : ((كُلْ بِيَمِينِكَ)) قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ . قَالَ : ((لاَ اسْتَطَعْتَ)) ! مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الكِبْرُ ! فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ .

رواه مسلم

২/৭৪৫। সালামা ইবনে আকওয়া ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে একটি লোক তার বাম হাত দ্বারা আহার করল। (এ দেখে) তিনি বললেন, তুমি ডান হাত দ্বারা খাও। সে বলল, আমি পারবো না! তিনি বদ্দুআ দিয়ে বললেন, "তুমি যেন না পারো।" ওর অহংকারই ওকে (কথা মানতে) বাধা দিয়েছিল। সুতরাং তারপর থেকে সে আর তার হাত মুখে তুলতে পারেনি। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১০৫

একপাত্রে দলবদ্ধভাবে খাবার সময় সাথীদের অনুমতি ছাড়া খেজুর বা অনুরূপ কোন ফল জোড়া জোড়া খাওয়া নিষেধ।

عَن جَبَلَةَ بنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابنِ الزُّبَيْرِ ؛ فَرُزِقْنَا تَمْراً، وَكَانَ عَبدُ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا يَمُرُّ بِنَا وَنَحنُ نَأكُلُ، فَيَقُولُ : لاَ تُقَارِنُوا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عنِ القِرَانِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِلاَّ أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭৪৬। জাবালাহ ইবনে সুহাইম বলেন, ইবনে যুবাইরের খেলাফতকালে আমরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছিলাম। সুতরাং আমাদেরকে খেজুর দেওয়া হত। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন আর আমরা তা আহার করতাম। তিনি বলতেন, তোমরা জোড়া জোড়া খেজুর এক সাথে খাবে না। কেননা, নবী ﷺ জোড়া খেজুর (দুটো খেজুর এক সঙ্গে) খেতে বারণ করেছেন। তারপর বললেন, তবে যদি তার সঙ্গী ভায়ের কাছে সে অনুমতি গ্রহণ করে (তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার)। *(বুখারী, মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১০৬

খাওয়া সত্ত্বেও পরিতৃপ্ত না হলে কি বলা ও করা উচিত?

عَن وَحْشِيِّ بنِ حَرب ﷺ : أَنَّ أَصحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَأكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ ؟ قَالَ : ((فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ)) قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ: ((فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ)). رواه أَبُو داود

১/৭৪৭। অহশী ইবনে হার্ব ﷺ হতে বর্ণিত, সাহাবাগণ নিবেদন করলেন। হে আল্লাহর রসূল! আমরা খাই, কিন্তু যেন পেট ভরে না। তিনি বললেন, তাহলে হয়তো তোমরা আলাদা আলাদা খাও। তারা বললেন জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা জামাআতবদ্ধভাবে একটি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পাত্রেই বিসমিল্লাহ বলে আহার করো, তাহলে তাতে তোমাদের জন্য বর্কত দান করা হবে। *(আবূ দাউদ)*

পরিচ্ছেদ - ১০৭

খাবার বাসনের এক ধার থেকে খাওয়ার নির্দেশ এবং তার মাঝখান থেকে খাওয়া নিষেধ

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী পূর্বে পার হয়ে গেছে, "তুমি তোমার সামনে একধার থেকে খাও।" *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطعَامِ ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১/৭৪৮। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যেহেতু খাবারের মাঝখানে বর্কত নাযিল হয়, সেহেতু তোমরা ওর দুই ধার থেকে খাও, আর ওর মাঝখান থেকে খেয়ো না। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا : الغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ؛ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ؛ يَعنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا ، فَالتَفُّوا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَقَالَ أَعرَابِيٌّ : مَا هَذِهِ الجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْداً كَرِيماً ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً)) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا)). رواه أَبُو داود بإسناد جيد

২/৭৪৯। আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর একটি পাত্র ছিল যাকে 'গার্রা' বলা হত, সেটাকে চারজন মানুষ ধরে তুলতো। একদা চাশ্তের সময়ে যখন চাশ্তের নামায পড়ার পর ঐ (বিশাল) পাত্রটি আনা হল, অর্থাৎ, তাতে 'ষারীদ' (মাংস ও খন্ড খন্ড রুটি সংমিশ্রণে প্রস্তুত সুস্বাদু খাদ্য) রাখার পর, তখন লোকেরা তাতে জমায়েত হল। লোকের পরিমাণ যখন বেশি হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁটুর ভরে বসে পড়লেন। (এরূপ দেখে) জনৈক বেদুঈন বলল, এ কেমন বসা? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ আমাকে ভদ্র (বিনয়ী) বান্দা করেছেন এবং উদ্ধত ও হঠকারী করেননি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পাত্রের এক ধার থেকে খেতে থাক। আর ওর শীর্ষভাগ ছেড়ে দাও, ওখানে বর্কত অবতীর্ণ হবে। *(আবূ দাউদ উত্তম সনদে)*

পরিচ্ছেদ - ১০৮

ঠেস দিয়ে বসে আহার করা অপছন্দনীয়

عَن أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً)). رواه البخاري

১/৭৫০। আবূ জুহাইফা অহাব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি হেলান দিয়ে বসে আহার করি না। *(বুখারী)*

ইমাম খাত্ত্বাবী (রঃ) বলেন, 'এখানে হেলান দিয়ে বসার মানে হচ্ছে নিচে কোন নরম গদি বা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আসনে চেপে বসা। উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর রসূল ﷺ অধিক ভোজনবিলাসী পেটুক মানুষের মত কোন গদিদে চেপে বা ঠেস বালিশে হেলান দিয়ে বসতেন না এবং তিনি আরামের সাথে না বসে এমনভাবে হাঁটু দু'টি উঁচু করে বসতেন যেন উঠে দাঁড়াবেন। তিনি যথা পরিমিতভাবে আহার করতেন।' - এ হল ইমাম খাত্ত্বাবীর কথা। অন্যান্য উলামাগণ এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, একপার্শ্বে ভর দিয়ে চেপে বসা হল হেলান দিয়ে বসা। আর আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِساً مُقْعِياً يَأْكُلُ تَمْراً . رواه مسلم

২/৭৫১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উঁচু হয়ে বসে খেজুর খেতে দেখেছি। *(মুসলিম)*

* উঁচু হয়ে বসার পদ্ধতি এই যে, পায়ের রলা দুখানা উঁচু করে বুকের সাথে লাগিয়ে মাটিতে বা কোন আসনে পাছা ঠেকিয়ে বসা।

পরিচ্ছেদ - ১০৯

তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার খাওয়া মুস্তাহাব

খাওয়ার পর আঙ্গুল চেঁটে ও চুষে খাওয়া উত্তম। তা চাঁটার পূর্বে মুছে (বা ধুয়ে) ফেলা অপছন্দনীয়। বাসন চেঁটে খাওয়া ও নিচে পড়ে যাওয়া খাবারের লুকমা বা দানা তুলে খাওয়া উত্তম। এবং আঙ্গুল চাঁটা বা চুষার পর হাত-পা ইত্যাদিতে মুছা বৈধ।

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً ، فَلاَ يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها)). متفقٌ عَلَيْه

১/৭৫২। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আহার করে সে যেন তার আঙ্গুলগুলি না মুছে; যতক্ষণ না সে তা নিজে চেঁটে খায় কিম্বা অন্য (শিশু প্রভৃতি)কে দিয়ে চাঁটিয়ে নেয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا . رواه مسلم

২/৭৫৩। কা'ব ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিন আঙ্গুল দ্বারা (রুটি, খেজুর ইত্যাদি) খেতে দেখেছি। অতঃপর যখন তিনি খাবার শেষ করলেন তখন সেগুলিকে চাঁটলেন। *(মুসলিম)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحفَةِ ، وَقَالَ : ((إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ)). رواه مسلم

৩/৭৫৪। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারান্তে আঙ্গুল ও থালা চেঁটে খাবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাদ্যে বর্কত নিহিত আছে। *(মুসলিম)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيأخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَذىً ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ)). رواه مسلم

৪/৭৫৫। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কারো খাদ্য গ্রাস (বা দানা থালার বাইরে) পড়ে যাবে তখন সে যেন তা থেকে নোংরা দূর করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর রুমালে হাত মুছে ফেলার পূর্বে যেন আঙ্গুলগুলি চেঁটে নেয়। কেননা, সে জানে না যে, তার কোন্ খাদ্যাংশে বর্কত নিহিত আছে। *(মুসলিম)*

وَعَنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذىً ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ)). رواه مسلم

৫/৭৫৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শয়তান তোমাদের সমস্ত কাজ কর্মে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় এমনকি তোমাদের খাবারের সময়েও উপস্থিত হয়। সুতরাং যখন কারো খাবার লুকমা (থালার বাইরে) পড়ে যায়, তখন সে যেন তা তুলে তা থেকে নোংরা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। আর আহারান্তে আঙ্গুলগুলি চেঁটে নেয়। কারণ, তার জানা নেই যে, তার কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً ، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ . قَالَ : وَقَالَ : ((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنهَا الأَذَى ، وليَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)). وأَمَرَ أن تُسلَتَ القَصْعَةُ، قَالَ : ((فإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَة)). رواه مسلم

৬/৭৫৭। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আহার করতেন তখন নিজ তিনটি আঙ্গুল চেঁটে খেতেন এবং বলতেন, "কারো খাবারের লুকমা নিচে পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।" আর তিনি আমাদেরকে খাদ্যপাত্র (বা বাসন) চেঁটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে।" *(মুসলিম)*

وَعَن سَعِيدِ بنِ الحَارِثِ : أَنَّهُ سَأَلَ جَابِراً ﷺ عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ : لاَ ، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيلاً ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا، وَسَوَاعِدَنَا ، وَأَقْدَامَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ . رواه البخاري

৭/৭৫৮। সাঈদ বিন হারেষ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি জাবের ﷺ-কে আগুনে স্পর্শ করা বস্তু খাওয়ার পর ওযূ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, না। (ওযূ করতে হবে না।) নবী ﷺ-এর যুগে তো আমরা এরূপ খাদ্য খুব কমই পেতাম। যখন আমরা তা পেতাম তখন আমাদের তো হাতের চেটো, হাতের নলা ও পা ছাড়া কোন রুমাল ছিল না। (আমরা এগুলিতে মুছে ফেলতাম।) তারপর (নতুন) ওযূ না করেই আমরা নামায আদায় করতাম। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১১০

কোন সীমিত খাবারে অনেক মানুষের হাত পড়লে বর্কত হয়

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((طَعَامُ الاِثنَينِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَـةِ كَافِي الأَربَعَةِ)). متفق عَلَيْهِ

১/৭৫৯। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেছেন দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ)). رواه مسلم

২/৭৬০। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট এবং দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১১১

পান করার আদব-কায়দা

পানপাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা উত্তম এবং তার ভিতরে নিঃশ্বাস ফেলা মকরূহ। পানপাত্র ডান দিক থেকে পরিবেশন করা উত্তম।

عَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرابِ ثَلاَثاً . متفق عَلَيْهِ

১/৭৬১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করার সময় তিনবার দম নিতেন। (অর্থাৎ তিনি পান পাত্রের বাইরে তিনবার নিঃশ্বাস ফেলতেন।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

২/৭৬২। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি দুর্বল।)

وَعَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ . متفق عَلَيْهِ

৩/৭৬৩। আবূ ক্বাতাদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ ، وَعَن يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ ، وَعَن يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ﷺ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ ، وَقَالَ : ((اَلأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ)). متفق عَلَيْهِ

৪/৭৬৪। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পানি মিশ্রিত দুধ আনা হল। (তখন) তাঁর ডান দিকে এক বেদুঈন ছিল ও বাম দিকে আবূ বাক্‌র ﷺ (বসে) ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি তা পান করে বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, ডান দিকের ব্যক্তির অগ্রাধিকার রয়েছে) তারপর তার ডান দিকের ব্যক্তির অগ্রাধিকার রয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَن يَمِينِهِ غُلاَمٌ ، وَعَـن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ ، فَقَالَ لِلغُلاَمِ : ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هؤُلاَءِ ؟)) فَقَالَ الغُلاَمُ : لاَ وَاللهِ ، لاَ أُوثِـرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً . فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৭৬৫। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শরবত পরিবেশন করা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। আর তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক। আর বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তখন নবী ﷺ বালকটিকে বললেন, তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি ঐ বয়স্ক লোকগুলিকে আগে পান করতে দিই? বালকটি বলল, আল্লাহর কসম! আপনার কাছ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

* উক্ত বালক ইবনে আব্বাস ﷺ ছিলেন।

পরিচ্ছেদ - ১১২

মশক ইত্যাদির মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা অপছন্দনীয়, তবে তা হারাম নয়

عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ . يعني : أن تُكْسَرَ أفْواهُها ، وَيُشْرَبَ مِنْهَا . متفق عَلَيْهِ

১/৭৬৬। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মশকের মুখ বাঁকিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أن يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ أَوْ القِرْبَةِ . متفق عَلَيْهِ

২/৭৬৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে বারণ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بنت ثَابِتٍ أُخْتِ حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَـيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِيِّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً ، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৩/৭৬৮। উম্মে সাবেত কাবশাহ বিনতে ষাবেত, হাস্‌সান ইবনে ষাবেতের ভগিনী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন এবং একটি ঝুলন্ত মশকের মুখ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। সুতরাং আমি উঠে তার মুখটা কেটে নিলাম। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

উম্মে ষাবেত মশকের মুখটি কেটেছিলেন; যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মুখ স্পর্শকৃত ঐ অংশটুকু সংরক্ষণ করেন, তার দ্বারা বর্কত লাভ করেন এবং অসম্মান থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এ হাদীসটি সরাসরি পাত্রের মুখ থেকে পানি পান করার বৈধতার উপর বর্তানো যায়। আর পূর্বোক্ত হাদীস দু'টি এ ব্যাপারে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গরীতি বর্ণনা করার জন্য এসেছে। আর আল্লাহই বেশি জানেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১১৩

পানি পান করার সময় তাতে ফুঁ দেওয়া মাকরূহ

عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : القَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ ؟ فَقَالَ : ((أَهرِقْهَا)) . قَالَ : إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : ((فَأَبِنِ القَدَحَ إِذاً عَنْ فِيكَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১/৭৬৯। আবূ সাইদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ পানীয় পানকালে তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। একটি লোক নিবেদন করল, পানপাত্রে (যদি) আমি খড়কুটো দেখতে পাই? তিনি বললেন, তাহলে তা ঢেলে ফেলে দাও। সে নিবেদন করল এক শ্বাসে পানি পান করে আমার তৃপ্তি হয় না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি পেয়ালা মুখ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

২/৭৭০। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

পরিচ্ছেদ - ১১৪

দাঁড়িয়ে পান করা

দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ; কিন্তু বসে পান করা সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ রীতি। এ মর্মে কাব্শার পূর্বোক্ত হাদীসটি দ্রষ্টব্য।

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. متفق عَلَيْهِ

১/৭৭১। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ النَّزَّالِ بنِ سَبْرَةَ ﷺ ، قَالَ : أَتَى عَلِيٌّ ﷺ بَابَ الرَّحْبَةِ ، فَشَرِبَ قَائِماً ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ . رواه البخاري

২/৭৭২। নায্যাল ইবনে সাবরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুফা নগরীর 'রাহবাহ'র দ্বার প্রান্তে আলী ﷺ এসে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন এবং বললেন, আমি নবী ﷺ-কে ঠিক এভাবে (পান) করতে দেখেছি যেভাবে তোমরা আমাকে (পান) করতে দেখলে। *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأكُلُ وَنَحْنُ نَمشِي ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيامٌ . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৩/৭৭৩। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা চলতে চলতে আহার করতাম এবং দাঁড়িয়ে পান করতাম। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ﷺ ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وقَاعِداً . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৪/৭৭৪। আম্‌র ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে তিনি স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করতে দেখেছি। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى أَن يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً . قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا لأَنَسٍ : فَالأَكْلُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَشَرُّ ــ أَوْ أَخْبَثُ ــ رواه مسلم . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَن الشُّرْبِ قائماً .

৫/৭৭৫। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ লোককে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ বলেন, আমরা আনাস ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম আর (দাঁড়িয়ে) খাওয়া? তিনি বললেন, তা তো আরো মন্দ বা আরো জঘন্য কাজ। *(মুসলিম)*

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيء)). رواه مسلم

৬/৭৭৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই দাঁড়িয়ে পান না করে। আর যদি ভুলে যায় (ভুলবশতঃ পান করে ফেলে), তাহলে সে যেন বমি করে দেয়। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১১৫

পানীয় পরিবেশনকারীর সবার শেষে পান করা উত্তম

عَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((سَاقِيُ القَومِ آخِرُهُمْ شُرْباً)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১/৭৭৭। আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, লোকদেরকে পানি পরিবেশনকারী তাদের সবার শেষে পান করবে। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

পরিচ্ছেদ - ১১৬

পান-পাত্রের বিবরণ

সোনা-রূপা ছাড়া সমস্ত পবিত্র পানপাত্রে পান করা জায়েয। আর বিনা পাত্রে ও হাত না লাগিয়ে সরাসরি নদী ইত্যাদিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা বৈধ এবং সোনা-রূপার পাত্র পানাহার, ওযূ তথা সমস্ত কাজে ব্যবহার হারাম।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ مَن كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِه ، وبَقِيَ قَوْمٌ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ . قَالُوا : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً . متفق عَلَيْهِ ، هذه رواية البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وفي رواية لَهُ ولمسلم : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مـــاءٍ ، فَوَضَعَ أصابعَهُ فيه . قَالَ أنسٌ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْن أصَابِعِهِ ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ .

১/৭৭৮। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নামাযের সময় উপস্থিত হলে যাঁদের বাড়ি কাছে ছিল তাঁরা (ওযূ করার জন্য) বাড়ি গেলেন। আর কিছু লোক থেকে গেলেন (তাঁদের কোন ওযূর ব্যবস্থা ছিল না)। সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে একটি পাথরের পাত্রে পানি আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর মুঠি খোলাও মুশকিল ছিল। তা থেকেই সমস্ত লোকে ওযূ করলেন। (আনাসকে উপস্থিত) লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আশিজনেরও বেশি। (বুখারী-মুসলিম, এটি বুখারীর বর্ণনা)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এবং মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, নবী ﷺ একটি পানির পাত্র চাইলেন। সুতরাং তাঁর জন্য প্রশস্ত একটি অগভীর (চিতরে) পেয়ালা আনা হল, যাতে সামান্য পানি ছিল। তারপর তিনি স্বীয় আঙ্গুলগুলি ঐ পানিতে রাখলেন। আনাস ﷺ বললেন, আমি তাঁর আঙ্গুলসমূহের ফাঁক দিয়ে পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে দেখছিলাম। অনুমান করে দেখলাম, ওযূকারীদের সংখ্যা প্রায় সত্তর থেকে আশিজনের মাঝামাঝি ছিল।

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ ﷺ ، قَالَ : أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري

২/৭৭৯। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার আমাদের নিকট এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম, তিনি (তা দিয়ে) ওযূ করলেন। *(বুখারী)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَـــهُ ، فَقَـــالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا)). رواه البخاري

৩/৭৮০। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক আনসারীর নিকট গেলেন। আর তাঁর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তোমার মশকে রাতের বাসী পানি থাকে, তাহলে নিয়ে এসো; নচেৎ অনত্র মুখ লাগিয়ে পানি পান করে নিব। *(বুখারী)*

وَعَن حُذَيفَةَ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالشُّربِ فِي آنِيَةِ الـــذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَقَالَ : ((هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৭৮১। হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ আমাদেরকে পাতলা ও মোটা রেশমী কাপড় পরতে ও সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন, তা হল তাদের (কাফেরদের) জন্য দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলমানদের) জন্য পরকালে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((اَلَّذِيْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ ، إِنَّمَا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)). متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية لمسلم : ((إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ)) .

وفي رواية لَهُ : ((مَنْ شَرِبَ فِي إناءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّمَ)).

৫/৭৮২। উম্মে সালামাহ ﵂ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্‌ করে পান করে। *(বুখারী)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে---।

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্‌ করে পান করে।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিচ্ছেদ - ১১৭

কোন্ শ্রেণীর কাপড় উত্তম

সাদা রঙের কাপড় উত্তম। আর লাল, সবুজ ও কালো রঙের কাপড় বৈধ। আর রেশমী বস্ত্র ছাড়া সুতি, উল, পশম ও লোম ইত্যাদির কাপড় পরিধান করা জায়েয।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ }

অর্থাৎ, হে বনী আদম! (হে মানবজাতি) তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। *(সূরা আ'রাফ ২৬ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন,

{ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ } [النحل : ٨١]

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য বর্মের, ওটা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। *(সূরা নাহল ৮১ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ البَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১/৭৮৩। ইবনে আব্বাস ﵄ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা তোমাদের সর্বোত্তম কাপড়। আর ওতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন দাও। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن سَمُرَةَ ﵁ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الْبَسُوا البَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفِّنُوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فِيهَا مَوْتَاكُمْ)). رواه النسائي والحاكم ، وقال : ((حديث صحيح))

২/৭৮৪। সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা সবচেয়ে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট। আর ওতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফন দাও। *(নাসাঈ, হাকেম, তিনি বলেন হাদীসটি সহীহ)*

وَعَنِ البَرَاءِ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرْبُوعاً ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৭৮৫। বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মধ্যম আকৃতির লম্বা ছিলেন। আমি তাঁকে লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي جُحَيفَةَ وَهْبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : رَأيتُ النبيَّ ﷺ بمكّةَ وَهُوَ بالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَـهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ ، فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوئِهِ ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، فَتَوَضّأَ وَأَذَّنَ بِلاَلٌ ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَقُولُ يَمِينـاً وَشِمَالاً : حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْـهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لاَ يُمْنَعُ . متفقٌ عَلَيْهِ .

৪/৭৮৬। আবূ জুহাইফাহ অহাব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কায় দেখলাম, যখন তিনি আবত্বাহ নামক স্থানে চর্মনির্মিত **লাল রঙের শিবিরে** অবস্থান করছিলেন। বিলাল তাঁর ওযূর পানি নিয়ে বাইরে বের হলেন। কিছু লোক (বর্কত হাসিল করার জন্য) উক্ত পানির ছিটা পেল আর কিছু সংখ্যক লোক পানি পেল। তারপর নবী ﷺ লাল রঙের জোড়া বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় বাইরে এলেন। যেন আমি তাঁর দুই পায়ের গোছার শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি। অতঃপর তিনি ওযূ করলেন এবং বিলাল আযান দিলেন। আমি তাঁর এদিক ওদিক মুখ ফিরানো লক্ষ্য করছিলাম। তিনি ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ', 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলছিলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর জন্য একটি বর্শা (সুতরাহ স্বরূপ) পুঁতে দেওয়া হল। তারপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং নামায পড়ালেন। তাঁর (সুতরার) সামনে দিয়ে কুকুর ও গাধা অতিক্রম করছিল। সেগুলোকে বাধা দেওয়া হচ্ছিল না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رِفَاعَةَ التَّيْمِيِّ ﷺ ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيهِ ثَوبَانِ أَخْضَرَانِ . رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح

৫/৭৮৭। আবূ রিমসা রিফাআহ তাইমী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরনে দুটো সবুজ রঙের কাপড় দেখেছি। *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ . رواه مسلم

৬/৭৮৮। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবিজয়ের দিন (সেখানে) কাল রঙের পাগড়ী পরে প্রবেশ করেছিলেন। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبي سَعِيدٍ عَمرو بن حُرَيْث ﷺ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُـولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيـهِ عِمَامَـةٌ سَوْدَاءُ ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ . رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

৭/৭৮৯। আবূ সাঈদ আম্‌র ইবনে হুরাইষ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাল রঙের পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখছি আর তাঁর পাগড়ীর দুই প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। *(মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাল রঙের পাগড়ী মাথায় বেঁধে লোকেদের মাঝে খুতবা দিচ্ছিলেন।

وَعَن عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِـنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .متفقٌ عَلَيْهِ

৮/৭৯০। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি সাদা সুতি বস্ত্রে কাফন দেওয়া হয়েছে যেগুলি ইয়ামানের 'সাহুল' নামক স্থানে প্রস্তুত করা হয়েছিল। ওগুলির মধ্যে কামীস (জামা) ছিল না। আর পাগড়ীও ছিল না। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنهَا، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعرٍ أَسْوَدَ. رواه مسلم

৯/৭৯১। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সকালে বের হলেন, তখন তাঁর দেহে পালানের ছবি ছাপা কাল লোমের চাদর ছিল। *(মুসলিম)*

'মুরাহহাল' বলা হয় সেই কাপড়কে, যাতে 'রাহ্‌ল' (উটের পিঠে স্থিত জিন্ বা পালান)এর ছবি ছাপা থাকে। আর্বীতে পালানকে 'আকওয়ার'ও বলে।

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ ، فَقَـالَ لِـي : ((أَمَعَكَ مَاءٌ ؟)) قُلتُ : نَعَمْ ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُـمَّ جَـاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْـرِجَ ذِرَاعَيْـهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْـهِ ، فَقَالَ : ((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)) وَمَسحَ عَلَيْهِمَا . متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية : وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ .

وفي رواية : أَنَّ هذِهِ القَضِيَّةَ كَانَتْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ .

১০/৭৯২। মুগীরাহ ইবনে শু'বা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কাছে পানি আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। সুতরাং তিনি স্বীয় বাহন থেকে নামলেন এবং চলতে লাগলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর যখন ফিরে এলেন তখন আমি পাত্র থেকে (পানি) ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর মুখমন্ডল ধুলেন। তাঁর পরনে ছিল পশমী জুব্বা। তিনি তা হতে তাঁর হাত দু'টিকে বের করতে সক্ষম হলেন না। পরিশেষে তিনি জুব্বার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নিচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু'টি ধুলেন ও মাথা মাসাহ করলেন। তারপর আমি তাঁর মোজা খুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম। তিনি বললেন, ছেড়ে দাও। কেননা, আমি ওগুলো পবিত্র (ওযূ) অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। অতঃপর তিনি তার উপর মাসাহ করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অপর বর্ণনায় আছে, তাঁর দেহে ছিল শামী জুব্বা; যার হাতা দু'টি টাইট ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে, এ ঘটনাটি ছিল তাবূক যুদ্ধের সফরে।

পরিচ্ছেদ - ১১৮

জামা পরিধান করা উত্তম

عَن أُمِّ سَلَمَة رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ أحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمِيصَ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن)) .

১/৭৯৩। উম্মে সালামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় পোশাক ছিল কামীস (জামা)। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১১৯

জামা-পায়জামা, জামার হাতা, লুঙ্গি তথা পাগড়ীর প্রান্ত কতটুকু লম্বা হবে? অহংকারবশতঃ ওগুলি ঝুলিয়ে পরা হারাম ও নিরাহংকারে তা ঝুলানো অপছন্দনীয়।

عَن أَسمَاءَ بنت يَزِيدَ الأَنصَارِيَّة رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১/৭৯৪। আসমা বিন্তে য়্যাযীদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَة)). فَقَالَ أَبُو بَكرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ)). رواه البخاري وروى مسلم بعضه .

২/৭৯৫। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে নিজের পোশাক মাটিতে ছেঁচড়ে চলবে আল্লাহ তার প্রতি কিয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। আবূ বাক্র ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! খেয়াল না করলে আমার লুঙ্গি ঢিলে হয়ে নেমে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের শ্রেণীভুক্ত নও, যারা তা অহংকারবশতঃ করে থাকে। *(বুখারী, মুসলিম এর আংশিক বর্ণনা করেছেন।)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً)). متفقٌ عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/৭৯৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ)). رواه البخاري

৪/৭৯৭। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, লুঙ্গির যে পরিমাণটুকু পায়ের গাঁটের নীচে যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)). قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُو ذرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا ! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((المُسْبِلُ ، وَالمَنَّانُ ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكاذِبِ)). رواه مسلم . وفي رواية لَهُ : ((المُسْبِلُ إِزَارَهُ)) .

৫/৭৯৮। আবূ যার্র ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত বাক্যগুলি তিনবার বললেন। আবূ যার্র বলেন, তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক! তারা কারা? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, (লুঙ্গি-কাপড়) পায়ের গাঁটের নীচে যে ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে লোকের কাছে দানের কথা বলে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যে পণ্য বিক্রি করে। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরে।

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ ، وَالقَمِيصِ ، وَالعِمَامَةِ ، مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه أَبو داود والنسائي بإسناد صحيح

৬/৭৯৯। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ীতে ঝুলানোর কাজ হয়ে থাকে। (অর্থাৎ, এগুলি ঝুলিয়ে পরলে গুনাহ হয়।) যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কিছু মাটিতে ছেঁচড়ে চলবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে (দয়া দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না। *(আবূ দাউদ, নাসায়ী বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بنِ سُلَيْمٍ ﷺ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ ، لا يَقُولُ شَيْئاً إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : رَسُولُ اللهِ ﷺ . قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ — مَرَّتَينِ — قَالَ : ((لاَ تَقُلْ : عَلَيْكَ السَّلامُ ، عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى ، قُلْ : السَّلامُ عَلَيْكَ)). قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : ((أَنَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ ، فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ)). قَالَ : قُلْتُ : اعْهَدْ إِلَيَّ . قَالَ : ((لاَ تَسُبَّنَ أَحَداً)). قَالَ : فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرّاً ، وَلاَ عَبْداً ، وَلاَ بَعِيراً ، وَلاَ شَاةً ، ((وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَإِلَى الكَعْبَيْنِ ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ المَخِيلَةِ . وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المَخِيلَةَ ؛ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ)). رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وقال الترمذي : ((حديث حسن صحيح))

৭/৮০০। আবূ জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যাঁর মতানুযায়ী লোকে কাজ করছে, তাঁর কথা তারা মেনে নিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ লোকটি কে? লোকেরা বলল, ইনি আল্লাহর রসূল ﷺ। আমি তাঁকে 'আলাইকাস সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ' দু'বার বললাম। তিনি বলেন, 'আলাইকাস সালাম' বলো না। 'আলাইকাস সালাম' তো মৃতদের জন্য অভিবাদন বাণী। তুমি বলো 'আসসালামু আলাইকা।'

জাবের বলেন, আমি বললাম, আপনি আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, আমি সেই আল্লার রসূল, যাঁকে কোন বিপদের সময় যদি ডাকো, তাহলে তিনি তোমার বিপদ দূর করে দিবেন। যদি দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তাহলে তিনি তোমার জন্য যমীন থেকে ফসল উৎপাদন করবেন। কোন গাছপালা বিহীন জনশূন্য মরুভূমিতে তোমার বাহন হারিয়ে গেলে তুমি যদি তাঁর নিকট দুআ কর, তাহলে তিনি তোমার বাহন তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

জাবের বলেন, আমি বললাম, আপনি আমাকে বিশেষ উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন, "তুমি কাউকে কখনো গালি-গালাজ করবে না।" সুতরাং তারপর থেকে আমি না কোন স্বাধীন-পরাধীন ব্যক্তিকে, না কোন উঁট আর না কোন ছাগলকে গালি দিয়েছি।

(দ্বিতীয় উপদেশ হচ্ছে এই যে,) "কোন পুণ্যকর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। নিঃসন্দেহে সহাস্য বদনে কোন মুসলিম ভায়ের সঙ্গে তোমার বাক্যালাপ করা নেকীর কাজ। নিজ লুঙ্গি পায়ের অর্ধ রলা পর্যন্ত উঁচু রাখবে। তা যদি মানতে না চাও, তাহলে গাঁট পর্যন্ত ঝুলাতে পার। লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরা থেকে দূরে থাকো। কেননা, এতে অহংকার জন্মায়। আর নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারকে পছন্দ করেন না। যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় অথবা এমন দোষ ধরে তোমাকে লজ্জা দেয় যা তোমার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে জানে, তাহলে তুমি তার এমন দোষ ধরে তাকে লজ্জা দিও না যা তার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে জানো। যেহেতু তার কুফল তার উপরই বর্তাবে (তোমার উপর নয়)।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

৮/৮০১। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

৯/৮০২। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটিও সহীহ নয়।)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِزْرَةُ المُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَلاَ حَرَجَ ـــ أَوْ لاَ جُنَاحَ ـــ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

১০/৮০৩। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিমের লুঙ্গি অর্ধ গোছা পর্যন্ত ঝুলানো উচিত। গাঁটের উপর পর্যন্ত ঝুললে ক্ষতি নেই। যে অংশ লুঙ্গি পায়ের গাঁটের নীচে ঝুলবে তা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি পায়ের গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরবে, তার দিকে আল্লাহ (করুণার দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না। *(আবূ দাউদ, সহীহ সূত্রে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : مَرَرتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِـي إزَارِي اسـترخَاءٌ ، فَقَالَ: ((يَا عَبدَ اللهِ ، ارْفَعْ إزَارَكَ)). فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ : ((زِدْ)) فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أتَحَرَّاهَا بَعْدُ . فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ : إلَى أينَ ؟ فَقَالَ : إلَى أنْصَافِ السَّاقَيْنِ . رواه مسلم

১১/৮০৪। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার লুঙ্গি বেশ ঝুলে ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আব্দুল্লাহ! লুঙ্গি উঠিয়ে পর। অতঃপর আমি লুঙ্গি উঁচু করে পরলাম। তিনি আবার বললেন, আরো উঁচু কর। আমি আরো উঁচু করলাম। এরপর বরাবর আমি এর খেয়াল রাখতে থাকলাম; যেন লুঙ্গি নীচে না নামে। কিছু লোক জিজ্ঞাসা করল, কতদূর পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা যাবে? তিনি উত্তরে বললেন, অর্ধ গোছা পর্যন্ত। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)). فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ((يُـرْخِينَ شِـبْراً)). قَالَـتْ : إذَاً تَنْكَـشِفُ أقْدَامُهُنَّ. قَالَ: ((فَيُرخِينَهُ ذِرَاعاً لاَ يَزِدْنَ)) رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

১২/৮০৫। পূর্বোক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে (করুণার দৃষ্টিতে) দেখবেন না। উম্মে সালামাহ প্রশ্ন করলেন, তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের নিম্নপ্রান্তের ব্যাপারে কি করবে? তিনি বললেন, আধ হাত বেশী ঝুলাবে। উম্মে সালামাহ বললেন, তাহলে তো তাদের পায়ের পাতা খোলা যাবে! তিনি বললেন, তাহলে এক হাত পর্যন্ত নীচে ঝুলাবে; তার বেশী নয়। *(আবূ দাউদ ও তিরমিযী)*

পরিচ্ছেদ - ১২০

বিনয়বশতঃ মূল্যবান পোশাক পরিধান ত্যাগ করা মুস্তাহাব

এ পরিচ্ছেদ বিষয়ক কিছু হাদীস 'উপবাস ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের মাহাত্ম্য' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْ مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعاً للهِ ، وَهُوَ يَقْـدِرُ عَلَيْهِ ، دَعَاهُ اللهُ يومَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أيِّ حُلَلِ الإيمَانِ شَاءَ يَلْبَـسُهَا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১/৮০৬। মুআয ইবনে আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পরার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ তা পরিহার করল, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সাক্ষাতে তাকে ডেকে স্বাধীনতা দেবেন, সে যেন ঈমানের (অর্থাৎ ঈমানদারদের পোশাক) জোড়াসমূহের মধ্য থেকে যে কোন জোড়া বেছে নিয়ে পরিধান করে। *(তিরমিযী, হাসান)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১২১

মধ্যম ধরনের পোশাক পরা উত্তম। অকারণে শরয়ী উদ্দেশ্য বিনা এমন পোশাক পরা অনুত্তম, যা উপহাস্য হতে পারে

عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أَبيهِ ، عَن جَدِّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১/৮০৭। আম্‌র ইবনে শুআইব স্বীয় পিতা হতে, তিনি স্বীয় দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের প্রভাব ও চিহ্ন দেখতে ভালবাসেন। *(তিরমিযী, হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১২২

রেশমের কাপড় পরা, তার উপরে বসা বা হেলান দেওয়া পুরুষদের জন্য অবৈধ, মহিলাদের জন্য বৈধ

عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮০৮। উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তোমরা (পুরুষরা) রেশমের কাপড় পরিধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি দুয়িনাতে রেশমের কাপড় পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (অর্থাৎ, সে জান্নাত হতে বঞ্চিত হবে।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ . وفي رواية للبخاري : ((مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ)) .

২/৮০৯। উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, সেই রেশম পরিধান করে, যার কোনই অংশ নেই। *(বুখারী মুসলিম)*

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, যার আখেরাতে কোন অংশ নেই।

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৮১০। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রসুল ﷺ বলেছেন, দুনিয়াতে যে রেশমী কাপড় পরবে, আখেরাতে সে তা পরতে পাবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيراً ، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَذَهَبَاً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৪/৮১১। আলী ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ডান হাতে রেশম ধরলেন এবং বাম হাতে সোনা, অতঃপর বললেন, আমার উম্মতের পুরুষদের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জন্য এ দু'টি বস্তু হারাম। *(আবূ দাউদ, সহীহ সনদে)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৫/৮ ১২। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে আর মহিলাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، وأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ . رواه البخاري

৫/৮ ১৩। হুযাইফাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ও রূপার পাত্রে পান বা আহার করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং চিকন ও মোটা রেশম পরিধান করতে অথবা (বেড-কভার বা সীট-কভার বানিয়ে) তার উপর বসতেও নিষেধ করেছেন। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ১২৩

চুলকানি রোগ থাকলে রেশমের কাপড় পরা বৈধ

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا فِي لُبْسِ الحَرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِما . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮ ১৪। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে তাদের গায়ে চুলকানি হবার দরুন রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১২৪

বাঘের চামড়া বিছিয়ে বসা নিষেধ

عَن مُعَاوِيَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ)). حديث حسن ، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن

১/৮ ১৫। মুআবিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রেশমী কাপড় ও বাঘের চামড়ার উপর (বাহনের পিঠে রেখে বা অন্যত্র বিছিয়ে) বসো না। *(আবূ দাউদ ও অন্যান্য হাসান সূত্রে)*

وَعَنْ أَبِي المَلِيحِ ، عَن أَبِيهِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ . رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانيد صِحَاحٍ . وفي رواية للترمذي : نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

২/৮ ১৬। আবুল মালীহ ﷺ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়ার বিছানায় বসতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ বিশুদ্ধ সানাদ সূত্রে)*

তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, তিনি হিংস্র জন্তুর চামড়া বিছাতে নিষেধ করেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১২৫

নতুন কাপড় বা জুতা ইত্যাদি পরার সময় কি বলতে হয়?

عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوباً سَمَّاهُ باسْمِهِ – عِمَامَةً ، أَوْ قَمِيصاً ، أَوْ رِدَاءً – يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

১/৮ ১৭। আবূ সাইদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নতুন কাপড় পরতেন তখন পাগড়ী, জামা কিম্বা চাদর তার নাম নিয়ে - এই দুআ পড়তেন,

'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাউতানীহ, আসআলুকা মিন খাইরিহী অখাইরি মা সুনিআ লাহ, অআঊযু বিকা মিন শার্রিহি অশার্রি মা সুনিআ লাহ।'

অর্থ- হে আল্লাহ তোমারই নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে এই (নতুন কাপড়) পরালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং এ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ ১২৬

ডান দিক থেকে পোশাক পরা শুরু করা মুস্তাহাব

পোশাক পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম। এ মর্মে অনেক শুদ্ধ হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ঘুমানো, শোয়া, বসা, বৈঠক, সাথী এবং স্বপ্ন সংক্রান্ত আদব-কায়দা

পরিচ্ছেদ - ১২৭

শয়নকালে যা বলতে হয়

عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قَالَ : ((اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْك ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)). رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه

১/৮ ১৮। বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন ডান পার্শ্বে শুতেন এবং এই দুআ পড়তেন ঃ-

'আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা অ অজ্জাহতু অজহিয়া ইলাইক,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অফাউওয়াযতু আমরী ইলাইক, অ আলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগ্‌বাতাঁউ অরাহবাতান্ ইলাইক, লা মাল্‌জাআ অলা মান্‌জা মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা অ নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌ত্।'

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ করেছি, আমার মুখমন্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি। *(বুখারী এই শব্দমালায়, আদব অধ্যায়)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ ...)) وذَكَرَ نَحْوَهُ، وفيه: ((وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮১৯। উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি যখন তোমার বিছানায় (ঘুমাবার জন্য) আসবে তখন তুমি নামাযের ওযূর মত ওযূ কর। অতঃপর ডান পার্শ্বে শুয়ে (পূর্বোক্ত দুআটি) দুআ পাঠ কর ---। অতঃপর বর্ণনাকারী ঐ দুআটি উল্লেখ করলেন। আর এ বর্ণনায় আছে যে, "ওই দুআটিকেই সবশেষে পাঠ কর।" *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً ، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৮২০। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে এগারো রাকআত নামায পড়তেন। যখন ফজর উদয় হত তখন তিনি দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন, তারপর তাঁর ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন; শেষ পর্যন্ত মুআয্‌যিন এসে তাঁকে (জামাআতের সময় হওয়ার) খবর জানাত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا)) وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : ((الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)). رواه البخاري

৪/৮২১। হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিতে যখন শয্যাগ্রহণ করতেন তখন তিনি গালের নীচে হাত রেখে এই দুআ পড়তেন ঃ 'আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু অ আহয়্যা। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।

আর যখন জাগতেন তখন বলতেন ঃ 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহয়্যা-না বা'দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর।' অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(বুখারী)*

وَعَنْ يَعِيشَ بنِ طِخْفَةَ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ أَبِي : بَينَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجلِهِ ، فَقَالَ : ((إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ)) ، قَالَ :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَنظَرْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৫/৮২২। য়্যাঈশ ইবনে ত্বিখফাহ্ গিফারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, একদা আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম এমতাবস্থায় একটি লোক আমাকে পা দিয়ে নড়িয়ে বলল, এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, আমি তাকিয়ে দেখলাম তো তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন। *(আবূ দাউদ, সহীহ সনদ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَعَدَ مَقْعَدَاً لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى فِيهِ ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى تِرَةٌ ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضجَعاً لاَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيهِ ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ)). رواه أَبُو داود بإسناد حسن

৬/৮২৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্‌র করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে। আর যে ব্যক্তি এমন জায়গায় শয়ন করে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্‌র করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে।" *(আবূ দাউদ, হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১২৮

গুপ্তাঙ্গ উদম হওয়ার আশংকা না থাকলে একটি পায়ের উপর অন্য পা চাপিয়ে চিৎ হয়ে শোয়া বৈধ এবং দুই পা গুটিয়ে (বাবু হয়ে) বসা ও হাঁটু দু'টিকে বুকে লাগিয়ে কাপড় বা কোন কিছু দিয়ে পিঠের সাথে বেঁধে বসা বৈধ

عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّه رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮২৪। আব্দুল্লাহ ইবনে য়্যাযীদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে এমনভাবে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তিনি একটি পা অন্য পায়ের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود وغيره بأسانيد صحيحة

২/৮২৫। জাবের ইবনে সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ফজরের নামায সমাপ্ত করতেন তখন ভালোভাবে সূর্যোদয় না হওয়া অবধি নামায পড়ার জায়গাতেই দুই বা গুটিয়ে (বাবু হয়ে) বসে থাকতেন। *(সহীহ হাদীস, এটি আবূ দাউদ প্রমুখ বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণনা করেছেন)*

وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِيَدَيْهِ هَكَذَا ، وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الاِحْتِبَاءَ ، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ . رواه البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/৮২৬। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাবা প্রাঙ্গনে বুকে হাঁটু লাগিয়ে হাত দিয়ে ধরে এভাবে বসে থাকতে দেখেছি। আর তিনি নিজের হাত দুখানা ধরে উক্ত (ইহতিবা) বসার ধরন বর্ণনা করলেন। ওটাকেই আরবীতে 'কুরফুসা'ও বলা হয়। *(বুখারী)*

وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ القُرْفُصَاءَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ المُتَخَشِّعَ فِي الجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ. رواه أَبُو داود والترمذي

৪/৮২৭। ক্বাইলা বিন্তে মাখরামাহ (রাযিআল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বুকে হাঁটু লাগিয়ে হাত দিয়ে দুটোকে জড়িয়ে উঁচু হয়ে বসে থাকতে দেখেছি। যখন তাকে বিনীতভাবে বসে থাকতে দেখলাম, তখন ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

وَعَنْ الشَّرِيدِ بنِ سُوَيْدٍ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا ، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ اليُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي ، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلِيَةِ يَدِي ، فَقَالَ : ((أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ؟!))

رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৫/৮২৮। শারীদ ইবনে সুয়াইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আর আমি এভাবে অর্থাৎ, বাঁম হাতটিকে পিঠের পিছনে রেখে হাতের চেটোতে ভর দিয়ে বসেছিলাম। তা দেখে তিনি বললেন, তুমি কি অভিশপ্ত (ইয়াহুদী)দের বসার মত বসছ? *(আবূ দাউদ সহীহ সানাদ)*

পরিচ্ছেদ - ১২৯

মজলিস ও বসার সাথীর নানা আদব-কায়দা

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا)). وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮২৯। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে যেন অবশ্যই না বসে। বরং তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে ও নড়ে-সরে জায়গা করে বসো।" ইবনে উমারের জন্য মজলিস থেকে কেউ উঠে গেলে সেখানে তিনি বসতেন না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)). رواه مسلم

২/৮৩০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মজলিস থেকে কেউ উঠে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে সেই ঐ জায়গার বেশি হকদার। *(মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ ، جلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/৮৩১। জাবের ইবনে সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ-এর দরবারে আসতাম, তখন যেখানে মজলিস শেষ হত সেখানে বসে যেতাম। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ سَلْمَانَ الفَارِسِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِه، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِه ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى)). رواه البخاري

৪/৮৩২। আবূ আব্দুল্লাহ সালমান ফারেসী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে, যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে, তেল ব্যবহার করে অথবা ঘরের সুগন্ধি নিয়ে লাগায়। অতঃপর জুমআর উদ্দেশ্য বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করে দু'জনের মধ্যে পৃথক করে না। তারপর তার ভাগ্যে যতটা লেখা হয়েছে, ততটা নামায আদায় করে, তারপর যখন ইমাম খুৎবা দেয় তখন সে চুপ থাকে, তাহলে তার জন্য এক জুমআহ থেকে অন্য জুমআহ পর্যন্ত কৃত পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়। *(বুখারী)*

وَعَنْ عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبِيه، عَن جَدِّه ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن)) .

وفي رواية لأبي داود : ((لاَ يُجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا)).

৫/৮৩৩। আম্র ইবনে শুয়াইব ﷺ স্বীয় পিতা থেকে তিনি স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তির এটা বৈধ নয় যে, সে দুজনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে তফাৎ সৃষ্টি করবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)

আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে, দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে বসা যাবে না।

৬/৮৩৪। (এ স্থানে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ।)

وَعَنْ أَبِي سَعِيد الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري

৭/৮৩৫। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে সভা সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত সেটা সবচেয়ে উত্তম সভা। *(আবূ দাউদ, বুখারীর শর্তে সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ ، فَكَثُرَ فِيه لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسه ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِه ذَلِكَ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

৮/৮৩৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন সভায় বসে, যাতে খুব বেশি হৈ-হাল্লা হয়, অতঃপর যদি উক্ত সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগে এই দুআ পড়ে, "সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইল্লা আন্তা আস্তাগ্‌ফিরুকা অ আতূবু ইলাইক্।” অর্থাৎ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি। তাহলে উক্ত মজলিসে কৃত অপরাধ তার জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হবে। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

* (প্রকাশ থাকে যে, এই দুআকে 'কাফ্ফারাতুল মাজলিস'-এর দুআ বলা হয়।

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ : ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ)). فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى ؟ قَالَ : ((ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ)). رواه أَبُو داود ، ورواه الحاكم أَبُو عبد الله في " المستدرك " من رواية عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَا وقال : ((صحيح الإسناد))

৯/৮৩৭। আবূ বার্যাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সভা থেকে উঠে চলে যাবার ইচ্ছা করতেন তখন শেষের বেলায় এই দুআ পড়তেন “সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা অআতূবু ইলাইক।” অর্থাৎ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

একটি লোক নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যে দুআ পড়লেন অতীতে তো তা পড়তেন না। তিনি বললেন, এই দুআটি মজলিসে (সংঘটিত ভুল-ত্রুটি)র কাফ্ফারাস্বরূপ। *(আবূ দাউদ, আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম আয়েশা রাযিয়াল্লাহ আনহা হতে তাঁর 'মুস্তাদরাক' নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)*

وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوات : ((اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا ، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا ، وَأَبْصَارِنَا ، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১০/৮৩৮। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খুব কম মজলিসই এমন হতো, যেখান থেকে নবী ﷺ এই দুআ না পড়ে উঠতেন, (অর্থাৎ, অধিকাংশ মজলিস থেকে উঠার আগে এই দুআ পড়তেন,)

“আল্লা-হুম্মাক্বসিম লানা মিন খাশয়্যাতিকা মা তাহূলু বিহী বাইনানা অবাইনা মাআ-স্বীক, অমিন ত্বা-আতিকা মা তুবাল্লিগুনা বিহী জান্নাতাক, অমিনাল য়্যাক্বীনি মা তুহাউবিনু বিহী আলাইনা মাস্বা-ইবাদ দুনয়্যা। আল্লাহুম্মা মাত্তি'না বিআসমা-ইনা অ আবস্বা-রিনা অ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ক্বুউওয়াতিনা মা আহয়্যাইতানা, অজ্আলহুল ওয়া-রিষা মিন্না। অজআল ষা'রানা আলা মান যালামানা, অনসুরনা আলা মান আ-দা-না, অলা তাজআল মুস্বীবাতানা ফী দীনিনা। অলা তাজআলিদ্দুন্য়্যা আকবারা হাম্মিনা অলা মাবলাগা ইলমিনা, অলা তুসাল্লিত্ব আলাইনা মাল লা য়্যারহামুনা।"

অর্থাৎ, আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন (প্রত্যয়) বিতরণ কর যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ সমূহকে সহজ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের নিকট আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা আমাদের উপর রহম করে না তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করো না। *(তিরমিযী, হাসান)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى فِيهِ، إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

১১/৮৩৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে জনগোষ্ঠীই কোন সভা থেকে, তাতে আল্লাহর যিক্র না করেই উঠে যায়, আসলে তারা যেন মরা গাধা থেকে উঠে যায়। (অর্থাৎ যেন মৃত গাধার গোশ্ত ভক্ষণান্তে উঠে চলে যায়।) আর তা তাদের জন্য অনুতাপ হবে। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ تَعَالَى فِيهِ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً ؛ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১২/৮৪০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে কোন জনগোষ্ঠী কোন মজলিসে বসে তাতে আল্লাহর যিক্র না করে এবং তাদের নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ না করে, তাদেরই নোকসান (দুর্ভোগ) হবে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তো তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং যদি চান তো তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْهُ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعاً لاَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ)). رواه أَبُو داود

১৩/৮৪১। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বৈঠকে বসে তাতে আল্লাহর যিক্র করল না, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ক্ষতি হবে। আর যে ব্যক্তি কোন শয্যায় শয়ন ক'রে তাতে আল্লাহর যিক্র করে না, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার ক্ষতি হবে। *(আবু দাউদ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৩০

স্বপ্ন ও তার আনুষঙ্গিক বিবরণ

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } [الروم : ٢٣]

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে তোমাদের রাতের বেলায় ও দিবাভাগে ঘুমানো। *(সূরা রূম ২৩ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتِ)) قَالُوا : وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ : ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)). رواه البخاري

১/৮৪২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সুসংবাদ ছাড়া নবুঅতের কিছু বাকি থাকবে না। লোকে প্রশ্ন করল, সুসংবাদ কি? তিনি বললেন, সুস্বপ্ন। *(বুখারী)*

وَعَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

وفي رواية : ((أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا ، أَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً)).

২/৮৪৩। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত তিনি বলেন (কিয়ামতের) নিকটবর্তী যুগে মু'মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুঅতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (অর্থাৎ, মু'মিন স্বপ্ন যোগে ভবিষ্যতের খবর জানতে পারে। যেমন, অহীর দ্বারা পয়গম্বরদেরকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত করা হত।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সত্য কথা বলে, তার স্বপ্ন সবচেয়ে বেশি সত্য।

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ – أَوْ كَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ – لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৮৪৪। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দর্শন করল, সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করবে অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখল। কেননা, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤيَا يُحِبُّهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا — وَفِي رِوَايَةٍ : فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ — وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ ؛ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/৮৪৫। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দর্শন করে যা তার কাছে প্রীতিকর, তখন তা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং সে তা (স্বপ্ন) ব্যক্ত করে। অন্য বর্ণনায় আছে যে, সে যেন তা তার প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত না করে। আর যখন তাছাড়া কোন অপ্রীতিকর স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তা নিঃসন্দেহে শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার অনিষ্ট থেকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা ব্যক্ত না করে। কেননা, (তাহলে) তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ــ وفي رواية : الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ ــ مِنَ اللهِ ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَن شِمَالِهِ ثَلاَثاً ، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ فإنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৮৪৬। আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন, সুস্বপ্ন (অন্য এক বর্ণনায় আছে) সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কুস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। অতএব যে অপ্রীতিকর কিছু দেখবে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার হাল্কাভাবে থুথু মারে ও শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثاً ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثاً ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ)). رواه مسلم

৬/৮৪৭। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখবে তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু মারে এবং শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর যে পার্শ্বে সে শুয়ে থাকে, সে পার্শ্ব যেন বদল করে নেয়। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي الأسقَعِ وَاثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ)). رواه البخاري

৭/৮৪৮। আবুল আসক্বা' ওয়াষিলাহ ইবনে আসক্বা' ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ হল সেই ব্যক্তির কাজ, যে অপরের বাপকে নিজ বাপ বলে দাবি করে অথবা তার চক্ষুকে তা দেখায় যা সে (বাস্তবে) দেখেনি। (অর্থাৎ, স্বপ্ন দেখার মিথ্যা দাবি করে।) অথবা আল্লাহর রসূল ﷺ যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পঞ্চম অধ্যায়

সালামের আদব

পরিচ্ছেদ - ১৩১

সালাম দেওয়ার গুরুত্ব ও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করার নির্দেশ

আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور:٢٧]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। *(সূরা নূর ২৭ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } [النور : ٦١]

অর্থাৎ, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। *(সূরা নূর ৬১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } [النساء : ٨٦]

অর্থাৎ, যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই অনুরূপ কর। *(সূরা নিসা ৮৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ }

অর্থাৎ, তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। উত্তরে সে বলল, সালাম। *(সূরা যারিয়াত ২৪-২৫ আয়াত)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮৪৯। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, সর্বোত্তম ইসলামী কাজ কি? তিনি বললেন, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে (ব্যাপকভাবে) সালাম পেশ করবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ ﷺ ، قَالَ : اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولئِكَ ــ نَفَرٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ ــ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيتِكَ . فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২/৮৫০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করলেন। তখন তাঁকে বললেন, তুমি যাও এবং ঐ যে ফিরিশ্তামন্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদের উপর সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কি জবাব দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুনো। কেননা, ওটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততির সালাম বিনিময়ের রীতি। সুতরাং তিনি (তাঁদের কাছে গিয়ে) বললেন, 'আসসালামু আলাকুম'। তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আসসালামু আলাইকা অরাহমাতুল্লাহ'। অতএব তাঁরা 'অরাহমাতুল্লাহ' শব্দটা বেশী বললেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ ، وَإِبْرَارِ المُقسِمِ . متفقٌ عَلَيْهِ ، هَذَا لفظ إحدى روايات البخاري

২/৮৫১। আবূ উমারা বারা ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাতটি (কর্ম করতে) আদেশ করেছেন ঃ (১) রোগী দেখতে যাওয়া, (২) জানাযার অনুসরণ করা, (৩) হাঁচির (ছিঁকের) জবাব দেওয়া, (৪) দুর্বলকে সাহায্য করা, (৫) নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা, (৬) সালাম প্রচার করা, এবং (৭) শপথকারীর শপথ পুরা করা। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ)). رواه مسلم

৪/৮৫২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? (তা হচ্ছে) তোমরা আপোষের মধ্যে সালাম প্রচার কর। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبدِ اللهِ بنِ سَلاَمٍ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৫/৮৫৩। আবূ ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! তোমরা সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং লোকে যখন (রাতে) ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ الطُّفَيْلِ بنِ أُبَيٍّ بنِ كَعبٍ : أَنَّه كَانَ يَأتِي عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ، فَيَغدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ ، قَالَ : فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ ، لَمْ يَمُرَّ عَبدُ اللهِ عَلَى سَقَّاطٍ وَلاَ صَاحِبِ بَيْعَةٍ ، وَلاَ مِسْكِينٍ ، وَلاَ أَحَدٍ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَوْماً، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ ، وَأَنْتَ لا تَقِفُ عَلَى البَيْعِ ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا ، وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ وَأَقُولُ : اجْلِسْ بِنَا هاهُنَا نَتَحَدَّث ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَطْنٍ ــ وَكَانَ الطفَيْلُ ذَا بَطْنٍ ــ إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ ، فَنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ . رواه مالك في المُوطَّأ بإسناد صحيح

৬/৮৫৪। তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ-এর কাছে আসতেন এবং সকালে তাঁর সঙ্গে বাজার যেতেন। তিনি বলেন, যখন আমরা সকালে বাজারে যেতাম তখন তিনি প্রত্যেক খুচরা বিক্রেতা, স্থায়ী ব্যবসায়ী, মিসকীন, তথা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম দিতেন। তুফাইল বলেন, সুতরাং আমি একদিন (অভ্যাসমত) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে বললেন। আমি বললাম, আপনি বাজার গিয়ে কি করবেন? আপনি তো বেচা-কেনার জন্য কোথাও থামেন না, কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন না, তার দর-দাম জানতে চান না এবং বাজারের কোন মজলিসে বসেনও না। আমি বলছি, এখানে আমাদের সাথে বসে যান, এখানেই কথাবার্তা বলি। (তুফাইলের ভুঁড়ি মোটা ছিল, সেই জন্য) তিনি বললেন, ওহে ভুঁড়িমোটা! আমরা সকাল বেলায় বাজারে একমাত্র সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে যাই; যার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, আমরা তাকে সালাম দিই। *(মুঅত্ত্বা মালেক, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ১৩২

সালাম দেওয়ার পদ্ধতি

প্রথমে যে সালাম দেবে তার এরূপ বলা (উচিত), 'আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ'। এটা মুস্তাহাব। সে বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করবে; যদিও যাকে সালাম দেওয়া হয় সে একা হোক না কেন। আর সালামের উত্তরদাতা বলবে 'অআলাইকুমুস সালামু অরহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ, অর্থাৎ, সে শুরুতে সংযোজক অব্যয় 'অ' বা 'ওয়া' শব্দ ব্যবহার করবে।

عَن عِمْرَانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النبيُّ ﷺ: ((عَشْرٌ)) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ((عِشْرُونَ)) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ((ثَلاثُونَ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১/৮৫৫। ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে এভাবে সালাম করল 'আসসালামু আলাইকুম' আর নবী ﷺ তার জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসে গেলে তিনি বললেন, ওর জন্য দশটি নেকী। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে 'আসসালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহ' বলে সালাম পেশ করল। নবী ﷺ তার সালামের উত্তর দিলেন এবং লোকটি বসলে তিনি বললেন, ওর জন্য বিশটি নেকী। তারপর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আর একজন এসে 'আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ' বলে সালাম দিল। তিনি তার জবাব দিলেন। অতঃপর সে বসলে তিনি বললেন, ওর জন্য ত্রিশটি নেকী। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সূত্রে)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((هَذَا جِبرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ)) قَالَتْ : قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮৫৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এই জিব্রীল ﷺ তোমাকে সালাম পেশ করছেন। তিনি বলেন, আমিও উত্তরে বললাম, 'অআলাইহিস সালামু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

এই গ্রন্থদ্বয়ের কোন কোন বর্ণনায় 'অবারাকাতুহ' শব্দ এসেছে, আবার কোন কোন বর্ণনায় তা আসেনি। তবুও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণীয়।

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا . رواه البخاري . وهذا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الجَمْعُ كَثِيراً.

৩/৮৫৭। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কোন কথা বলতেন, তখন তা তিনবার বলতেন; যাতে তাঁর কথা বুঝতে পারা যায়। আর যখন কোন গোষ্ঠীর কাছে আসতেন তখনও তিনি তিনবার করে সালাম পেশ করতেন। *(বুখারী)*

এ বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে জনতার সংখ্যা খুব বেশী হবে।

وَعَنْ المِقْدَادِ ﷺ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ ، قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ مِنَ اللَّبَنِ ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لاَ يُوقِظُ نَائِماً ، وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ . رواه مسلم

৪/৮৫৮। মিক্বদাদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় দীর্ঘ হাদীসে বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর জন্য তাঁর অংশের দুধ রেখে দিতাম। তিনি রাতের বেলায় আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যে, তাতে কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিতেন না এবং জাগ্রত ব্যক্তিদেরকে শুনাতেন। সুতরাং নবী ﷺ (তাঁর অভ্যাসমত) এসে সালাম দিলেন, যেমন তিনি সালাম দিতেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رواه أبوداود

৫/৮৫৯। আসমা বিন্তে য়্যাযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাদের একদল মহিলার নিকট দিয়ে পার হওয়ার সময় আমাদেরকে সালাম দিলেন। *(আবূ দাউদ)*

(প্রকাশ থাকে যে, নবী ﷺ-এর হাতের ইশারায় মহিলাদেরকে সালাম দেওয়ার তিরমিযীর হাদীসটি সহীহ নয়।)

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ ، ورواه الترمذي بنحوه وقال : ((حديثٌ حسن)) . وَقَدْ ذُكر بعده.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৬/৯৬০। আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী মানুষ সেই, যে প্রথমে সালাম করে। *(আবূ দাউদ সহীহ সনদ যোগে, তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন হাদীসটি হাসান। এটি পরবর্তীতে ৮৬৩ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।)*

وَعَنْ أَبِي جُرَيٍّ الهُجَيْمِيِّ ﷺ ، قَالَ : أتيتُ رَسُول الله ﷺ ، فَقُلتُ : عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ : ((لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ المَوتَى)). رواه أَبُــو داود والترمــذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح)) ، وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِه.

৭/৮৬১। আবূ জুরাই হুজাইমী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বললাম, 'আলাইকাস সালাম' ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, 'আলাইকাস সালাম' বলো না। কেননা, 'আলাইকাস সালাম' হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদেরকে জানানো অভিবাদন বাক্য। *(আবূ দাউদ,তিরমিযী হাসান সহীহ, ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ হাদীসটি ৮০০ নম্বরে গত হয়েছে।)*

পরিচ্ছেদ - ১৩৩

সালামের বিভিন্ন আদব-কায়দা

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي ، وَالمَاشِي عَلَــى القَاعِدِ ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ)). متفقٌ عَلَيْه ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِي : ((وَالصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ)).

১/৮৬২। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আরোহী পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দেবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, ছোট বড়কে সালাম দেবে।

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بنِ عَجلاَنَ البَاهِلِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((إنَّ أَوْلَى النَّــاسِ بِالله مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلام)). رواه أَبُو داود بإسناد جيد .

ورواه الترمذي عَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ الله ، الرَّجُلاَنِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالــسَّلاَمِ ؟ قَالَ : ((أَوْلاَهُمَا بِالله تَعَالَى)). قَالَ الترمذي : ((هَذَا حديث حسن))

২/৮৬৩। আবূ উমামাহ সুদাই ইবনে আজলান বাহেলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর নিকটবর্তী সেই, যে লোকদেরকে প্রথমে সালাম করে। *(আবূ দাউদ উত্তম সূত্রে)*

তিরমিযীও আবূ উমামাহ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! দু'জনের সাক্ষাৎকালে তাদের মধ্যে কে প্রথমে সালাম দেবে? তিনি বললেন, যে মহান আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে। *(তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৩৪

দ্বিতীয়বার সত্বর সাক্ষাৎ হলেও পুনরায় সালাম দেওয়া মুস্তাহাব, যেমন কোথাও প্রবেশ করার পর বের হয়ে গিয়ে পুনরায় তৎক্ষণাৎ সেখানে প্রবেশ করলে কিম্বা দু'জনের মাঝে কোন গাছ তথা অনুরূপ কোন জিনিসের আড়াল হলে, তারপর আবার দেখা হলে পুনরায় সালাম দেওয়া মুস্তাহাব

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ فِي حَدِيثِ المُسِيءِ صَلاَتَهُ : أَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، فَقَالَ : ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮৬৪। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নামায ভুলকারীর হাদীসে এসেছে যে, সে ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, "ফিরে যাও, এবং নামায পড়। কেননা, তোমার নামায পড়া হয়নি।" কাজেই সে ফিরে গিয়ে আমার নামায পড়ল। তারপর পুনরায় এসে নবী ﷺ-কে সালাম দিল। এভাবে সে তিনবার করল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ ، أَوْ جِدَارٌ ، أَوْ حَجَرٌ ، ثُمَّ لَقِيَهُ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ)). رواه أَبو داود

২/৯৬৫। উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কেউ তার মুসলিম ভায়ের সাথে দেখা করবে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি তাদের দু'জনের মাঝে গাছ বা দেওয়াল অথবা পাথর আড়াল হয়, তারপর আবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে যেন আবার সালাম দেয়। *(আবূ দাঊদ)*

পরিচ্ছেদ - ১৩৫

নিজ গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম দেওয়া উত্তম

আল্লাহ বলেন,

{ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } [النور : ٦١]

অর্থাৎ, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। *(সূরা নূর ৬১ আয়াত)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا بُنَيَّ ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ ، فَسَلِّمْ ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১/৮৬৬। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বৎস! তোমার বাড়িতে যখন তুমি প্রবেশ করবে তখন সালাম দাও, তাহলে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য তা বর্কতময় হবে। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৩৬

শিশুদেরকে সালাম করা প্রসঙ্গে

عَن أَنَسٍ ﷺ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ৮৬৭। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি কতিপয় শিশুর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৩৭

(নারী-পুরুষের পারস্পরিক সালাম)

নিজ স্ত্রীকে স্বামীর সালাম দেওয়া, অনুরূপভাবে কোন পুরুষের তার 'মাহরাম' (যার সাথে বৈবাহিক-সম্পর্ক চিরতরে নিষিদ্ধ এমন) মহিলাকে সালাম দেওয়া, অনুরূপ ফিতনা-ফাসাদের আশংকা না থাকলে 'গায়র মাহরাম' (যার সাথে বৈবাহিক-সম্পর্ক কোন সময় বৈধ এমন) মহিলাদেরকে সালাম দেওয়া বৈধ। যেমন উক্ত মহিলাদেরও উক্ত পুরুষদেরকে ঐ শর্ত-সাপেক্ষে সালাম দেওয়া বৈধ।

عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ ــ وفي رواية : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ ــ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي القِدْرِ ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ ، وَانْصَرَفْنَا ، نُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا . رواه البخاري

১/৮৬৮। সাহল ইবনে সাদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক মহিলা ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে আমাদের একটি বুড়ি ছিল। সে বীট (কেটে) হাঁড়িতে রেখে তাতে কিছু যব দানা পিষে মিশ্রণ করত। অতঃপর আমরা যখন জুমআর নামায পড়ে ফিরে আসতাম, তখন তাকে সালাম দিতাম। আর সে আমাদের জন্য তা পেশ করত। *(বুখারী)*

وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ فَاخِتَةَ بنتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمْتُ ... وَذَكَرَت الحديث . رواه مسلم

১/৮৬৯। উম্মে হানী ফাখেতাহ বিন্তে আবী ত্বালেব (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাজির হলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন। ফাতেমা তাঁকে একটি কাপড় দিয়ে আড়াল করছিলেন। আমি (তাঁকে) সালাম দিলাম।--- অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أسماءَ بنتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَرّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن)) ، وهذا لفظ أَبِي داود .

ولفظ الترمذي : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْماً ، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بالتَّسْلِيمِ .

২/৮৭০। আসমা বিন্তে য়্যাযীদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ﷺ (আমাদের) একদল মহিলার নিকট অতিক্রম করার সময় আমাদেরকে সালাম দিলেন। *(আবু দাউদ)*

তিরমিযীর শব্দগুচ্ছ এরূপ ঃ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ অতিক্রম করছিলেন, মহিলাদের একটা দল বসেছিল, তিনি তাদেরকে হাতের ইঙ্গিতে সালাম দিলেন। *(এটি সহীহ নয়।)*

পরিচ্ছেদ - ১৩৮

অমুসলিমকে আগে সালাম দেওয়া হারাম এবং তাদের সালামের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি। কোন সভায় যদি মুসলিম-অমুসলিম সমবেত থাকে, তাহলে তাদের (মুসলিমদের)কে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَبْدَأُوا اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بالسَّلامِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ)). رواه مسلم

১/৮৭১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াহুদী-খৃষ্টানদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না। যখন পথিমধ্যে তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে পথের এক প্রান্ত দিয়ে যেতে বাধ্য করো। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ)) متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮৭২। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিতাবধারীরা (ইয়াহুদী, খৃষ্টানরা) যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা জবাবে বল 'ওয়া আলাইকুম'। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أُسَامَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ــ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ ــ واليَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم النبيُّ ﷺ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৮৭৩। উসামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এমন সভা অতিক্রম করেন, যার মধ্যে মুসলিম, মুশরিক (মূর্তিপূজক) ও ইয়াহুদীর সমাগম ছিল। নবী ﷺ তাদেরকে সালাম করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৩৯

সভা থেকে উঠে যাবার সময়ও সাথীদেরকে ত্যাগ করে যাবার পূর্বে সালাম দেওয়া উত্তম

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا انْتَهى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقّ مِنَ الآخِرَةِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/৮৭৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সভায় পৌঁছবে তখন সালাম দেবে। আর যখন সভা ছেড়ে চলে যাবে, তখনও সালাম দেবে। কেননা, প্রথম সালাম শেষ সালাম অপেক্ষা বেশী উত্তম নয়। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান হাদীস)*

পরিচ্ছেদ - ১৪০

বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণ ও তার আদব-কায়দা

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: ٢٧]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। *(সূরা নূর ২৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُم الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } [النور : ٥٩]

অর্থাৎ, তোমাদের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত (সর্বদা) অনুমতি প্রার্থনা করে। *(সূরা নূর ৫৯ আয়াত)*

عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَـكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮৭৫। আবূ মূসা আশ্আরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অনুমতি তিনবার নেওয়া চাই। যদি তোমাকে অনুমতি দেয় (তাহলে ভিতরে প্রবেশ করবে) নচেৎ ফিরে যাবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮৭৬। সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন দৃষ্টির কারণেই তো (প্রবেশ) অনুমতির বিধান করা হয়েছে। (অর্থাৎ, দৃষ্টি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ঐ নির্দেশ।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ رِبْعِيٍّ بنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُـوَ فِـي بَيت، فَقَالَ : أَأَلِجُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِخَادمه : ((أُخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاسْتِئذَانَ ، فَقُلْ لَهُ : قُلِ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟)) فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৩/৮৭৭। রিব্য়ী ইবনে হিরাশ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন বনু আমেরের একটা লোক আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, সে একদা নবী ﷺ-এর নিকট (প্রবেশ) অনুমতি চাইল। তখন তিনি বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং সে নিবেদন করল, আমি কি প্রবেশ করব?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় খাদেমকে বললেন, বাইরে গিয়ে এই লোকটিকে অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি শিখিয়ে দাও এবং তাকে বল, তুমি বল 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করব?' সুতরাং লোকটা ঐ কথা শুনতে পেয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করব?' অতঃপর নবী ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করল। *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

عَن كِلْدَةَ بنِ الحَنْبَلِ ﷺ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُل ؟)) رواه أَبو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৪/৮৭৮। কিল্‌দাহ ইবনে হাম্বাল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর কাছে বিনা সালামে প্রবেশ করলাম। নবী ﷺ বললেন, ফিরে যাও এবং বল, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি ভিতরে আসব কি?' *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১৪১

অনুমতি প্রার্থীর জন্য এটা সুন্নত যে, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কে? তখন সে নিজের পরিচিত নাম বা উপনাম ব্যক্ত করবে। আর উত্তরে 'আমি' বা অনুরূপ শব্দ বলা অপছন্দনীয়

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ فِي حَدِيثِهِ الْمَشْهُورِ فِي الإِسرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ثُمَّ صَعَدَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، ثُمَّ صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيل ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهِنَّ وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُ : جِبْرِيلُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮৭৯। আনাস ﷺ হতে মি'রাজ সম্পর্কিত তাঁর সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর জিবরীল ﷺ আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী (প্রথম) আসমানে চড়লেন এবং তার (দরজা) খোলার আবেদন করলেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে? জিবরীল বললেন, 'জিবরীল।' জিজ্ঞাসা করা হল 'আপনার সাথে কে?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ।' (এভাবে) তৃতীয়, চতুর্থ তথা বাকি সব আসমানে প্রত্যেক প্রবেশ-দ্বারে জিজ্ঞাসা করা হল 'আপনি কে?' আর জিবরীল উত্তর দিলেন, জিবরীল। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ القَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا ؟)) فَقُلْتُ : أَبُو ذَرٍّ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮৮০। আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি বের হলাম। হঠাৎ (দেখলাম,) রসূল ﷺ একাই পায়ে হেঁটে চলেছেন। আমি চাঁদের ছায়াতে চলতে লাগলাম। তিনি (পিছনে) ফিরে তাকালে আমাকে দেখে ফেললেন এবং বললেন, কে তুমি? আমি বললাম, আবূ যার্র। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ ، فَقَالَ :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

((مَنْ هذه ؟)) فَقُلتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ . متفقٌ عَلَيْه

৩/ ৮৮১। উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম, তখন তিনি গোসল করছিলেন। আর (তাঁর মেয়ে) ফাতেমা তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করছিলেন। সুতরাং তিনি বললেন, কে তুমি? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَقَقْتُ البَابَ ، فَقَالَ : ((مَنْ هَذَا ؟)) فَقُلتُ : أَنَــا ، فَقَالَ : ((أَنَا ، أَنَا !)) كَأَنَّهُ كَرِهَهَا)) . متفقٌ عَلَيْه

৪/৮৮২। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি বললেন, 'কে?' আমি বললাম, 'আমি।' তিনি বললেন, 'আমি, আমি।' যেন তিনি কথাটিকে অপছন্দ করলেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৪২

যে হাঁচি দিবে সে আলহামদু লিল্লাহ বললে তার উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব। নচেৎ তা অপছন্দনীয়। হাঁচির উত্তর দেওয়া, হাঁচি ও হাই তোলা সম্পর্কিত আদব-কায়দা

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَــاؤُبَ ، فَــإذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى كَانَ حَقّاً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَــاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ)). رواه البخاري

১/৮৮৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হাঁচি ভালবাসেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন হাঁচবে এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়বে তখন প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতার উচিত হবে যে, সে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর হাই তোলার ব্যাপারটা এই যে, তা হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে (আলস্য ও ক্লান্তির লক্ষণ)। অতএব কেউ যখন হাই তুলবে তখন সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে। কেননা, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসে। *(বুখারী)*

وَعَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلحَمْدُ للهِ ، وَلْيَقُــلْ لَــهُ أَخُــوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهِ. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)). رواه البخاري

২/৮৮৪। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচবে তখন সে যেন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহ।' (তা শুনে) তার ভাই বা সাথীর বলা উচিত, 'য়্যারহামুকাল্লাহ।' সুতরাং যখন জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবে, তখন যে (হাঁচি দিয়েছে) সে বলবে, 'য়্যাহদীকুমুকাল্লাহু অ য়ুসলিহু বালাকুম।' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সুপথ দেখান ও তোমাদের অন্তর সংশোধন করে দেন।) *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ)). رواه مسلم

৩/৮৮৫। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন তোমাদের কেউ হাঁচবে এবং 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, তখন তার উত্তর দাও। যদি সে 'আলহামদুলিল্লাহ' না বলে, তাহলে তার উত্তর দিয়ো না। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ : عَطَسَ فُلاَنٌ فَشَمَّتَّهُ ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي ؟ فَقَالَ : ((هَذَا حَمِدَ اللهَ ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৮৮৬। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, দু'জন লোক নবী ﷺ-এর নিকটে হাঁচল। তিনি তাদের মধ্যে একজনের উত্তর দিলেন। আর দ্বিতীয় জনের উত্তর দিলেন না। যে ব্যক্তির উত্তর দিলেন না সে বলল, অমুক ব্যক্তি হাঁচল তো তার উত্তর দিলেন, আর আমি হাঁচলাম, কিন্তু আপনি আমার উত্তর দিলেন না? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়েছে। আর তুমি 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়নি তাই। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ ، وَخَفَضَ - أَوْ غَضَّ - بِهَا صَوْتَهُ. شك الراوي. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

৫/৮৮৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন হাঁচতেন তখন নিজ হাত অথবা কাপড় মুখে রাখতেন এবং তার মাধ্যমে শব্দ কম করতেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ ، فَيَقُولُ : ((يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৬/৮৮৮। আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে কৃত্রিমভাবে হাঁচতো এই আশায় যে, তিনি তাদের জন্য 'য়্যারহামুকাল্লাহ' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন) বলবেন। কিন্তু তিনি (তাদের হাঁচির জবাবে) বলতেন, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহু অয়্যুসলিহু বালাকুম' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথগামী করুন ও তোমাদের অন্তরসমূহকে সংশোধন করে দেন।) *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)). رواه مسلم

৭/৮৮৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাই তুলবে, তখন সে যেন আপন হাত দিয়ে নিজ মুখ চেপে ধরে রাখে। কেননা, শয়তান (মুখে) প্রবেশ করে থাকে। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৪৩

(সাক্ষাৎকালীন আদব)

সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করা, হাসিমুখ হওয়া, সৎ ব্যক্তির হাত চুমা, নিজ সন্তানকে স্নেহভরে চুমা দেওয়া, সফর থেকে আগত ব্যক্তির সাথে মুআনাকা (কোলাকুলি) করা মুস্তাহাব। আর (কারোর সম্মানার্থে) সামনে মাথা নত করা মাকরূহ।

عَن أَبِي الخَطَّابِ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لأَنَسٍ : أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُول اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ . رواه البخاري

১/৮৯০। আবূল খাত্ত্বাব ক্বাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে কি মুসাফাহা (করমর্দন) করার প্রথা ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ اليَمَنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ)). وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২/৮৯১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন ইয়ামানবাসীরা আগমন করল তখন রসূল ﷺ বলে উঠলেন, "ইয়ামানবাসীরা তোমাদের নিকট আগমন করেছে।" (আনাস বলেন,) এরাই সর্বপ্রথম মুসাফাহা আনয়ন করেছিল। *(আবূ দাউদ-বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْ البَرَاءِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا)). رواه أَبُو داود

৩/৮৯২। বারা' ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'জন মুসলমান সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করলেই একে অপর থেকে পৃথক হবার পূর্বেই তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেওয়া হয়। *(আবূ দাউদ)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ، أَوْ صَدِيقَهُ، أَيَنحَنِي لَهُ؟ قَالَ : ((لاَ)) . قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : ((لاَ)) قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৪/৮৯৩। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটা লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্য থেকে কোন লোক তার ভায়ের সাথে কিম্বা তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে তার সামনে কি মাথা নত করবে? তিনি বললেন, না। সে বলল, তাহলে কি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমা দিবে? তিনি বললেন, না। সে বলল, তাহলে কি তার হাত ধরে তার সঙ্গে মুসাফা করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। *(তিরমিযী-হাসান)*

৫/৮৯৪। (এ নম্বরের হাদীসটি দুর্বল।)

৬/৮৯৫। (এ নম্বরের হাদীসটি দুর্বল।)

৭/৮৯৬। (এ নম্বরের হাদীসটি দুর্বল।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُول اللهِ ﷺ : ((لاَ تَحقِرَنَّ مِنَ الْمَعرُوف شَـيْئاً ، وَلَـوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ)). رواه مسلم

৮/৮৯৭। আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, কোন পুণ্য কাজকে তুমি অবশ্যই তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎ করার পুণ্যই হোক না কেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، فَقَالَ الأَقْرَعُ بـنُ حَابِسٍ : إنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدَاً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ لاَ يَـرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ !)). متفقٌ عَلَيْه

৯/৮৯৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে চুম্বন দিলেন। (তা দেখে) আক্বরা' ইবনে হাবেস বলে উঠল। আমার তো দশটি সন্তান আছে, তাদের মধ্যে কাউকে আমি চুমা দিইনি। (তা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোগী দর্শন, জানাযায় অংশগ্রহণ, জানাযার নামায পড়া, মৃতের দাফন কাজে যোগদান করা এবং দাফন শেষ হওয়ার পর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করা প্রসঙ্গে

পরিচ্ছেদ - ১৪৪

রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করার মাহাত্ম্য

عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بعِيَادَةِ الْمَـرِيضِ ، وَاتِّبَـاعِ الجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ . متفقٌ عَلَيْه

১/৮৯৯। বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, কেউ হাঁচলে তার জবাব দেওয়া, কসমকারীর কসম পুরা করা, অত্যাচারিতের সাহায্য করা, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ও সালাম প্রচার করার আদেশ দিয়েছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ)). متفقٌ عَلَيْه

২/৯০০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক মুসলমানের অধিকার অপর মুসলমানের উপর পাঁচটি ঃ সালামের জবাব দেওয়া, রুগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচলে তার জবাব দেওয়া। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ ! يَا ابْنَ آدَمَ ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ! يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِه ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي !)) رواه مسلم

৩/৯০১। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে প্রভু! কিভাবে আমি আপনাকে দেখতে যাব আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে খাবার দেব, আপনি তো সারা জাহানের প্রভু? আল্লাহ বলবেন, তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল কিন্তু তাকে তুমি খাবার দাওনি? তোমার কি জানা ছিল না যে, যদি তাকে খাবার দিতে তাহলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানি পান করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! আপনাকে কিরূপে পানি পান করাবো, আপনি তো সমগ্র জগতের প্রভু? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে পান করাতে তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে? *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عُودُوا المَرِيضَ ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ ، وَفُكُّوا العَانِي)). رواه البخاري

৪/৯০২। আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রুগী দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর। *(বুখারী)*

وَعَنْ ثَوبَانَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ)). قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ ؟ قَالَ : ((جَنَاهَا)). رواه مسلم

৫/৯০৩। সওবান ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম যখন তার অন্য কোন মুসলিম ভায়ের রোগ জিজ্ঞাসা করতে যায়, সে না ফিরা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে সর্বদা অবস্থান করে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! খুরফাহ কি? তিনি বললেন, জান্নাতের ফল-পাড়া। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

৬/৯০৪। আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলিম অন্য কোন (অসুস্থ) মুসলিমকে সকাল বেলায় কুশল জিজ্ঞাসা করতে যাবে তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা কল্যাণ কামনা করবেন। আর যদি সে সন্ধ্যা বেলায় তাকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে যায় তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা তার মঙ্গল কামনা করে। আর তার জন্য জান্নাতের মধ্যে পাড়া ফল নির্ধারিত হবে। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ : ((أَسْلِمْ)) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ : أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ ، فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَهُوَ يَقُولُ : ((اَلحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ)). رواه البخاري

৭/৯০৫। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ইয়াহুদী বালক নবী ﷺ-এর সেবা করত। হঠাৎ, সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। নবী ﷺ তার রোগ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে তার নিকট গেলেন এবং তার শিয়রে বসে তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তার পিতার দিকে তাকালে - তার পিতা সেখানেই উপস্থিত ছিল - সে বলল, 'আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও। সুতরাং সে বালকটি ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর নবী ﷺ এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে চলে গেলেন যে, সেই মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি ওকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ১৪৫

অসুস্থ মানুষের জন্য যে সব দুআ বলা হয়

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُصْبُعِهِ هكَذا – وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة الرَّاوي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا – وَقَالَ: ((بِسمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯০৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, যখন কোন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট নিজের কোন অসুস্থতার অভিযোগ করত অথবা (তার দেহে) কোন ফোঁড়া কিম্বা ক্ষত হত তখন নবী ﷺ নিজ আঙ্গুল নিয়ে এ রকম করতেন। (হাদীসের রাবী) সুফ্য়ান তাঁর শাহাদত আঙ্গুলটিকে যমীনের উপর রাখার পর উঠালেন। (অর্থাৎ, তিনি এভাবে মাটি লাগাতেন।) অতঃপর দুআটি পড়তেন ঃ 'বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরয়িনা, বিরীক্বাতি বা'য়িনা, য়্যুশফা বিহী সাক্বীমুনা, বিইযনি রাব্বিনা।' অর্থাৎ, আল্লাহর নামের সঙ্গে আমাদের যমীনের মাটি এবং আমাদের কিছু লোকের থুথু মিশ্রিত করে (ফোঁড়াতে) লাগালাম। আমাদের প্রতিপালকের আদেশে এর দ্বারা আমাদের রুগী সুস্থতা লাভ করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْها : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِه يَمْسَحُ بِيدِه اليُمْنَى ، وَيَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ البَأْسَ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً)). متفقٌ عَلَيْه

২/৯০৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ আপন পরিবারের কোন রোগীদর্শন করার সময় নিজের ডান হাত তার ব্যথার স্থানে ফিরাতেন এবং এ দুআটি পড়তেন, "আযহিবিল বা'স, রাব্বান্না-স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উক, শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তোমারই আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল করে দেয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ اللهُ : أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ البَأْسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً)). رواه البخاري

৩/৯০৮। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি সাবেত (রাহিমাহুল্লাহ)কে বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করব না? সাবেত বললেন, অবশ্যই। আনাস ﷺ এই দুআ পড়লেন, "আল্লাহুম্মা রাব্বান্না-স, মুযহিবাল বা'স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা শা-ফিয়া ইল্লা আন্ত, শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তুমি ছাড়া আরোগ্যকারী আর কেউ নেই। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল করে দেয়। *(বুখারী)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً ، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً ، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً)). رواه مسلم

৪/৯০৯। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমার অসুস্থ অবস্থায়) আমাকে দেখা করতে এসে বললেন, হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্ত কর, হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্ত কর। হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্ত কর। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ عُثمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ ﷺ : أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ : بِسمِ اللهِ ثَلاثاً ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّات : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)). رواه مسلم

৫/৯১০। আবূ আব্দুল্লাহ উসমান ইবনে আবুল আ'স ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐ ব্যথার অভিযোগ করলেন যা তিনি তার দেহে অনুভব করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন যে, তুমি তোমার দেহের ব্যথিত স্থানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' এবং সাতবার 'আউযু বিইযযাতিল্লাহি অক্বুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু অউহাযিরু' বল। অর্থাৎ, আল্লাহর ইজ্জত এবং কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করছি, সেই মন্দ থেকে যা আমি পাচ্ছি এবং যা থেকে আমি ভয় করছি। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ ، رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ ، أَنْ يَشْفِيَكَ ، إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ : ((حديث حسن)) ، وَقَالَ الحاكم : ((حديث صحيح عَلَى شرط البخاري))

৬/৯১১। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন রুগ্ন মানুষকে সাক্ষাৎ করবে যার এখন মরার সময় উপস্থিত হয়নি এবং তার নিকট সাতবার এই দুআটি বলবে, 'আসআলুল্লাহাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আঁই য়্যাশফিয়াক' (অর্থাৎ, আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি।) আল্লাহ তাকে সে রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সূত্রে, হাকেম, বুখারীর শর্তে সহীহ সূত্রে)*

وَعَنْه: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُوْدُهُ ، قَالَ: ((لاَ بَأسَ ؛ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ)). رواه البخاري

৭/৯১২। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এক পীড়িত বেদুঈনের সাক্ষাতে গেলেন। আর নবী ﷺ যে রোগীকেই সাক্ষাৎ করতে যেতেন, তাকে বলতেন, 'লা-বা'স, ত্বাহুরুন ইনশাআল্লাহ।' অর্থাৎ, কোন ক্ষতি নেই, (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে ইন শাআল্লাহ। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ : أَنَّ جبريلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) قَالَ : بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، اللهُ يَشْفِيكَ ، بِسمِ اللهِ أُرقِيكَ . رواه مسلم

৮/৯১৩। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, জিবরীল নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরীল তখন এই দুআটি পড়লেন,

'বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'যীক, অমিন শার্রি কুল্লি নাফসিন আউ আইনি হা-সিদ, আল্লা-হু য়্যাশফীক, বিসমিল্লা-হি আরক্বীক।'

অর্থাৎ,আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري وأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ ، أَنّه قَالَ : ((مَنْ قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ ، فَقَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ . وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، قَالَ : يَقُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِي لاَ شَرِيكَ لِي . وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا لِيَ المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ . وَإِذَا قَالَ : لاَ إله إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ، قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِي)) وَكَانَ يقُولُ: ((مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৯/৯১৪। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ এবং আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকবার' (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়) বলে, আল্লাহ তার সত্যায়ন ক'রে বলেন, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি সবচেয়ে বড়।

আর যখন সে বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ' (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই), তখন আল্লাহ বলেন, আমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আমি একক, আমার কোন অংশী নেই।

আর যখন সে বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্‌দ' (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁরই এবং তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা), তখন আল্লাহ বলেন, আমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা আমারই এবং আমারই যাবতীয় প্রশংসা।

আর যখন সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার বা নড়া-সরার শক্তি নেই), তখন আল্লাহ বলেন, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমার প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার বা নড়া-সরার শক্তি নেই।

নবী ﷺ বলতেন, যে ব্যক্তি তার পীড়িত অবস্থায় এটি পড়ে মারা যাবে, জাহান্নামের আগুন তাকে খাবে না। (অর্থাৎ, সে জাহান্নামে যাবে না।) *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ১৪৬

রোগীর বাড়ির লোককে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উত্তম

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَبَا الحَسَنِ ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئاً . رواه البخاري

১/৯১৫। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আলী ইবনে আবী ত্বালেব ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে তাঁর সেই অসুস্থ অবস্থায় বের হলেন, যাতে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। অতঃপর লোকেরা বলল, হে হাসানের পিতা! রাসূলুল্লাহ ﷺ **কি অবস্থায় সকাল করলেন?** তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ, তিনি ভাল অবস্থায় সকাল করলেন। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৪৭

জীবন থেকে নিরাশ হওয়ার সময়ে দুআ

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ ، يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي ، وأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯১৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এই দুআ বলতে শুনেছি, যখন তিনি (তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে) আমার উপর ঠেস লাগিয়ে ছিলেন, 'আল্লা-হুম্মাগফিরলী অরহামনী অ আলহিক্বনী বির্রাফীক্বিল আ'লা।' অর্থাৎ, আল্লাহ গো! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান সাথীর সাথে মিলিত কর। *(বুখারী-মুসলিম)*

২/৯১৭। (এ স্থলে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

পরিচ্ছেদ - ১৪৮

পীড়িতের পরিবার এবং তার সেবাকারীদেরকে পীড়িতের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং সে ক্ষেত্রে কষ্ট বরণ করা ও তার পক্ষ থেকে উদ্ভূত বিরক্তিকর পরিস্থিতে ধৈর্য ধারণ করার জন্য উপদেশ প্রদান। অনুরূপভাবে কোন ইসলামী দন্ডবিধি প্রয়োগজনিত কারণে যার মৃত্যু আসন্ন, তার সাথেও সদ্ব্যবহার করার উপর তাকীদ।

عَنْ عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَت النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا)) فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَت ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . رواه مسلم

৩/৯১৮। ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়েছিল। সে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি শাস্তি পাওয়ার যোগ্যা, সুতরাং আপনি আমাকে শাস্তি দিন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অভিভাবককে ডেকে বললেন, **এর সাথে সদ্ব্যবহার কর।** অতঃপর সে যখন সন্তান ভূমিষ্ট করবে তখন একে আমার নিকট নিয়ে আসবে। সে তাই করল। নবী ﷺ তার উপর তার কাপড়খানি মযবুত করে বাঁধার আদেশ করলেন। অতঃপর তাকে নবী ﷺ-এর আদেশক্রমে পাথর মেরে শেষ করে দেওয়া হল। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ১৪৯

রুগ্ন ব্যক্তির জন্য 'আমার যন্ত্রণা হচ্ছে' অথবা 'আমার প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে' কিম্বা 'আমার জ্বর হয়েছে' কিম্বা 'হায়! আমার মাথা গেল' ইত্যাদি বলা জায়েয; যদি তা আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য না হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ ، فَمَسستُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكاً شَدِيداً ، فَقَالَ : ((أجَلْ ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯১৯। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম যখন তাঁর জ্বর হয়েছিল। অতঃপর আমি তাঁকে স্পর্শ করে বললাম, আপনার প্রচন্ড জ্বর এসেছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, **তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর হয়**। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي .. وذَكر الحديث . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৯২০। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ বলেন, **আমার (দৈহিক) যন্ত্রণা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাওয়ার** কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমি বললাম, আমার কি অবস্থা আপনি তা দেখছেন এবং আমি একজন ধনবান মানুষ? আর আমার উত্তরাধিকারী আমার একমাত্র কন্যা।--- অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : وَارَأْسَاهُ ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((بَلْ أَنَا ، وَارَأْسَاهُ !)) ... وذكر الحديث . رواه البخاري

৩/৯২১। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, একদা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, হায়! আমার মাথার ব্যথা। নবী ﷺ বললেন, বরং **হায়! আমার মাথার ব্যথা!** (অর্থাৎ, আমার মাথাতেও প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে।) *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ১৫০

মুমূর্ষ ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ)). رواه أَبُو داود والحاكم ، وَقَالَ : ((صحيح الإسناد))

১/৯২২। মুআয ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে (অর্থাৎ এই কলেমা পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(আবূ দাউদ, হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন।)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ)). رواه مسلم

২/৯২৩। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্মরণ করিয়ে দাও। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৫১

মৃতের চোখ বন্ধ করার পর দুআ

عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ((إنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ ، تَبِعَهُ البَصَرُ)) فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِه ، فَقَالَ : ((لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)) ثُمَّ قَالَ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَة ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِه فِي الغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِه ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيه)). رواه مسلم

১/৯২৪। উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ সালামার নিকট গেলেন। তখন তাঁর (আত্মা বের হওয়ার পর) চোখ খোলা ছিল। নবী ﷺ তা বন্ধ করার পর বললেন, যখন (কারো) প্রাণ নিয়ে নেওয়া হয়, তখন চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। (এ কথা শুনে) তাঁর পরিবারের কিছু লোক চিল্লিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। নবী ﷺ বললেন, তোমরা নিজেদের আত্মার জন্য মঙ্গলেরই দুআ কর। কেননা, ফিরিশ্তাবর্গ তোমাদের কথার উপর 'আমীন' বলেন। অতঃপর তিনি এই দুআ বললেন,

'আল্লা-হুম্মাগফির লি আবী সালামাহ, **(এখানে মৃতের নাম নিতে হবে)** অরফা' দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়্যীন, অখ্লুফহু ফী আক্বিবিহী ফিল গা-বিরীন, অগফির লানা অলাহু ইয়া রাব্বাল আ-লামীন, অফ্সাহ লাহু ফী ক্বাবরিহী অ নাউবিরলাহু ফীহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি (অমুককে) মাফ করে দাও এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের দলে ওর মর্যাদা উন্নত কর, অবশিষ্টদের মধ্যে ওর পশ্চাতে ওর উত্তরাধিকারী দাও। আমাদেরকে এবং ওকে মার্জনা করে দাও হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! ওর কবরকে প্রশস্ত করো এবং ওর জন্য কবরকে আলোকিত করো। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৫২

মৃতের নিকট কি বলা যাবে?
এবং মৃতের পরিজনরা কি বলবে?

عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ أَو المَيِّتَ ، فَقُولُوا خَيْراً ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)) ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ : ((قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً)). فَقُلْتُ ، فَأَعْقَبَنِيَ اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ : مُحَمَّداً ﷺ . رواه مسلم

১/৯২৫। উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পীড়িত অথবা মৃতের নিকট উপস্থিত হলে ভাল কথা বল। কেননা, ফিরিশ্তারা তোমাদের কথায় 'আমীন' বলেন। (উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, অতঃপর যখন আবূ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সালামাহ মারা গেলেন তখন আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবূ সালামাহ মারা গেছেন। (সুতরাং আমি এখন কি বলব?) তিনি বললেন, তুমি এই দুআ বল, 'আল্লাহুম্মাগফির লী অলাহু, অআ'ক্বিবনী মিনহু উক্ববা হাসানাহ।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও তাঁকে মার্জনা কর এবং আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান কর। সুতরাং আমি তা বললাম, ফলে মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রদান করলেন। *(মুসলিম)*

(মুসলিম 'পীড়িত অথবা মৃত' সন্দেহের সাথে বর্ণনা করেছেন। আর আবূ দাউদ প্রমুখ বিনা সন্দেহে 'মৃতের নিকট উপস্থিত' হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।)

وَعَنْها ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يقول : ((مَا مِنْ عَبْدٍ تُصيبُهُ مُصِيبَةٌ ، فَيَقُولُ : إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيراً مِنْهَا ، إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا)). قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَة قُلتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْراً مِنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ . رواه مسلم

২/৯২৬। উক্ত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে বান্দা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় এই দুআ বলবে,

'ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন, আল্লা-হুম্মা'জুরনী ফী মুসীবাতী অখ্লুফলী খাইরাম মিনহা।' (যার অর্থ, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার এই বিপদে প্রতিদান দাও এবং তার জায়গায় উত্তম বিনিময় প্রদান কর।)

আল্লাহ তাকে তার বিপদে প্রতিদান ও তার জায়গায় উত্তম বিনিময় দান করবেন।

উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, যখন আবূ সালামাহ মারা গেলেন তখন আমি সেইরূপ বললাম যেরূপ বলার আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দিয়েছিলেন। সুতরাং আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (স্বামীরূপে) প্রদান করলেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِه: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِه ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي الجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

৩/৯২৭। আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় আল্লাহ ফেরেশ্তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ নিয়েছ? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ বলেন, তোমরা তার অন্তরের ফল কেড়ে নিয়েছ? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বলেন, আমার বান্দা কি বলল? তাঁরা উত্তরে বলেন, সে তোমার প্রশংসা করল এবং 'ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন' পড়ল। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ প্রসংশার ঘর। *(তিরমিযী, হাসান)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : مَا لِعَبْدِي الْمُؤمِن عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْل الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةَ)). رواه البخاري

৪/৯২৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, যখন আমি আমার বান্দার পছন্দনীয় পার্থিব জিনিসকে কেড়ে নিই, অতঃপর সে (তাতে) সওয়াবের আশা রাখে, তখন তার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া অন্য কোন বিনিময় নেই। *(বুখারী)*

وَعَنْ أُسَامَةَ بن زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَرْسَلَتْ إِحْدى بَنَات النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْه تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا – أَوْ ابْناً – فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ : ((ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهِ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمّى ، فَمُرْهَا ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ)) ... وذكر تمام الحديث . متفقٌ عَلَيْه

৫/৯২৯। উসামাহ ইবনে যায়দ ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যা তাঁকে ডাকার জন্য এবং এ সংবাদ দেওয়ার জন্য দূত পাঠালেন যে, তাঁর শিশু অথবা পুত্র মরণাপন্ন। অতঃপর তিনি দূতকে বললেন, তুমি তার নিকট ফিরে গিয়ে বল, তা আল্লাহরই যা তিনি নিয়েছেন এবং যা কিছু দিয়েছেন, তাও তাঁরই। আর তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। অতএব তাকে বল, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং নেকীর আশা রাখে। --- অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৫৩

মৃতের জন্য মাতমবিহীন কান্না বৈধ

মাতম করা হারাম। (এ বিষয়ে নিষিদ্ধ বস্তু অধ্যায়ে এক পরিচ্ছেদ আসবে ইনশা আল্লাহ তাআলা।) কাঁদা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "মৃতকে তার পরিবার-পরিজনদের কাঁদার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়" তার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কাঁদার অসিয়ত করে মারা যাবে। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র সেই কান্না নিষিদ্ধ, যাতে মৃতের প্রশংসা করা হয় অথবা মাতম করা হয়। আর প্রশংসা ও মাতমবিহীন কান্নার বৈধতার ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে; তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَمَعَهُ عَبدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوفٍ، وَسَعدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﷺ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَكَوْا ، فَقَالَ : ((أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَينِ ، وَلاَ بِحُزنِ القَلبِ ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ)). وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِه . متفقٌ عَلَيْه

১/৯৩০। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে উবাদার সাক্ষাতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এর কাঁদা দেখে লোকেরাও কাঁদতে আরম্ভ করল। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না যে, আল্লাহ চোখের অশ্রু এবং অন্তরের দুঃখের উপর শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।" সেই সাথে তিনি নিজের জিভের দিকে ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أُسَامَةَ بن زَيد رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْه ابنُ ابْنَته وَهُوَ في المَوت ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُول اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ سَعدٌ : مَا هَذَا يَا رَسُول اللهِ ؟! قَالَ : ((هَذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى في قُلُوب عبَاده ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ منْ عبَاده الرُّحَمَاءَ)). متفقٌ عَلَيْه

২/৯৩১। উসামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর নাতিকে তার মুমূর্ষ অবস্থায় নিয়ে আসা হল। (ওকে দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ কি? তিনি বললেন, এটা রহমত (দয়া); যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَس ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ابْنه إبْرَاهيمَ ﷺ ، وَهُوَ يَجُودُ بنَفسه ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُول اللهِ ﷺ تَذْرفَان . فَقَالَ لَهُ عَبدُ الرَّحمَان بنُ عَوف : وَأَنتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! فَقَالَ : ((يَا ابْنَ عَوْف إِنَّهَا رَحْمَةٌ)) ثُمَّ أَتْبَعَهَا بأُخْرَى ، فَقَالَ : ((إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ والقَلبُ يَحْزنُ ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضي رَبَّنَا ، وَإِنَّا لفرَاقكَ يَا إبرَاهيمُ لَمَحزُونُونَ)). رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه.

৩/৯৩২। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের নিকট গেলেন, যখন সে মারা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগল। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাঁকে বললেন, আপনিও (কাঁদছেন)? হে আল্লাহর রসূল! তিনি ﷺ বললেন, হে আওফের পুত্র! এটা দয়া। অতঃপর দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, চোখ অশ্রুপাত করছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে। আমরা সে কথাই বলব, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। আর হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিরহে দুঃখিত। *(বুখারী, মুসলিম কিছু অংশ)*

এ বিষয়ে আরো অনেক প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস রয়েছে।

পরিচ্ছেদ - ১৫৪

মৃতের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা নিষেধ

وَعَنْ أَبي رَافعٍ أَسلَمَ مَولَى رَسُول اللهِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ غَسَّلَ مَيتاً فَكَتَمَ عَلَيْه ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أربَعينَ مَرَّة)). رواه الحاكم ، وَقَالَ : صحيح عَلَى شرط مسلم

১/৯৩৩। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস আবূ রাফে আসলাম ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেবে এবং তার দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করবেন। *(হাকেম, মুসলিমের শর্তে সহীহ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৫৫

জানাযার নামায পড়া, জানাযার সাথে যাওয়া, তাকে কবরস্থ করার কাজে অংশ নেওয়ার মাহাত্ম্য এবং জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ، فَلَهُ قِيراطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ)) قِيلَ : وَمَا القِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : ((مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৩৪। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়া পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক ক্বীরাত্ব সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দুই ক্বীরাত সওয়াব রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হল, দুই ক্বীরাতের পরিমাণ কতটুকু? তিনি বললেন, দুই বড় পাহাড়ের সমান। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفرَغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيراطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ)). رواه البخاري

২/৯৩৫। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহর প্রতি) বিশ্বাস রেখে এবং নেকীর আশা রেখে কোন মুসলমানের জানাযার সাথে যাবে এবং তার জানাযার নামায পড়া এবং তাকে দাফন করা পর্যন্ত তার সাথে থাকবে, সে দু' ক্বীরাত্ব সওয়াব নিয়ে (বাড়ি) ফিরবে। এক ক্বীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে মৃতকে সমাধিস্থ করার পূর্বেই ফিরে আসবে, সে এক কীরাত্ব সওয়াব নিয়ে (বাড়ি) ফিরবে। *(বুখারী)*

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . متفقٌ عَلَيْهِ .

ومعناه : وَلَمْ يُشَدَّدْ فِي النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ فِي المُحَرَّمَاتِ .

৩/৯৩৬। উম্মে আত্বিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু (এ ব্যাপারে) আমাদের উপর জোর দেওয়া হয়নি। *(বুখারী-মুসলিম)*

এর অর্থ হল, যেমন অন্যান্য হারাম কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, তেমন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি।

পরিচ্ছেদ - ১৫৬

জানাযায় নামাযীর সংখ্যা বেশি হওয়া এবং তাদের তিন অথবা ততোধিক কাতার করা উত্তম

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ مَيتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/৯৩৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মৃতের জানাযার নামায একটি বড় জামাআত পড়ে, যারা সংখ্যায় একশ' জন পৌঁছে এবং সকলেই তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করে, তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقومُ عَلَى جَنَازَتِه أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً، إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ)). رواه مسلم

২/৯৩৮। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলমান মারা যাবে এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক নামায পড়বে, যারা আল্লাহর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করে না, আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ مَرثَدِ بنِ عَبدِ اللهِ اليَزَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بنُ هُبَيْرَةَ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ ، فَتَقَالَّ النَّاس عَلَيْهَا ، جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

৩/৯৩৯। মারষাদ ইবনে আব্দুল্লাহ য়্যাযানী বলেন, মালেক ইবনে হুবাইরাহ ﷺ যখন (কারো) জানাযার নামায পড়তেন এবং লোকের সংখ্যা কম বুঝতে পারতেন, তখন তিনি তাদেরকে তিন কাতারে বন্টন করতেন। তারপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন কাতার (লোক) যার জানাযা পড়ল, সে (জান্নাত) ওয়াজেব করে নিল। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ১৫৭

জানাযার নামাযে যে সব দুআ পড়া হয়

জানাযার নামাযে চার তকবীর বলবে। প্রথম তকবীরের পর 'আউযু বিল্লাহ' পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয় তকবীর বলে নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পড়বে। বলবে, 'আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদ, অআলা আ-লি মুহাম্মাদ।' উত্তম হল 'কামা স্বাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' পর্যন্ত পুরো পড়া। অধিকাংশ সাধারণ লোকের মত শুধু (সূরা আহযাবের ৫৬নং) এই আয়াতটি 'ইন্নাল্লাহা অমালাইকাতাহু ইউসাল্লূনা আলান নাবী' যেন না পড়ে। কারণ, এইটুকু পড়েই যথেষ্ট করলে নামায শুদ্ধ হবে না।

অতঃপর তৃতীয় তকবীর বলে মৃতের এবং সকল মুসলমানের জন্য যে সমস্ত দুআ পড়বে সে সম্পর্কিত একাধিক হাদীস আমি পরবর্তীতে বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহ তাআলা। পুনরায় চতুর্থ তকবীর বলবে এবং দুআ করবে। এখানে সর্বোত্তম দুআর মধ্যে এটি একটি, 'আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তাফতিন্না বা'দাহ, অগফির লানা অ লাহ।'

চতুর্থ তকবীরের পর লম্বা দুআ করা পছন্দনীয়, অথচ অধিকাংশ লোকের এর বিপরীত অভ্যাস রয়েছে। এ ব্যাপারে ইবনে আবী আওফা ﷺ হতে প্রমাণিত আছে, যা পরবর্তীতে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ তাআলা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পক্ষান্তরে তৃতীয় তকবীরের পর যে দুআগুলি প্রমাণিত আছে তার মধ্যে কিছু নিম্নরূপ ঃ-

عَن أَبِي عَبد الرَّحمَان عَوف بن مَالك ﷺ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى جَنازَة ، فَحَفظْتُ مِنْ دُعَائِه ، وَهُوَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِه وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ ، وَنَقِّه مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس ، وَأَبدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِه ، وَأَهْلاً خَيراً مِنْ أَهْلِه ، وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِه ، وَأَدْخِلهُ الجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ)). حَتَّى تَمَنَّيتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّت . رواه مسلم

১/৯৪০। আবূ আব্দুর রহমান আওফ ইবনে মালেক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জানাযায় নামায পড়লেন। আমি তাঁর দুআ মুখস্থ করে ফেললাম। সে দুআ হল এই ঃ-

'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআ-ফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মুদখালাহু, অগ্সিলহু বিলমা-ই অষ্ষালজি অল-বারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাত্বায়্যা কামা নাক্কাইতাষ ষাউবাল আবয়্যায়্যা মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আইয্হু মিন আযা-বিল ক্বাবরি অমিন আযা-বিন্নার।'

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানী সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। ওকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে এমন পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও দোযখের আযাব থেকে রেহাই দাও।

(বর্ণনাকারী সাহাবী আউফ বিন মালেক ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে যখন এই দুআ বলতে শুনলাম) তখন আমি এই কামনা করলাম যে, যদি আমি এই মাইয়্যেত হতাম! *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي إِبرَاهِيمَ الأَشهَلِي، عَنْ أَبِيه – وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَة ، فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدنَا وَغَائِبنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِه عَلَى الإِسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ عَلَى الإِيمَان ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعدَهُ)) رواه الترمذي من رواية أَبِي هُرَيرَةَ والأشهلي . ورواه أَبُو داود من رواية أَبِي هُرَيرَةَ وأبي قتادة . قَالَ الحاكم : ((حديث أَبِي هُرَيرَةَ صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم)) ، قَالَ الترمذي : ((قَالَ البخاري : أَصَحُّ رواياتِ هَذَا الحديث رواية الأَشْهَلِيِّ، قَالَ البخاري : وأصح شيء في هَذَا الباب حديث عَوْف ابن مَالك))

২/৯৪১, ৩/৯৪২, ৪/৯৪৩। আবূ হুরাইরা ﷺ আবূ কাতাদাহ ﷺ এবং আবূ ইব্রাহীম আশহালী ﷺতাঁর পিতা হতে যিনি সাহাবী ছিলেন বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এক জানাযার নামায পড়ার সময় এই দুআ পড়লেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

'আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অমাইয়িতিনা অস্বাগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনষা-না অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা, আল্লা-হুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহ, অলা তাফতিন্না বা'দাহ।'

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারী, উপস্থিত ও অনুপস্থিতকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দিবে তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না। *(তিরমিযী আবূ হুরাইরা ও আশহালী হতে, আবূ দাউদ আবূ হুরাইরা ও আবূ ক্বাতাদাহ হতে। হাকেম বলেছেন, আবূ হুরাইরার হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। তিরমিযী বলেন, বুখারী বলেছেন, এ হাদীসের সবচেয়ে সহীহ বর্ণনা হল আশহালীর বর্ণনা। বুখারী বলেন, এ বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ হল আওফ বিন মালেকের হাদীস।)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعاء)). رواه أَبُو داود

৫/৯৪৪। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা মৃতের জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দুআ করো। *(আবূ দাউদ)*

৬/৯৪৫। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ।)

وَعَنْ وَاثِلَة بنِ الأَسْقَعِ ﷺ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ ، فَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ ، وَعذَابَ النَّار ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَمْدِ ؛ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ)). رواه أَبُو داود

৭/৯৪৬। ওয়াষেলাহ ইবনে আসকা' ﷺ বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক মুসলমান ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ালেন। অতঃপর আমি তাকে এই দুআটি বলতে শুনলাম,

'আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা অহাবলি জিওয়ারিক, ফাক্বিহী ফিতনাতাল ক্বাবরি অ আযা-বান্নার, অ আন্তা আহলুল অফা-ই অলহামদ, ফাগফির লাহু অরহামহু ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।'

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার আমানতে। অতএব ওকে তুমি কবর ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও প্রশংসার পাত্র। সুতরাং ওকে তুমি মাফ করে দাও এবং ওর প্রতি দয়া কর। নিঃসন্দেহে তুমিই মহাক্ষমাশীল অতি দয়াবান। *(আবূ দাউদ)*

وَعَنْ عبد الله بنِ أَبِي أَوْفى رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَة ابْنَة لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات ، فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَة كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ هكَذَا.

وفي رواية : كَبَّرَ أَرْبَعاً فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْساً ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنِّي لاَ أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

يَصْنَعُ ، أَوْ : هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . رواه الحاكم ، وَقَالَ : ((حديث صحيح))

৮/৯৪৭। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা ﷺ তার এক মেয়ের জানাযায় চার তাকবীর দিলেন। অতঃপর তিনি চতুর্থ তাকবীরের পর দুই তাকবীরের মধ্যস্থলে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে তার (কন্যার) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ করলেন। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই রকমই করতেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি চার তাকবীর বলার পর কিছুক্ষণ থেমে গেলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম যে, তিনি পাঁচ তাকবীর বলবেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরলেন। তারপর তিনি যখন নামায শেষ করলেন তখন আমরা তাঁকে বললাম, একি? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা করতে দেখেছি তার চেয়ে বেশী করব না, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ রকমই করেছেন। *(হাকেম সহীহ সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ১৫৮

লাশ শীঘ্র (কবরস্থানে) নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً ، فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)) متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم : ((فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ)).

১/৯৪৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমরা জানাযার (লাশ) নিয়ে যেতে তাড়াতাড়ি কর। কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তাহলে ভালর দিকেই তোমরা তাকে পেশ করবে। আর যদি তা এর উল্টো হয়, তাহলে তা মন্দ, যা তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা তাকে ভালোর উপর পেশ করবে।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا وُضِعَت الجَنَازَةُ ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، قَالَتْ : قَدِّمُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ ، قَالَتْ لأَهْلِهَا : يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنسَانُ لَصَعِقَ)). رواه البخاري

২/৯৪৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলতেন, যখন জানাযা (খাটে) রাখা হয় এবং লোকেরা তা নিজেদের ঘাড়ে উঠিয়ে নেয় তখন সে সৎ হলে বলে, আমাকে আগে নিয়ে চল। আর অসৎ হলে তার পরিবার-পরিজনদের উদ্দেশ্যে বলে, হায় আমার দুর্ভোগ! তোমরা (আমাকে) কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া তার এই আওয়াজ সব জিনিসই শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতো, তবে নিশ্চয় বেঁহুশ হয়ে যেত। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৫৯

মৃতের ঋণ পরিশোধ করা এবং তার কাফন-দাফনের কাজে শীঘ্রতা করা প্রসঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা কর্তব্য

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِه حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن)) .

১/৯৫০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঋণ পরিশোধ অবধি মু'মিনের আত্মা ঝুলানো থাকে (অর্থাৎ, তার জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার ফায়সালা হয় না।) *(তিরমিযী হাসান)*

২/৯৫১। (এ নম্বরের হাদীসটি যয়ীফ।)

পরিচ্ছেদ - ১৬০

কবরের নিকট উপদেশ প্রদান

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَعَدَ ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِه ، ثُمَّ قَالَ : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ)) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا ؟ فَقَالَ : ((اعْمَلُوا ؛ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ...)) وذكر تمام الحديث . متفقٌ عَلَيْه

১/৯৫২। আলী ﷺ বলেন, আমরা এক জানাযার সাথে বাকীউল গারক্বাদ (কবর স্থানে) ছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর আশপাশে বসে গেলাম। তাঁর সাথে একটি ছড়ি ছিল তিনি মাথা নীচু করে তা দিয়ে (চিন্তাগ্রস্তের মত) মাটিতে আঁক কাটতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের জাহান্নামে ও জান্নাতে ঠিকানা লিখে দেওয়া হয়েছে। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আমাদের (ভাগ্য) লিপির উপর ভরসা করব না? তিনি বললেন, (না, বরং) তোমরা কর্ম করতে থাক। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে কাজ সহজ হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৬১

মৃত্যের জন্য তাকে দাফন করার পর দুআ এবং তার জন্য দুআ, ইস্তেগফার ও কুরআন পাঠের জন্য তার কবরের নিকট কিছুক্ষণ বসে থাকা প্রসঙ্গে

وَعَنْ أَبِي عَمرٍو - وَقِيلَ : أَبُو عَبدِ اللهِ ، وَقِيلَ : أَبُو لَيلَى - عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فُرِغَ مِن دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : ((اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسأَلُ)). رواه أَبُو داود

১/৯৫৩। আবূ আম্র মতান্তরে আবূ আব্দুল্লাহ বা আবূ লাইলা উসমান ইবনে আফ্ফান ﷺ বলেন, নবী ﷺ মৃতকে সমাধিস্থ করার পর তার নিকট দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য স্থিরতার দুআ কর। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে। *(আবূ দাউদ)*

وَعَنْ عَمرو بنِ العَاصِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا دَفَنْتُمُونِي ، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ ، وَيُقَسَّمُ لَحمُهَا حَتَّى أَسْتَأنِسَ بِكُمْ، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رواه مسلم. وَقَدْ سبق بطوله.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : وَيُستَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ ، وَإِنْ خَتَمُوا القُرآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنًا.

২/৯৫৪। আম্র ইবনে আ'স ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন আমাকে সমাধিস্থ করবে তখন আমার কবরের আশ-পাশে তোমরা ততক্ষণ অবস্থান করবে যতক্ষণ একটা উঁট যবেহ করে তার মাংস বন্টন করতে লাগে। যেন আমি তোমাদের পেয়ে নিঃসঙ্গতা বোধ না করি এবং জেনে নিই যে, আমি আমার প্রভুর দূতগণকে কি জবাব দিচ্ছি। *(মুসলিম)*

এ বর্ণনাটি পূর্বে ৭ ১৬ নম্বরে বিস্তারিতভাবে গত হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কবরের নিকট কুরআনের কিছু অংশ পড়া উত্তম। যদি তার নিকট কুরআন খতম করে, তবে তা উত্তম হবে।

* (কিন্তু এ কথাটি ইমাম শাফেয়ীর নয়; এ হল তাঁর শিষ্যদের কথা। তাছাড়া মতটি সুন্নাহর পরিপন্থী। কেননা, নবী ﷺ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করাই হচ্ছে সুন্নতী কাজ এবং এতটুকু করাই যথেষ্ট। -*আল্লামা আলবানীর টীকা দ্রষ্টব্য*)

পরিচ্ছেদ - ১৬২

মৃতের পক্ষ থেকে সাদকাহ এবং তার জন্য দুআ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}(١٠) سورة الحشر

অর্থাৎ, যারা তাদের পর আগমন করে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতৃগণকে ক্ষমা করে দেন। *(সূরা হাশ্র ১০)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৫৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছে। আমার ধারণা যে, সে কথা বলার সুযোগ পেলে সাদকাহ করত। সুতরাং আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদকাহ করি, তাহলে কি সে নেকী পাবে? তিনি বললেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হ্যাঁ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)). رواه مسلم

২/৯৫৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি জিনিস নয়; (১) সাদকা জারিয়াহ, (২) যে বিদ্যা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় অথবা (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৬৩

মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষের প্রশংসার মাহাত্ম্য

عَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((وَجَبَتْ)) ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرّاً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((وَجَبَتْ)) ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب ﷺ : مَا وَجَبَت ؟ فَقَالَ : ((هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً ، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً ، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرضِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৫৭। আনাস ﷺ বলেন, কিছু লোক একটা জানাযা নিয়ে পার হয়ে গেল। লোকেরা তার প্রশংসা করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, অবধারিত হয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা নিয়ে পার হলে লোকেরা তার দুর্নাম করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, অবধারিত হয়ে গেল। উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বললেন, কি অবধারিত হয়ে গেল? তিনি বললেন, তোমরা যে এর প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত, আর ওর দুর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেল। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، قَالَ : قَدِمْتُ المَدِينَةَ ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّاب ﷺ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرّاً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، قَالَ أَبُو الأَسوَدِ: فَقُلتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيرٍ ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ)) فَقُلْنَا : وَثَلاثَةٌ ؟ قَالَ : ((وَثَلاثَةٌ)) فَقُلنَا : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : ((وَاثْنَانِ)) ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ . رواه البخاري

২/৯৫৮। আবুল আসওয়াদ ﷺ বলেন, আমি মদীনায় এসে উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ-এর নিকট বসলাম। অতঃপর তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা পার হলে তার প্রশংসা করা হল। উমার ﷺ বললেন, ওয়াজেব (অনিবার্য) হয়ে গেল। অতঃপর আর একটা জানাযা পার হলে তারও প্রশংসা করা হলে উমার ﷺ বললেন, ওয়াজেব হয়ে গেল। অতঃপর তৃতীয় একটা জানাযা পার হলে তার নিন্দা করা হলে উমার ﷺ বললেন, ওয়াজেব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি বললাম, কি ওয়াজেব হয়ে গেল? হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বললেন, আমি বললাম, যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন, যে মুসলমানের নেক হওয়ার ব্যাপারে চারজন লোক সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললাম, আর তিনজন? তিনি বললেন, তিনজন হলেও। আমরা বললাম, আর দু'জন? তিনি বললেন, দু'জন হলেও। অতঃপর আমরা এক জনের (সাক্ষ্য) সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা করলাম না। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ১৬৪

যার নাবালক সন্তান-সন্ততি মারা যাবে তার ফযীলত

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৫৯। আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলমানের তিনটি নাবালক সন্তান মারা যাবে, তাকে আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বর্কতে জান্নাত দেবেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لاَ تَمسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحلَّةَ القَسَمِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৯৬০। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলমানের তিনটি (নাবালক) সন্তান মারা যাবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। কিন্তু (আল্লাহ) তাঁর কসম পূরা করার জন্য (তাদেরকে জাহান্নামের উপর পার করাবেন)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আল্লাহর কসম পুরা করার ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

{وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا} (٧١) سورة مريم

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তাতে প্রবেশ করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। *(সূরা মারয়্যাম ৭১ আয়াত)*

আর মু'মিনদের প্রত্যেকের জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত পার হওয়া। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। (আমীন।)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ ، قَالَ : ((اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا)) فَاجْتَمَعْنَ ، فَأَتَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : ((مَا مِنْكُنَّ مِن امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنَ الوَلَدِ إِلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ)). فقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَينِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَاثْنَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৯৬১। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! কেবল মাত্র পুরুষেরাই আপনার হাদীস শোনার সৌভাগ্য লাভ করছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যও একটি দিন নির্ধারিত করুন। আমরা সে দিন আপনার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নিকট আসব, আপনি আমাদেরকে তা শিক্ষা দেবেন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন একত্রিত হও। অতঃপর নবী ﷺ তাদের নিকট এসে সে শিক্ষা দিলেন যা আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কোন মহিলার **তিনটি সন্তান মারা যাবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড় হয়ে যাবে।** এক মহিলা বলল, আর দু'টি সন্তান মারা গেলে? তিনি বললেন, দু'টি মারা গেলেও (তাই হবে)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৬৫

অত্যাচারীদের সমাধি এবং তাদের ধ্বংস-স্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কান্না করা, ভীত হওয়া, আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং এ থেকে গাফেল না থাকা প্রসঙ্গে

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَصْحَابِه - يَعْنِي لَمَّا وَصَلُوا الحِجْرَ - دِيَارَ ثَمُودَ - : ((لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ المُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ)). متفقٌ عَلَيْه

وفي رواية قَالَ : لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالحِجْرِ ، قَالَ : ((لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ)). ثُمَّ قَنَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ وأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِي .

১/৯৬২। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সামূদ জাতির বাসস্থান হিজ্‌র (নামক) স্থানে পৌঁছে নিজ সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা এ সকল শাস্তিপ্রাপ্তদের স্থানে প্রবেশ করলে কাঁদতে কাঁদতে (প্রবেশ) কর। যদি না কাঁদ, তাহলে তাদের স্থানে প্রবেশ করো না। যেন তাদের মত তোমাদের উপরেও শাস্তি না পৌঁছে যায়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজ্‌র অতিক্রম করার সময় বললেন, তোমরা সেই লোকদের বাসস্থানে প্রবেশ করো না, যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছে। যেন তাদের মত তোমাদের উপরেও আযাব না পৌঁছে। কিন্তু কান্না অবস্থায় প্রবেশ করতে পার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ মাথা ঢেকে নিলেন এবং দ্রুত গতিতে উপত্যকা পার হয়ে গেলেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সপ্তম অধ্যায়

সফরের আদব-কায়দা

পরিচ্ছেদ - ১৬৬

বৃহস্পতিবার সকালে সফরে বের হওয়া উত্তম

عَنْ كَعب بنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيسِ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ . متفقٌ عَلَيْه.

وفي رواية في الصحيحين: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الخَمِيسِ.

১/৯৬৩। কা'ব ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ তাবুক অভিযানে বৃহস্পতিবার বের হলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার (সফরে) বের হওয়া পছন্দ করতেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনে কমই সফরে বের হতেন।

(প্রকাশ থাকে যে, বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়ার কথা মুসলিম শরীফে নেই।)

وَعَنْ صَخرِ بنِ وَدَاعَةَ الغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)). وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ . وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِراً ، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ: ((حديث حسن))

২/৯৬৪। স্বাখ্‌র ইবনে অদাআহ গামেদী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের জন্য তাদের সকালে বরকত দাও। আর তিনি যখন সেনার ছোট বাহিনী অথবা বড় বাহিনী পাঠাতেন তখন তাদেরকে সকালে রওয়ানা করতেন। স্বাখ্‌র ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং তিনি তার ব্যবসার পণ্য সকালেই প্রেরণ করতেন। ফলে তিনি (এর বর্কতে) ধনী হয়ে গিয়েছিলেন এবং তার মাল প্রচুর হয়েছিল। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১৬৭

সফরের জন্য সাথী খোঁজ করা এবং কোন একজনকে আমীর (দলপতি) নিযুক্ত করে তার আনুগত্য করা শ্রেয়

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوحدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ !)). رواه البخاري

১/৯৬৫। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি লোকেরা জানত যে, একাকী সফরে কি ক্ষতি রয়েছে; যা আমি জানি, তাহলে কোন সওয়ার একাকী সফর করত না। *(বুখারী)*

وَعَنْ عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ)). رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحةٍ ، وَقَالَ الترمذي : ((حديث حسن))

২/৯৬৬। আম্‌র ইবনে শুআইব তার পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন (সফরকারী) আরোহী একটি শয়তান এবং দু'জন আরোহী দু'টি শয়তান। আর তিনজন আরোহী একটি কাফেলা। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ বিশুদ্ধসূত্রে)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ)). حديث حسن ، رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن

৩/৯৬৭। আবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তিন ব্যক্তি সফরে বের হবে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়। *(আবূ দাউদ হাসান সূত্রে)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِئَةٍ ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلةٍ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : ((حديث حسن))

৪/৯৬৮। ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম সঙ্গী হল চারজন, সর্বোত্তম ছোট সেনাবাহিনী হল চারশ' জন, সর্বোত্তম বড় সেনাবাহিনী হল চার হাজার জন। আর বারো হাজার সৈন্য স্বল্পতার কারণে কখনো পরাজিত হবে না। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১৬৮

সফরে চলা, বিশ্রাম নিতে অবতরণ করা, রাত কাটানো এবং সফরে ঘুমানোর আদব-কায়দা। রাতে পথচলা মুস্তাহাব, সওয়ারী পশুদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা এবং তাদের বিশ্রামের খেয়াল রাখা। যে তাদের অধিকারের ব্যাপারে ত্রুটি করে তাকে তাদের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া। সওয়ারী সমর্থ হলে আরোহীর নিজের পিছনে অন্য কাউকে বসানো বৈধ।

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ ، فَأَعْطُوا الإِبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الجَدْبِ ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ ، وَمَأْوَى الهَوَامِّ بِاللَّيْلِ)). رواه مسلم

১/৯৬৯। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা সবুজ-শ্যামল ঘাসে ভরা যমীনে সফর করবে তখন উটকে তার যমীনের অংশ দাও (অর্থাৎ, কিছুক্ষণ চরতে দাও)। আর যখন তোমরা ঘাস-পানিবিহীন যমীনে সফর করবে তখন তার উপর চড়ে দ্রুত চলো এবং তার শক্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাও। আর যখন তোমরা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাতে বিশ্রামের জন্য কোন স্থানে অবতরণ করবে তখন আম রাস্তা থেকে দূরে থাকো। কারণ, তা রাতে (হিংস্র) জন্তুদের রাস্তা এবং (বিষাক্ত) পোকামাকড়ের আশ্রয় স্থল। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ . رواه مسلم

২/৯৭০। আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে থাকতেন এবং রাতে বিশ্রামের জন্য কোথাও অবতরণ করতেন তখন তিনি ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন। আর তিনি ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে বিশ্রাম নিলে তার হাতটা খাড়া করে হাতের চেটোর উপর মাথা রেখে আরাম করতেন। *(মুসলিম)*

উলামাগণ বলেন, তিনি হাত খাড়া রেখে আরাম করতেন, যাতে গভীর নিদ্রা এসে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত অথবা প্রথম ওয়াক্ত ছুটে না যায়।

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ)). رواه أَبُو داود بإسناد حسن

৩/৯৭১। আনাস ﷺ বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাতে সফর কর। কেননা, রাতে যমীনকে গুটিয়ে দেওয়া হয়। *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)* (অর্থাৎ, রাস্তা কম মনে হয়।)

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ!)) فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. رواه أَبُو داود بإسناد حسن

৪/৯৭২। আবূ যা'লাবা খুশানী ﷺ বলেন, লোকেরা যখন কোন স্থানে অবতরণ করতেন তখন তাঁরা গিরিপথ ও উপত্যকায় ছড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের এ সকল গিরিপথে ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হওয়া শয়তানের কাজ। এরপর তাঁরা যখনই কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতেন, তখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে থাকতেন। *(আবূ দাউদ)*

وَعَنْ سَهْلِ بنِ عَمرٍو – وَقِيلَ : سَهْلِ بنِ الرَّبِيعِ بنِ عَمرٍو الأَنصَارِي المَعرُوفِ بابنِ الحَنظَلِيَّةِ ، وَهُوَ مِن أَهلِ بَيعَةِ الرِّضْوَانِ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ ، فَقَالَ : ((اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ البَهَائِمِ المُعجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৫/৯৭৩। সাহল ইবনে আম্‌র ﷺ মতান্তরে সাহল ইবনে রাবী ইবনে আম্‌র ﷺ আনসারী যিনি ইবনুল হানযালিয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধ এবং ইনি বায়আতে রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা উঁটের পাশ দিয়ে গেলেন যার পিঠটা (দুর্বলতার কারণে) পেটের সাথে লেগে গিয়েছিল। তিনি বললেন, তোমরা এ সব অবোলা জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং তোমরা তাদের সুস্থ থাকা অবস্থায় আরোহণ কর এবং তাদের সুস্থ থাকা অবস্থায় মাংস খাও। *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْ أَبِي جَعفَرٍ عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَردَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، وَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ . يَعني : حَائِطَ نَخْلٍ . رواه مسلم هكَذَا مُختصراً .

وزادَ فِيهِ البَرْقَاني بِإِسنَادِ مُسلِمٍ - بَعدَ قَوْلِه : حَائِشُ نَخْلٍ - فَدَخَلَ حَائِطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَرْجَرَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ - أَيْ : سِنَامَهُ - وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : ((مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ ؟ لِمَنْ هَذَا الجَمَلُ ؟)) فَجَاءَ فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : هَذَا لِي يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ((أَفَلاَ تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ البَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا ؟ فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ)). رواه أَبُو داود كرواية البرقاني .

৬/৯৭৪। আবূ জা'ফর আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সওয়ারীর উপর তাঁর পিছনে বসালেন এবং আমাকে তিনি একটি গোপন কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঁচু জায়গা (দেওয়াল, ঢিবি ইত্যাদি) অথবা খেজুরের বাগানের আড়ালে মল-মূত্র ত্যাগ করা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। *(ইমাম মুসলিম এটিকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন)*

বারক্বানী এতে মুসলিমের সূত্রে বর্ধিত আকারে 'খেজুরের বাগান' শব্দের পর বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ ক'রে সেখানে একটা উঁট দেখতে পেলেন। উঁটটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। নবী ﷺ তাঁর কাছে এসে তার কুঁজে এবং কানের পিছনের অংশে হাত ফিরালেন, ফলে সে শান্ত হল। তারপর তিনি বললেন, এই উঁটের মালিক কে? এই উঁটটা কার? অতঃপর আনসারদের এক যুবক এসে বলল, এটা আমার হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তুমি কি এই পশুটার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? কারণ, সে আমার নিকট অভিযোগ করছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধায় রাখ এবং (বেশি কাজ নিয়ে) ক্লান্ত করে ফেলো! *(আবূ দাঊদ)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً ، لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ . رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط مسلم

৭/৯৭৫। আনাস ﷺ বলেন, আমরা যখন (সফরে) কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতাম, তখন সওয়ারীর পালান নামাবার পূর্বে নফল নামায পড়তাম না। *(আবূ দাঊদ, মুসলিমের শর্তে)*

অর্থাৎ, আমরা নামাযের প্রতি আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও সওয়ারীর পিঠ থেকে পালান নামিয়ে তাকে আরাম না দেওয়ার আগে নামায পড়তে শুরু করতাম না।

পরিচ্ছেদ - ১৬৯

সফরের সঙ্গীকে সাহায্য করা প্রসঙ্গে

অপরকে সাহায্য করার বিষয়ে অনেক হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন; যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করে।' 'প্রত্যেক ভাল কাজ সাদকাহ স্বরূপ।' ইত্যাদি।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، فَجَعَلَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَميناً وَشِمَالاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ)) ، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَهُ ، حَتَّى رَأَيْنَا ، أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ . رواه مسلم

১/৯৭৬। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আমরা সফরে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি তার সওয়ারীর উপর চড়ে এল। অতঃপর তার দৃষ্টি ডানে ও বামে ফেরাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার বাড়তি সওয়ারী আছে সে যেন তা তাকে দেয় যার সওয়ারী নেই এবং যার অতিরিক্ত সফরের সম্বল রয়েছে সে যেন সম্বলহীন ব্যক্তিকে দেয়। অতঃপর তিনি আরো কয়েক প্রকার মালের কথা বললেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করলাম যে, বাড়তি মালে আমাদের কারোর কোন অধিকারই নেই। *(মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ ، فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْماً لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ ، وَلاَ عَشِيرَةٌ ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ ، فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ)) يَعْنِي أَحَدِهِمْ ، قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً مَا لِي إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي . رواه أَبُو داود

২/৯৭৭। জাবের ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে মুহাজির ও আনসারের দল! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের কোন মাল নেই স্বগোত্রীয় লোকও নেই। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন দুই অথবা তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে নেয়। কারণ, আমাদের কারো এমন কোন সওয়ারী নেই যা তাদের সাথে পালাক্রমে ছাড়া তাকে বহন করতে পারে। জাবের ﷺ বলেন, সুতরাং আমি দু'জন অথবা তিনজনকে সাথে নিলাম। অন্যান্যদের মত আমার উটেও তাদের সাথে পালাক্রমে চড়তাম। *(আবূ দাউদ)*

وَعَنْه ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ ، فَيُزْجِي الضَّعِيفَ ، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُ . رواه أَبُو داود بإسناد حسن

৩/৯৭৮। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে (সকলের) পিছনে চলতেন। তিনি দুর্বলকে চলতে সাহায্য করতেন এবং তাকে পিছনে বসিয়ে নিতেন ও তার জন্য দুআ করতেন। *(আবূ দাউদ হাসান সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ১৭০

কোন সওয়ারী বা যানবাহনে চড়ার সময় দুআ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ }

অর্থাৎ, যিনি সব কিছুর যুগলসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যানবাহনে পরিণত করেছেন। যাতে তোমরা ওদের পিঠে স্থিরভাবে বসে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করতে পার, পবিত্র মহান তিনিই যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। *(সূরা যুখরুফ ১২-১৪ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثاً ، ثُمَّ قَالَ : ((سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اَللّهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقوَى ، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرضَى ، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ . اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ . اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ)) وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ : ((آيِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)). رواه مسلم

১/৯৭৯। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ যখন সফরে বেরিয়ে উটের পিঠে স্থির হয়ে বসতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এই দুআ পড়তেন,

'সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা অমা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। অইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা অত্তাক্বওয়া, অমিনাল আমালি মা তারযা। আল্লাহুম্মা হাওবিন আলাইনা সাফারানা হা-যা অত্বি আন্না বু'দাহ। আল্লাহুম্মা আন্তাস সা-হিবু ফিস সাফারি অলখালীফাতু ফিল আহল। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন অ'ষাইস সাফার অকাআবাতিল মানযার, অসূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি অল আহ্লি অল অলাদ।'

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহান যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। ওগো আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের এই যাত্রায় পুণ্যকর্ম, সংযমশীলতা এবং তোমার সন্তোষজনক কার্যকলাপ। হে আল্লাহ! আমাদের এ যাত্রাকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও। আমাদের থেকে ওর দূরত্ব গুটিয়ে নাও। হে আল্লাহ! তুমিই সফরের সঙ্গী। আর পরিবার পরিজনের জন্য (আমাদের) প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে, ভয়ংকর দৃশ্য থেকে এবং বাড়ি ফিরে ধন-সম্পদ, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কোন অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আর বাড়ি ফিরার সময় উক্ত দুআর সাথে এগুলিও পড়তেন, 'আ-ইবূনা, তা-ইবূনা আ-বিদূনা, লিরাব্বিনা হা-মিদূন।' *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَرجِسَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ ، وَدَعْوَةِ المَظْلُومِ ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ . رواه مسلم

২/৯৮০। আব্দুল্লাহ ইবনে সার্জিস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট থেকে, দুশ্চিন্তাজনক পরিস্থিতি থেকে বা অপ্রীতিকর প্রত্যাবর্তন, পূর্ণতার পর হ্রাস থেকে, অত্যাচারিতের বদ্দুআ থেকে, মাল-ধন ও পরিবারের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। *(মুসলিম)*

الحَور بعد الكون এ ভাবেই সহীহ মুসলিমে আছে (الكون এ নূন দিয়ে)। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈও ঐভাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, الكور (এর নূনের পরিবর্তে) 'রা' বর্ণ সহকারে বর্ণনা করা হয়। আর উভয় বর্ণনাই সঠিক।

উলামাগণ এ দুয়েরই অর্থ বলেছেন যে, ভালো হওয়ার পর খারাপ হওয়া কিম্বা বেশি হওয়ার পর কম হওয়া। তাঁরা বলেন, كور শব্দটি تكرير العمامة (অর্থাৎ পাগড়ী পেঁচানো) থেকে গৃহীত। অর্থাৎ, মাথায় পাগড়ী জড়ানো বা গুটানো। আর كون শব্দটি كان يكون كوناً থেকে গৃহীত। তার মানে হচ্ছে অস্তিত্বে আসা, স্থির হওয়া।

وَعَنْ عَلِيِّ بنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : شَهِدتُّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا ، قَالَ : الحَمْدُ للهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَالَ : اَلحمْدُ للهِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : اَللهُ أَكْبَرُ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : رَأَيتُ النبيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ ، فقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : ((إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبدِه إِذَا قَالَ : اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي)). رواه أَبو داود والترمذي، وَقَالَ: ((حديث حسن))، وفي بعض النسخ: ((حسن صحيح)). وهذا لفظ أَبي داود

৩/৯৮ ১। আলী ইবনে রাবীআহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবূ ত্বালেব ﷺ-এর নিকট হাজির ছিলাম। যখন তাঁর নিকট আরোহন করার উদ্দেশ্যে বাহন আনা হল এবং যখন তিনি বাহনের পাদানে স্বীয় পা রাখলেন তখন 'বিসমিল্লাহ' বললেন। অতঃপর যখন তার পিঠে স্থির হয়ে সোজাভাবে বসলেন তখন বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা অমা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। অইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন।' অতঃপর তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়লেন। অতঃপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পড়লেন। অতঃপর পড়লেন, 'সুবহানাকা ইন্নী যালামতু নাফ্সী ফাগফিরলী, ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্ত্।' অতঃপর তিনি হাসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখলাম, তিনি তাই করলেন, যা আমি করলাম। অতঃপর তিনি হাসলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, তোমার মহান প্রতিপালক তাঁর সেই বান্দার প্রতি আশ্চর্যান্বিত হন, যখন সে বলে, 'ইগফিরলী যুনূবী' (অর্থাৎ, আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও।) সে জানে যে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া পাপরাশি আর কেউ মাফ করতে পারে না। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান, কোন কোন কপিতে আছে, 'হাসান সহীহ'। আর এ শব্দমালা আবূ দাঊদের।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৭১

উঁচু জায়গায় চড়ার সময় মুসাফির 'আল্লাহু আকবার' বলবে এবং নীচু জায়গায় নামবার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। 'তকবীর' ইত্যাদি বলার সময় অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে বলা নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رواه البخاري

১/৯৮২। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা (সফরে) যখন উঁচু জায়গায় চড়তাম তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতাম এবং নীচু জায়গায় নামতাম, তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতাম। *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوا الثَّنَايَا كَبَّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২/৯৮৩। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ ও তাঁর সেনা বাহিনী যখন উঁচু জায়গায় চড়তেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। আর যখন নিচু জায়গায় নামতেন তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সানাদে)*

وَعَنْه ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الحَجِّ أَو العُمْرَة ، كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّة أَوْ فَدْفَد كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)). متفقٌ عَلَيْه

وفي رواية لمسلم : إِذَا قَفَلَ مِنَ الجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَو الحَجِّ أَوِ العُمْرَة .

৩/৯৮৪। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হজ্জ কিম্বা উমরাহ সেরে ফিরে আসতেন, যখনই কোন পাহাড়ী উঁচু জাগায় অথবা ঢিপিতে চড়তেন তখনই তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুল্‌কু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ-ইয়ূনা তা-ইবূনা সা-জিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন। সাদাক্বাল্লাহু ওয়া'দাহ, অনাসারা আব্দাহ, অহাযামাল আহযাবা অহদাহ।'

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সার্বভৌম অধিকার, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতগুযার, সাজদাহকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত করেছেন, তাঁর বান্দাহকে মদদ করেছেন এবং একাই শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি বড় অথবা ছোট অভিযান অথবা হজ্জ বা উমরাহ থেকে ফিরতেন---।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي ، قَالَ : ((عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ)). فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

৪/৯৮৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ইচ্ছা করেছি, সফরে যাব, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করো এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে নিয়মিত 'আল্লাহু আকবার' পড়ো। যখন লোকটা পিছন ফিরে যেতে লাগল তখন তিনি (তার জন্য দুআ ক'রে) বললেন, 'আল্লাহুম্মাত্বি লাহুল বু'দা অহাওবিন আলাইহিস সাফার' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি ওর পথের দূরত্ব গুটিয়ে দিয়ো এবং ওর জন্য সফর আসান করে দিয়ো। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً ، إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৯৮৬। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা যখন কোন উঁচু উপত্যকায় চড়তাম তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার' বলতাম। (একদা) আমাদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। নবী ﷺ তখন বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন কর। কেননা, তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী। *(বুখারী ও মুসলিম)*

* (মহান আল্লাহ আরশে আছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি প্রভৃতি সর্বত্র আছে। সুতরাং তাঁকে শোনাবার জন্য এত উচ্চ স্বরে তকবীর ইত্যাদি পড়া নিষ্প্রয়োজন।)

পরিচ্ছেদ - ১৭২

সফরে দুআ করা মুস্তাহাব

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن)) . وليس في رواية أَبِي داود : ((عَلَى وَلَدِهِ)) .

১/৯৮৭। আবূ আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন জনের দুআ সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত হয় ঃ (১) নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ, (২) **মুসাফিরের দুআ** এবং (৩) ছেলের জন্য মাতা-পিতার বদ্দুআ। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*

আবূ দাউদের বর্ণনায় "ছেলের জন্য" শব্দগুলি নেই। (অর্থাৎ, তাতে আছে, "পিতা-মাতার দুআ।")

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৭৩

মানুষ বা অন্য কিছু থেকে ভয় পেলে কি দুআ পড়বে?

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً، قَالَ : ((اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ)). رواه أَبُو داود والنسائي بإسنادٍ صحيحٍ

১/৯৮৮। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন শত্রুদলকে ভয় করতেন তখন এই দুআ পড়তেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআ'লুকা ফী নুহূরিহিম অনাঊযু বিকা মিন শুরূরিহিম।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। *(আবূ দাউদ, নাসাঈ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ১৭৪

কোন মঞ্জিলে (বিশ্রাম নিতে) অবতরণ করলে সেখানে কি দুআ পড়বে?

عَن خَولَةَ بِنتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ)). رواه مسلم

১/৯৮৯। খাওলা বিন্তে হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি (সফরের) কোন মঞ্জিলে নেমে এই দুআ পড়বে, 'আঊযু বিকালিমাতিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক্ব।' (অর্থাৎ, আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।) তাহলে সে মঞ্জিল থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। *(মুসলিম)*

২/৯৯০। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ।)

পরিচ্ছেদ - ১৭৫

প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে সফর থেকে অতি শীঘ্র বাড়ি ফিরা মুস্তাহাব

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৯১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সফর আযাবের অংশ বিশেষ। সফর তোমাদেরকে পানাহার ও নিদ্রা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যখন তোমাদের কারোর সফরের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে, তখন সে যেন বাড়ি ফিরার জন্য তাড়াতাড়ি করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৭৬

সফর শেষে বাড়িতে দিনের বেলায় আসা উত্তম এবং অপ্রয়োজনে রাতের বেলায় ফিরা অনুত্তম

عَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلاً)) .

وفي روايةٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৯২। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কারোর বিদেশের অবস্থান দীর্ঘ হবে, তখন সে যেন অবশ্যই রাত্রিকালে নিজ গৃহে না ফিরে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন যে, (মুসাফির) পুরুষ যেন স্ত্রীর কাছে রাতের বেলায় প্রবেশ না করে।

(কেননা তাতে অনেক ধরনের ক্ষতি হতে পারে। যেমন, স্ত্রীকে অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় দেখে দাম্পত্যে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে অথবা স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকতে পারে ইত্যাদি। তবে পূর্বেই যদি আগমন বার্তা জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রাতের বেলায় বাড়ি গেলে কোন ক্ষতি নেই।)

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً ، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৯৯৩। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর শেষে রাত্রিকালে স্বীয় বাড়ি ফিরতেন না। তিনি সকালে কিম্বা বিকালে বাড়ি আগমন করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৭৭

সফর থেকে বাড়ি ফিরার সময় এবং নিজ গ্রাম বা শহর দেখার সময় দুআ

এ বিষয়ে বিগত (৯৮৩নং) ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

وَعَنْ أنس ﷺ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : ((آيِبُونَ ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)). فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ . رواه مسلم

১/৯৯৪। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সফর থেকে ফিরে এলাম। পরিশেষে যখন মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপনীত হলাম, তখন তিনি এই দুআ পড়লেন, 'আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, আ-বিদূনা, লিরাব্বিনা হা-মিদূন। (অর্থাৎ, আমরা সফর থেকে প্রত্যাগমনকারী, তওবাকারী, উপসনাকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী।) মদীনায় আগমন না করা পর্যন্ত তিনি এ দুআ অনবরত পড়তে থাকলেন। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৭৮

সফর থেকে বাড়ি ফিরে প্রথমে বাড়ির নিকটবর্তী কোন মসজিদে দু' রাকআত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব

عَن كَعب بن مَالك ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৯৫। কা'ব ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর থেকে বাড়ি ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু' রাকআত নামায পড়তেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৭৯

কোন মহিলার একাকিনী সফর করা হারাম

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৯৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, তার মাহরামের সঙ্গ ছাড়া একাকিনী এক দিন এক রাতের দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ ﷺ ، يَقُولُ : ((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً ، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : ((انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৯৯৭। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে। এক ব্যক্তি আবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি। তিনি বললেন, 'যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

* (যার সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম তাকে মাহরাম বা এগানা বলা হয়; তার সাথে সফর বৈধ। বাকী যার সাথে কোনও সময় বিবাহ বৈধ, তাকে গায়র মাহরাম বা বেগানা বলা হয়। তার সাথে সফর করা বৈধ নয়; এমনকি হজ্জের সফর হলেও নয়।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com